শ্রীগৌরাঙ্গ

(ভক্তি-মূলক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মথুরানাথ সাহার যাত্রায় অভিনীত।

(শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস দ্বারা সুরলয়ে গঠিত)

কলিকাতা

৬নং কলেজষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৫

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, নারদ, দেবগণ, মুনিগণ, নিমাই (গৌরাঙ্গ অবতার), নিতাই (ঐ ভ্রাতা), কেশবভারতী (গৌরাঙ্গের গুরুদেব), জগন্নাথ মিশ্র (নিমাইয়ের পিতা), নীলাম্বর (নিমাইয়ের মাতামহ), বিশ্বরূপ (জ্যেষ্ঠভ্রাতা), অদ্বৈতাচার্য্য মুরারী-গুপ্ত (বয়স্য), শ্রীমান, শ্রীবাস, শ্রীধর, গোপীনাথ, হিরণ্য-ভাগবত, মুকুন্দ, দামোদর, শুক্লেশ্বর, জগদীশ (প্রভৃতি ভক্তগণ), চন্দ্রশেখর (নিমাইয়ের মেসো), হাড়াই পণ্ডিত (নিতাইয়ের পিতা), চাঁদকাজী (মুসলমান শাসন কর্ত্তা), শ্রীরামচন্দ্র খাঁ (রাজা), সুরঙ্গদেব (জনৈক শাক্ত), জগাই, মাধাই (কোটালদ্বয়), গণক, তৈর্থিক ব্রাহ্মণ, নাপিত, বণিকগণ, রাখাল বালকগণ, ব্রাহ্মণগণ, প্রতিবেশিগণ, [illegible], কাজী সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, [illegible] পিশাচগণ, চোরদ্বয়, হরিদাস (ভক্ত)।

পাত্রী।

শ্রীরাধা, ভগবতী, দেবীগণ, গোপীগণ, ভৈরবী, কুমারী, শচী (নিমাইয়ের মাতা), লক্ষ্মী (নিমাইয়ের প্রথম পত্নী), বিষ্ণুপ্রিয়া (নিমাইয়ের দ্বিতীয় পত্নী), পদ্মাবতী (নিতাইয়ের মাতা), সীতাদেবী (অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী), বৃদ্ধারমণী, রমণীগণ, প্রতিবেশিনীগণ, নর্ত্তকীগণ, সখীগণ, নাগরিকাগণ, পল্লিবাসিনীগণ, হরিবোলাদাসী (জনৈকা ভক্ত রমণী) বৈষ্ণবী।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

ভক্তগণের প্রবেশ।

ভক্তগণ। গীত।

জাগ জাগ জাগ জাগ হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
ঝর ঝর ঝরে কমলআঁখি, ভক্তআঁখি ঘোর অত্যাচারে॥
দেখ চেয়ে তব অযুত সন্তান, নীরবে সহিছে কত অপমান,
হরি তোমা বিনা আর কে রাখিবে মান,
তাই আছে প্রাণ চাহিয়ে তোমারে॥

ভক্তগণ। নারায়ণ! নারায়ণ! মধুসূদন! আর পাষণ্ডের অত্যাচার সহ্য হয় না! ভক্তবৎসল! ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

তার বক্ষে শয়ন-মন্দির মোর !
আমার মহিমা বুঝে, যেবা বুঝে কালের মহিমা।
কালে সৃষ্টি, কালে লয়, কালে স্থিতি ঘটে,
কালপটে মম গীতি লেখা।
কিন্তু সেই কাল হ'তে ভক্ত-ইচ্ছা সার,
অধিকার নাহি তথা কালও আমার।
আমি কাল তাদের অধীন,
মম ইচ্ছা নহে—ভক্তঋণ যাইব শুধিতে।

শ্রীরাধা। হেন ভক্ত কে এল ধরায়,
দয়াময়, যার তরে আজি বিচঞ্চল ?

শ্রীকৃষ্ণ। জান কমলিনি, সব তুমি,
ভুল কেন দ্বাপরীয় লীলা ?
যবে দেবি, জন্ম নিলা বৃকভানু ঘরে,
আমি গেনু নন্দের আগারে,
কত না কাঁদিলে কত না যাতনা পেলে আমার কারণ,
আমি নিরমম সেইকালে ক'রেছিনু পণ,
এর ঋণ নিশ্চয় শুধিব একদিন।
হ'য়ে এক নর অবতার,
বাহ্য রাধা অন্তঃকৃষ্ণ করিয়ে ধারণ,
লব কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদ রাধার মতন।
আমি হরি—নাহি করি কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন কভু
তাই এক অঙ্গে হ'য়ে রাধা-শ্যাম—

শোন রাই, তাঁরা সবে অতীব ব্যাকুল,
আমার গমনবিলম্ব হেতু।

শ্রীরাধা। ধন্য ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু!
আমা হেন সামান্যা অধিনী তরে,
হেন ক্লেশ সবে, সবে অকাতরে?
একি বাণী কহ দয়াময়!
কাজ নাই চিন্তামণি, অমরে ফিরাও আনি,
তুমি ঋণী? না না প্রভু, রাধা ঋণী—
চিরদিন অই রাঙা পায়!
যেও না অবনীতলে, তথা নাহি শান্তি মিলে,
মায়াতীত হ'য়ে প্রভু, নিজে মজ' না মায়ায়!
কেঁদেছি অনেক দিন, কাঁদিবে শুধিতে ঋণ,
কাঁদাও না গুণময়, আর এ দাসী রাধায়।

শ্রীকৃষ্ণ। না, না রাধে! শুধু তব ঋণ নয়,
কর্ম্ম হয়—মুখ্য আর গৌণ,
গৌণ কর্ম্ম তব ঋণ পরিশোধ—
মুখ্য কর্ম্ম হের বিষ্ণুপ্রিয়া—
অই শোন! অযুত অযুত প্রাণ
সমবেতে মিলি গাহে যাতনার গান,
হের হের রাধে! তান্ত্রিকের ঘোর অত্যাচারে—
সাধু ভক্ত মোর নিত্য জ্বরে রোগীর সমান!
বিদ্যা-অভিমানী হারাইয়া জ্ঞান,

সদা ক'রে বিজ্ঞান বিজ্ঞান,
বল জ্ঞানময়ি !
আমি বিশ্ব প্রাণ হ'য়ে কেমনে নিরখি তাহা ?
তাই যাব নদীয়ায় আনিব পাপীরে নিজ বশে,
নিজে আঁখি জলে ভেসে
ভাসাব তাদেরে প্রেমের বন্যায় !
তরাইব পাপিকুল, বুঝাইব জীবে মাত্র ভক্তি মূল,
অকূলে তরিতে হ'লে।
সত্যধন একমাত্র হরিনাম ।
নামে মুক্তি ঘটে, এ সঙ্কটে আমি না তারিলে,
কে তারিবে পাপিগণে কহ পতিতপাবনি !
তাই যাব আমি বিশ্বম্ভর নিমাই নামেতে—
পাষণ্ডীরে করিতে দলন ।
একমাত্র হরিবোল-অস্ত্র ল'য়ে করে,
অধর্ম্মেরে করিয়ে সংহার,
নব শক্তি এক তুলিব ভারতে।
আর্য্য ও অনার্য্য সবে হ'য়ে যাবে একপ্রাণ,
মরা প্রাণে ঢেলে দিব সঞ্জীবনী সুধা ।
হরিনাম মহোৎসবে, পাপ তাপ যাবে,
অমর হইবে এ কলির জীব ।
আসি রমে ! অই শোন, শ্রীভক্তের প্রেমের হুঙ্কার !
প্রেমে তারা ক'রে আকর্ষণ !

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(জগন্নাথমিশ্রের বহির্বাটী)

জগন্নাথ ও বিশ্বরূপের প্রবেশ।

জগন্নাথ। কিছুতেই মন স্থির হ'চ্চে না। আজ শচীর অদৃষ্টে ভগবান কি লিখেছেন, তাই বা কে ব'ল্‌তে পারে! আহা অভাগিনী প্রসববেদনায় অতি কাতর হ'য়েচে! তার সে অবস্থা দেখ্‌লে সংযমী মহাপুরুষেরও হৃদয় চঞ্চল হ'য়ে উঠে। বাবা বিশ্বরূপ, দেখ না বাবা, তোমার গর্ভধারিণী এখন কি ক'র্‌ছেন।

বিশ্বরূপ। এই ত দেখে এলুম বাবা, অস্থির হ'চ্চেন কেন? আপনিই ত বলেন, বিপদে মধুসূদন। তখন বাবা, এই সময়েই ত ভগবানের নাম নিতে হয়। নারায়ণ! নারায়ণ! আমার মাকে তুমি রক্ষা কর। আমার মাকে তুমি রক্ষা কর।

মুরারি গুপ্তের প্রবেশ।

মুরারি। বায়ু ঊর্দ্ধগত হইঁছে, তাই গর্ভিণী কষ্ট পাইছেন, ভয় নাই, মিশ্র, কোন ভয় নাই!

জগন্নাথ। তাই ত কি হবে মুরারি, তুমি ত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, তুমিই তা ব'ল্‌তে পার, কোন ঔষধের ব্যবস্থা ক'র্‌বে না কি?

মরি মরি কনক লাঞ্ছিত কান্তি দিব্য মনোহর,
পরম সুন্দর—আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল উরস,
মহাত্মা-লক্ষণ, হয় ভ্রম না হবে মানব-শিশু।

বিশ্বরূপ। ভাই হ'য়েছে, যাই যাই, ভাইকে দেখে আসি বাবা! দেখ, বাবা, যেই নারায়ণকে ডেকেছি অমনি আমার ভাই হ'য়েছে!

[প্রস্থান।

জগন্নাথ। জন্মেছে কুমার? নারায়ণ! নারায়ণ!
অতি শুভক্ষণ! হইল স্মরণ স্বপনের বাণী।
পূর্ণিমা ফাল্গুন আজ,
সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ,
এই লগ্নে জন্মিবে নন্দন মদনমোহন রূপ।
আজি স্বপ্ন সত্য হ'ল, ধন্য দেবলীলা!
চলুন চলুন পূজনীয় শ্বশুর আমার,
হেরি সে নব কুমার করি জনম সফল,
আজি ঘুচিল শচীর অশ্রুজল,
অভাগিনী নারী, মরি আটটী কুমারী তার—
দেছে বিসর্জ্জন!

দ্রুতপদে বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। আশ্চর্য্য ঘটনা পিতা,
যে ভ্রাতা আমার সে নব কুমার—

মুনিঋষিগণ। ওহে পারের কর্ণধার, পার করিতে ভাল জান—
বিদ্যাধরীগণ। কর হরি, ভব-বৈতরণী পার,
মুনিঋষিগণ। তুমি নদে ক'র্‌লে ধন্য, তার্‌লে পাপী বিনা পুণ্য,
বিদ্যাধরীগণ। ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য শচীর দুলাল কাঁচাসোনা॥

(গৌর হে গৌর হে)

১ম মুনি। ভাগ্যধর জগন্নাথ!
ধন্য পুণ্য ল'ভে ছিলে,
তার ফলে পেলে এ সংসারে—
পুত্র ভাবে পূর্ণব্রহ্ম নটবরে।
কি আনন্দ! কি আনন্দ!
চল চল যাই চল নাম সংকীর্ত্তনে।

[সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মুনিগণ ও
বিদ্যাধরীগণের প্রস্থান।

জগন্নাথ। সর্ব্ব অঙ্গ উঠে শিহরিয়া,
যাইছে বহিয়া শিরায় শিরায় সঞ্জীবনী সুধা!
ভবক্ষুধা যেন হইল নির্ব্বাণ!
ভগবান, কোন্ রঙ্গ দাসের সহিত?
বাবা বিশ্বরূপ! চল অগ্রে—
হেরি গিয়া বাছার আমার সে বিধুবদন।

[বেগে লীলাম্বর সহ প্রস্থান।

বিশ্বরূপ। নিশ্চয়ই ভাই ভগবান!
আগে ভায়ে লইয়াছি কোলে,

কেটে গেছে মায়ার বন্ধন !
কেবা আমি কে পিতা আমার
কেবা মাতা, ভাই—ভাই, তুমি ভগবান,
ব'লে দিও প্রভু, অভাগা ভেয়েরে—
কিসে যায় দূরে আসক্তি আশার !
ভবঘোরে আর হরি ঘুরিতে না পারি !

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

ভৈরবী ও সুরঙ্গদেবের প্রবেশ।

সুরঙ্গ। উঃ, উঃ কি অসহনীয় শ্রুতিজ্বালা ! চারিদিকেই হরি-নাম, চারিদিকেই হরিনাম ! গোটাকতক বৈরাগী জুটে মদেটাকে যেন তোলপাড় ক'রে তুলেছে। অনেকটা ভরসা ছিল, জগাই মাধাই, কিন্তু তারা যেন ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে আস্‌ছে। এখন কেবল-মাত্র ভরসা, রাজা রামচন্দ্র খান্, যাকে আমি যবন হরিদাসের নিগ্রহের সময় হাতে পেয়ে ছিলুম। এখন মা মহামায়ার রঙ্গ কি, তা কে জানে ? মনে হয় এ দিন চ'লে যাবে ! মা যে আমার পরিবর্ত্তনশীলা ! কখন দিগম্বরী কখন বসনপরিধৃতা ! কখন ধূমাবতী, কখন ভুবনেশ্বরী ! কখন মা শিবরাণী, কখন কা

শীগ্‌গির ধর, তা না হ'লে সাঁড়াশি দিয়ে মুখ চিরে ধর্‌ব। বেটা নেংটার দল, এ নদের পথে মেয়েমানুষ খুঁজ্‌ছ বটে!

শ্রীবাস। হরি, হরি, শ্রীমধুসূদন!

মাধাই। বেটার মধুসূদন! রাখ্‌ ন্যাকামি! চাঁদ কাজি কি আমাদিগে সাধ ক'রে কোটাল পদ দিয়েছে! জানিস ত—এ হোসেনসাহ রাজত্ব! বেশী যদি চালাকি করিস, এখনি কোতল করিয়ে ছাড়্‌ব, করিম চাচা, বেটার বেরেগীদিগে বাঁধ। দিনকতক মদ খেয়ে খেয়ে, মেয়েমানুষের ঘরে ছিলাম ব'লে গুরুঠাকুরও আমাদের উপর চটে গেছে! আজ সকলকে দেখিয়ে দোব, বেটার বৈরেগীর দল নদে ছাড়া হ'য়ে চলে গেছে। এ সব বেটা গাঁটকাটার দল, দিনেরবেলা পকেট মারে, আর রেতের বেলা গেরস্তবাড়ীর কেঁদালে ব'সে মেয়েমানুষের জন্যে মশা চাপড়ায়।

গোপীনাথ। কেন বাবা, মিথ্যা কলঙ্ক দিচ্চ?

মাধাই। ওরে বেটার চোর, জান্‌তা নেই, এ জগাই মাধাই বড় কেউ কেটা নয়। বেটা, পথের মাঝে কি কর্‌ছিলি বল্‌ দেখি? বাঁধ্‌, বাঁধ্‌ বেটাদিগে বাঁধ্‌, দে বেটাদের হাতে বামাল! বেটারা চুরি ক'রে পালাচ্ছিলো, যা চাচা, কাজিসাহেবের কাছে নিয়ে যা।

(পাইকগণকর্ত্তৃক বন্ধনোদ্যত)

ভক্তগণ। নারায়ণ! রক্ষা কর! নারায়ণ! রক্ষা কর।

জগাই। মাধা, আজ বড় দাঁও রে, বড় দাঁও। একটা পাঁঠার দাম বাবা, আদাই করা চাই।

মাধা। হা শালার পাঁঠা, একটা পাঁঠা কি রে পাঁঠা, এক এক

বেটা পাঁঠার কাছে এক একটা পাঁঠা, হবে ত পাঁচদিন চল্‌বে। আর কাজিসাহেবের বগরিদের দিনে হাজার বগরী, হাজার মুরগী, হাজার খাসী সওগাৎ পাঠাতে হবে। আরে শালা, এখন হতে তা না জোগাড় কর্‌তে পার্‌লে চাকরী থাক্‌বে কেন? দে শালা-দিগে চালান দে। দে শালাদের টিকিতে টিকি বেঁধে। (তথা করণ)

শ্রীবাস। পাপীর পাপ নাশ, দুষ্টের শাসনের নিমিত্ত তোমার যে যুগে যুগে অবতার। প্রভু, এখন কি পাপের চারিপাদ পূর্ণ হয় নি?

মাধাই। বাঁধা হ'য়েছে, লাগাও চাবুক! লাগাও চাবুক, (প্রহার) চল্ বেটারা— (পুনঃ প্রহারোদ্যত)

সৈনিকদ্বয় সহ ছদ্মবেশিনী বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

বৈষ্ণবী। হাঁ, হাঁ, ক'র্‌ছ কি? বাঙ্গলার নিরীহ প্রজার প্রতি এত অত্যাচার! তোমরাই কি এই নদের কোটাল, জগন্নাথ আর মাধব? এদের ছেড়ে দাও, দেখ—গৌড়েশ্বর হোসেন সাহারার পরোয়ানা। এই পরোয়ানার কিঞ্চিৎ অমর্য্যাদা হ'লেই তোমরা এই সৈনিক কর্ত্তৃক ধৃত হবে।

জগাই ও মাধাই। অ্যাঁ অ্যাঁ আপনি, আপনি কে?

বৈষ্ণবী। আমি দুনিয়ার বাদ্‌সাহের কন্যা, নাম বাদ্‌সাজাদী।

সকলে। সেলাম, সেলাম বাদ্‌সাজাদী।

জগাই ও মাধাই। আমাদেরও সালাম বাদ্‌সাজাদী, আমাদের

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(মুরারিগুপ্তের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ)

পল্লি রমণীগণ ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। তোরা সবাই আমার মা, আমি তোদের বাড়ীতে থাক্‌ব।

১ম রমণী। নিমাই, তুমি নেচে নেচে একটী গান গাও ত।

নিমাই। কৈ তোরা ত হরি বল্লি না, তবে আমি নাচ্‌ব কেন?

রমণীগণ। এই হরি, হরি বল্‌ছি, হরি, হরি হরি—

গীত।

সবাই মিলি দিই করতালি হ'রি হরি বলি নাচ ত নিমাই।
দিব ক্ষীর ননী, করেতে পাঁচনী, তুমি হারে রে রে ব'লে চরাবে গাই॥
শিরেতে দোব মোহনচূড়া, কটিতে দিব নেতের ধড়া,
অধরে দিব বাঁশী মনোহরা, আনিয়ে দিব বামে রাই॥
বঙ্কিমঠামে মন মাতিয়া, ভাবেরি বশে পড় ঢলিয়া,
প্রেমের বন্যা যাক বহিয়া, আপন মহিমা গাই—
হরি, হরি, গাও নিমাই॥

নিমাই।

গীত।

আমি রাধা বই আর জানি না, তাই সদা গাই রাধার নাম।
আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী রাধে ব'লে অবিরাম॥

১ম রমণী। যাই বল মা, তোমার নিমাই একটী সামান্য ধন নয়, বাছার স্বরে যেন কত অমিয় ঢালা রয়েছে।

শচী। কৈ,আমার নিমাই কোথায় গেল! নিমাই, নিমাই—

১ম রমণী। তাই ত, এই যে দাঁড়িয়ে ছিল, কখনে গেল নিমাই, নিমাই—

জনৈক বৃদ্ধা ও তৎ পশ্চাতে লুক্কাইতভাবে ক্ষীর খাইতে খাইতে নিমাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

বৃদ্ধা। একি মা, জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলের জ্বালায় যে এ নদের বাস করা দায় হ'য়ে উঠ্‌ল! কি ছেলে মা। আমার নাতিটী দোলায় ঘুমোচ্ছিল, গিয়েই তাকে চিম্‌টীকেটে তুলে দিলে। যেই আমরা তার কাছে গেছি, অমনি শ্রীমান রান্নাঘরে ঢুকে সব নট-ক্ষীরটুকু উজোড় ক'রে পালান। তাই খাবি খা, নিজে খা, তা নয়, ঘরের কুকুর বেরালটীকে পর্য্যন্ত দান! কৈ মিশ্রের গিন্নী শচীদেবী কোথায় গেলেন! শুন্‌লুম, তিনি এইখানে এসেছিলেন! ওমা, শাসন কর, ছেলে শাসন কর, তোমার ছেলের দৌরাত্ম্যে ঘরে দোরে দই ক্ষীর ব'লে কোন জিনিষটী রাখ্‌বার আর যো নেই, এই এক-পলকের মধ্যে সব সাবাড়! এই যে পেছনে এসেছেন, সত্যি মিথ্যে তোমরা পাঁচজনে দেখ! বাটী ধ'রে এখনও চুমুক মারছে। ঐ দেখ, ঠোঁটে গালে এখনও ক্ষীরের দাগ লেগে র'য়েছে।

রমণীগণ। (হাস্য) ওমা কি ছেলে মা, এই যে এখানে ছড়া কাটিয়ে গান গাচ্ছিল! হাঁ নিমাই, তুই পাখী নাকি? উড়ে গেলি আর উড়ে এলি?

নিমাই। আমি ত ব'লে গেলুম,
নন্দদুলাল চিকণগোপাল ক্ষীর ননীর তরে,
যে ত গোপীর বাড়ী বাড়ী খেতো চুরি ক'রে।
ওমা, আমি যে সেই গোপাল গো।

শচী। শুন্‌ছ মা, দেখ্‌ অবোধ দুষ্টু, তুই হলি কি? তোর জন্যে লোকের কাছে আর মান ইজ্জোৎ থাক্‌বে না? আজ মিশ্রকে ব'লে দোব যে, তোর পিটের চামড়া রাখ্‌বে না।

বৃদ্ধা। না মা, তা ব'লে তুমি ছেলেকে কিছু ব'লো না, ওর যদি সেই জ্ঞানই থাক্‌বে মা, তা হ'লে কি এমন ক'রে?

নিমাই। (ব্যঙ্গ) হিঁ হিঁ হিঁ, আমার জ্ঞান নেই, ওর খুব জ্ঞান! বুড়ো মাগী! আমার ক্ষীর আমি খেয়েছি, তাই উনি মার কাছে নালিশ ক'রতে এসেছেন! বেশ কর্‌ব, আমি আমার জিনিষ খাবো, তুই বল্‌বার কে?

শচী। তবে রে বজ্জাৎ, দাঁড়া ত, তুমি লঘু গুরু মান না? আমার মায়ের বয়েশী তাঁকে তুমি যা নয় তাই বল? আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন! (ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রহারোদ্যত)।

দ্রুতপদে বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। না, না মা, তোমার পায়ে ধরি, ভাই নিমাইয়ের গায়ে তুমি হাত তুল না! দেখ দেখি মা, নিমাইয়ের মুখখানি! নিমাই, কেন ভাই তুমি দুষ্টুমী কর? এস দাদা, আমার কোলে এস, তুমি যে লক্ষ্মীছেলে!

অনেক ব'লে ক'রে ঠাণ্ডা করেছি। এখন যাই মা, নিমাইয়ের ভাবনাই ভেবে ভেবে গেলুম!

[প্রস্থান।

বৃদ্ধা। আমরাও যাই মাসি, বেলা আর নেই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। কে আমি, আমি ক্ষুদ্র তৃণ হ'তেও অতি ক্ষুদ্র! তৃণকে সহস্র সহস্র জীবে পদদলন ক'র্‌লেও তবু তার বিরক্তি নেই, কিন্তু আমি মানুষ, কারো একটা কথার ঘা সহ্য ক'র্‌তে পারি না। তাই বলি হে তৃণ! আমাপেক্ষা তুমি অনেক শ্রেষ্ঠ! তুমি আমার গুরু; আমি তোমায় প্রণাম করি। (প্রণাম) তুমি আমায় কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দাও! কবে আমি তোমার মত সহ্যগুণ শিক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব। কবে তোমার মত শীতাতপ সমজ্ঞান ক'রে দীনতা লাভ ক'র্‌তে পার্‌ব। হে রেণু! তুমিও আমার গুরু! তোমায় আমি প্রণাম করি। (প্রণাম) তুমিও আমায় কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দাও, তুমিও আমায় তোমার গুণের কণিকাপ্রসাদ

শচী। (স্বগত) এই গো ধ'রেছে, এখন রক্ষে পাই কিসে ? (প্রকাশ্যে) ও কিছু নয় বাবা, ও কিছু নয়।

বৃদ্ধা। ও কিছু নয়, ও কিছু নয়! তুমি খেলাও গে।

নিমাই। দুষ্ট বেটি! আমায় লুকিয়ে তুই কাজ ক'র্ব্বি ? আমি যে ভগবান, আমি সব দেখ্‌তে পাই। দে বেটি, দে, তোর ষষ্ঠীঠাকুরণের যে আমি বাপ হই, আমি তার বাপ সন্তুষ্ট হ'লেই সে সন্তুষ্ট হবে, দে বেটি, আমরা খাই।

শচী। না বাবা, না বাবা, অকল্যাণ হবে, অকল্যাণ হবে! ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে ? এখন তুমি বাড়ীতে যাও, আগে পূজো দি, তারপর প্রসাদ দোব এখন।

নিমাই। দুষ্ট বেটি, কিছু বলি না ব'লে ? আবার তুই আমায় প্রসাদের কথা ব'ল্‌বি ? নে ত ভাই, নে ত ভাই, মায়ের হাত থেকে সব কেড়ে।

বালকগণ। ওগো নিমাইয়ের মা, তোমার নিমাই যা বলে, আমরা তাই করি। দে তোর হাতের নৈবিদ্যি। (সকলের নৈবেদ্য কাড়িয়া লওন)।

নিমাই। চল্ ভাই, আমরা এখন খেতে খেতে যাই।

শচী। ওরে নিমাই ক'র্‌লি কি ? ক'র্‌লি কি ? সর্ব্বনাশটা ক'র্‌লি ? হায়, হায়, হায়, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ম'র্‌ব না কি ? ওমা ষষ্ঠীদেবি! বালক মা, বালকের অপরাধ নিও না। মাগো—তোমার অভয় পাদপদ্মে আমার অঞ্চলের মাণিককে সঁপে রেখেছি। প্রসন্ন থেকো জননি! দেখ্‌লে মা, এমনি ক'রে দুষ্ট নিমাই আমায় মা ষষ্ঠীর পূজো দিতে দেয় না।

বৃদ্ধা। অবাক্ মা, অবাক্! কোথা থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে পালাল! চল, এখন মায়ের কাছে নাকৃখত দিবে। হায়, হায়, নিমাইয়ের আর শুভ বুঝ্‌ছি না, অমন সোণার চাঁদ ছেলে, এ কি হ'ল মা! চল মা, শীগ্‌গির চল।

শচী। মা জগদম্বে! তুই আমার পাগল ছেলেকে দেখিস মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

১ম ব্রাহ্মণ। আজ বিষ্ণুপূজায় এইখানেই বসা যাক, কেমন হে!

সকলে। উত্তম, নিমাই আর এতদূরে আস্‌বে না।

১ম ব্রাহ্মণ। ছেলেটা বড়ই প্রখর! (সকলের পূজায় উপ-বেশন)

মুরারিগুপ্ত, তদীয় বয়স্য ও তাহাদের পশ্চাতে, অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিতে করিতে বালকগণ সহ নিমাইয়ের প্রবেশ।

মুরারি। জান্‌লে বায়া, যোগবাশিষ্ট গ্রন্থখান বাল করিইয়ে পড়্‌বা! তাহ'লেই বুঝ্‌বা, বক্ত আর বগবান কোনটায় বেদ নাই। কর্ম্ম আর জ্ঞানই মুক্তির দ্বার।

নিমাই। কুব পড়্‌বা, মুরারিগুপ্তের নিকট কুব বাল করিইয়ে পড়্‌বা।

বয়স্য। এ বালকটা কেটা হে ?

বালকগণ। (হাস্য)

১ম বালক। ওরে ভাই, আমাদের নিমাই যেন ঠিক সিলেটে বাঙাল। (বালকগণের হাস্য)

মুরারি। যোগ বাহিষ্টে দেখ্‌বা, একমাত্র জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ! আম আর বগবান, এক ; বেদ নাই, বেদ নাই, জীবাত্মাই ব্রহ্ম।

বয়স্য। হ, হ, আমি ত অই কই। কোন বস্তুই ত ব্রহ্ম হইতে বিন্ন নয়, তখন আমি ব্রহ্ম না হইব ক্যান ?

নিমাই। ওরে ভাই, কেমন সব বেহ্মদত্যি বাচ্চে দেখ! আহা, হ, হু, গুপ্তের পোলা যা বুঝাচ্চেন, আর ঐ কর্ত্তা যা বুঝ্‌ছেন! ও, গুপ্তের পোলা, জড়ি বড়ি ঘাঁট্‌বা আর মানুষগুলো মার্‌বা, তোমার বগবান বিচার ক্যান, নাড় টেপগা—

মুরারি। অ, অ, অরে অকাল কুষ্মাণ্ড, গর্ব্বস্রাব, জগন্নাথ মিশ্রের বংশে একটা পশু জন্মাইছিস্! কে তোরে বাল কয় ? আমি ত দেহি, তুই একটা পশু জন্মাইছিস্! আচ্ছা কইমু তোর বাপেরে কইমু, তুমি আমারে ব্যঙ্গ কর ? বাপের আদর প্যায়্যা তুমি বেল্লিক হইছ। লক্ষ্মীছারা, শিষ্টাচার শিখ্‌লে না—

নিমাই। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি চলিয়ে যাও, তোমারে আমি বোজনকালে দেখ্‌মু! বাল করিইয়া হিক্ষা দিমু, তখন দেখ্‌বা, বাঙ্গাল জগন্নাথের পোলা বড় কেউকেটা নয়।

বয়স্য। জগন্নাথের বাড়ী সিলেটে নয় ? বাঙ্গাল হইয়া আমা-দেরে বাঙ্গাল কইয়া ব্যাঙ্গ ক'রে!

গেছে রে, এখানে আর এ সব কাজ চ'ল্‌বে না। সারাদিনটাই চু চু।

১ম চোর। (ইঙ্গিত) গয়না পরা একটা ছেলে নয়, একলা গঙ্গার ধারে—

২য় চোর। হুঁ—তাই ত রে ভাই. এই বড় দাঁও ত, ওর আশে পাশে কেউ ত নেই! ভাল ক'রে দেখ্!

১ম চোর। একটা মোশাও না, গায়ে খুব গয়না, ঐটেকে নিয়ে সরে পড়ি চ, পরে একটা বনে নিয়ে গিয়ে গা থেকেই সব খুলে নিলেই হবে। তা হ'লে আর দু'মাস বেরুতে হবে না।

২য় চোর। কি ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে যাবি?

১ম চোর। ধাপ্পা মেরে দেখ্ না, এগিয়ে আয়। আরে, আরে, বাপ্ রে—ধন রে—মাণিক রে, এইখানে তুমি দাঁড়িয়ে? আর আমরা এতক্ষণ খুঁজে খুঁজে হাল্লাক! এস—বাপ আমার এস। (ক্রোড়ে গ্রহণ)

২য় চোর। চল বাপ, শীগ্‌গির ঘরে চল! মা তোমার পাগলিনী হ'য়ে বেড়াচ্চেন। সারাদিন্‌টে খাও না! আহা, বাছার আমাদের মুখ শুকিয়ে গেছে গো দাদা—

নিমাই। (স্বগত) বেটার চোর আমার গয়না নেবে ব'লে কোলে ক'রেছে, আচ্ছা, আমিও দেখাচ্চি। (প্রকাশ্যে) ওগো আমায় শীগ্‌গির নিয়ে চল গো, আমার মার জন্য মন কেমন ক'রছে! পথ ভুলে গেছি ব'লে আমি যেতে পার্‌ছি না! আমায় এখন শীগ্‌গির নিয়ে চল।

১ম চোর। এই যে বাপ, তীরের মত উড়ে যাচ্চি! আহা, ছেলে মানুষ মার জন্য হেদুবে না!

২য় চোর। আহা মাণিক আমার পথ ভুলে গিয়েই মুস্কিলে পড়েছিল গো দাদা! একটু তরস্ত চল।

নিমাই। (স্বগত) আমি যেন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! গয়না নেয়াচ্চি! নে বেটারা, ব'য়ে মর।

[নিমাইকে স্কন্ধে করিয়া চোরদ্বয়ের প্রস্থান।

বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। কৈ, এত খুঁজ্‌ছি নিমাই আমার কোথায় গেল! কোথাও ত দেখ্‌তে পাচ্চি না। নিমাই, নিমাই! তোমায় ছেড়ে যে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারি না ভাই! মায়াময়! এ কি মায়া-পাশে পেষিত ক'র্‌ছ? শুনি ত প্রভু, তোমার নামে মায়াফাঁস কেটে যায়। তখন তোমায় চোখে রেখে—বুকে ধরে—এত ঘুর-পাক খাচ্চি কেন? নিমাই—নিমাই—তাই ত কোথায় যাই—নিমাই আমার কোথায় গেল! নিমাই—নিমাই—

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(তোষাখানা)

চাঁদকাজি, ইয়ার ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

চাঁদকাজি : আবে যাও ইয়ার, (মদ্যপান) একজাই এক কথা ভাল লাগে না ! তোকে খোদার কশম ইয়ার, তুই যদি বাজে কথা তুল্‌বি, তা হ'লে—মাইরি ব'লছি ইয়ার, আমার কাছে বেইজ্জত হবি। হাঁ বাবা, এ সময় বাজে কথা ভাল লাগে না।

(মদ্যপান)

ইয়ার। সত্যি কাজি সাহেব, আপনি যেন দিন দিন নবীন যুবক হ'য়ে দাঁড়াচ্চেন। যত বয়স বাড়্‌ছে ততই যেন চেহারায় খোল্‌তাই বাড়্‌ছে !

চাঁদকাজি। তা তা, কি রকম ইয়ার, কি রকম ?

ইয়ার। সবটাই যেন বাদসাই রকমের ! তাতেই ত সে দিন ইমাম মল্লিক সব গুণে পড়ে ব'ল্লেন—কাজি সাহেবের ওমার কাট্‌বে ভাল।

চাঁদকাজি। মাইরি, ইয়ার, কি রকম ! কি রকম !

ইয়ার। শেষ নশিবে বাদ্‌সাই।

চাঁদকাজি। ইসি কিয়া মাফিক বাৎ ইয়ার ! হাম ত কুচ

করেন নি! তুমি নিজে কদাচারী হ'য়ে সমুদায় মুসলমান সমাজের মস্তক নত করাতে প্রস্তুত হ'য়েছ। মুসলমানশাসনের কলঙ্ককালী বঙ্গের সুশ্যামল স্নিগ্ধক্ষেত্রে গাঢ়ভাবে চড়িয়ে দিচ্চ। ইতিহাসের বক্ষপৃষ্ঠা সেই মসীতে মুদ্রিত কর্‌ছ। তড়িতশক্তিতে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যসমাজে ঘোষণাপত্র প্রেরণ ক'র্‌ছ। এখনও সাবধান চাঁদকাজি! তুমি জান্‌বে, নবাব হোসেনসাহের এই আদেশবাণী লঙ্ঘন কর্‌লে তোমায় এই পবিত্র শাসনকর্ত্তার আসন হ'তে অচিরায় বিচ্যুত হ'তে হবে। ধিক্ সুরাপায়ী। কামাসক্ত, তুমি এখনও বুঝ না, তুমি শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্যগণ্ডী কতদূর অতিক্রম করেছ? ছিঃ ছিঃ, রাজ্যের প্রজার শাসনকর্ত্তার কি এই কাজ? যার হাতে রাজ্যের প্রজাবৃন্দের স্ত্রীপুত্রের রক্ষার ভার ন্যস্ত, সেই শ্রদ্ধাভাজন শান্তিরক্ষক নরপুঙ্গব কি না বেশ্যাসক্ত, সুরাপায়ী? তুমি জান কাজিসাহেব! আত্মকৃত পাপের সাজা কি অগ্নিময়ী ভয়ঙ্করী। তার আর মুক্তির উপায় নাই। সে শয়তান অনন্ত-কাল অর্গলাবদ্ধ নরককূপে পচ্‌তে থাকে।

চাঁদকাজি। বাদসাজাদি! আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জান্‌বেন। বর্ত্তমানে আমার তবিয়ৎ আচ্ছি নেই। এখন যদি গোলা-মের গৃহে অবস্থান করেন, উত্তম, নতুবা আমাকে কিঞ্চিৎ অবসর দিন, আমি একটু চিন্তা-করি, একটু চিন্তা ক'রে দেখি। আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জান্‌বেন। তবিয়ৎ আচ্ছি নেই! ইয়ার আমার মাথা ঘুর্‌ছে। নর্ত্তকীদিগে যেতে বল। আমি কি বল্‌তে কি বল্‌ছি!

করেন নি! তুমি নিজে কদাচারী হ'য়ে সমুদায় মুসলমান সমাজের মস্তক নত করাতে প্রস্তুত হ'য়েছ। মুসলমানশাসনের কলঙ্ককালী বঙ্গের সুশ্যামল স্নিগ্ধক্ষেত্রে গাঢ়ভাবে ছড়িয়ে দিচ্চ। ইতিহাসের বহুপৃষ্ঠা সেই মসীতে মুদ্রিত ক'র্‌ছ। তড়িতশক্তিতে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যসমাজে ঘোষণাপত্র প্রেরণ ক'র্‌ছ। এখনও সাবধান চাঁদকাজি! তুমি জানবে, নবাব হোসেনসাহের এই আদেশবাণী লঙ্ঘন ক'র্‌লে তোমায় এই পবিত্র শাসনকর্ত্তার আসন হ'তে অচিরায় বিচ্যুত হ'তে হবে। ধিক্ সুরাপায়ী—কামাসক্ত, তুমি এখনও বুঝ না, তুমি শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্যগুলী কতদূর অতিক্রম করেছ? ছিঃ ছিঃ, রাজ্যের প্রজার শাসনকর্ত্তার কি এই কাজ? যার হাতে রাজ্যের প্রজাবৃন্দের স্ত্রীপুত্রের রক্ষার ভার ন্যস্ত, সেই শ্রদ্ধাভাজন শান্তিরক্ষক নরপুঙ্গব কি না বেশ্যাসক্ত, সুরাপায়ী? তুমি জান কাজিসাহেব! আত্মকৃত পাপের সাজা কি অগ্নিময়ী ভয়ঙ্করী। তার আর মুক্তির উপায় নাই। সে শয়তান অনন্তকাল অর্গলাবদ্ধ নরককূপে পচ্‌তে থাকে।

চাঁদকাজি। বাদসাজাদি! আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জান্‌বেন। বর্ত্তমানে আমার তবিয়ৎ আচ্ছি নেই। এখন যদি গোলামের গৃহে অবস্থান করেন, উত্তম, নতুবা আমাকে কিঞ্চিৎ অবসর দিন, আমি একটু চিন্তা করি, একটু চিন্তা ক'রে দেখি। আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জান্‌বেন। তবিয়ৎ আচ্ছি নেই! ইয়ার আমার মাথা ঘুর্‌ছে। নর্ত্তকীদিগে যেতে বল। আমি কি বল্‌তে কি বল্‌ছি!

বৈষ্ণবী। আচ্ছা, ভাব কাজিসাহেব! কিঞ্চিৎ সময় দিলাম, সময়ান্তরে এসে সাক্ষাৎ কর্‌ব।

[সৈনিকদ্বয় সহ প্রস্থান।

হুয়ার। পরোয়নাটা কি কাজিসাহেব!

চাঁদকাজি। পরোয়নাঠো একঠো পরোয়না হ্যায়। পরোয়নাঠো আচ্ছি পরোয়না নয়। হুয়ার, হুঁ তবিয়ৎ আচ্ছি নেই, হিন্দু মুসলমান এক হো যাগা! এস জল্‌দি এস, কোটাল জগাই মাধাইকে খবর দেও। পরোয়নাঠো একঠো পরোয়না হ্যায়।

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতানবাদন।

শচী ও জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ ।

শচী । ঐ যে ঠাকুর রুদ্রমূর্ত্তিতে চলে যাচ্চেন !

বৃদ্ধা । ঐ বামুনগুলো এসে নিমাইয়ের বদ্‌নাম ক'র্‌ছিল, তাই ত মিশ্র চটে নিমাইকে মার্‌তে যাচ্চে ।

রমণীগণের প্রবেশ ।

১ম রমণী । কোথা ওগো নিমাইয়ের মাতা,
শোন কথা, দেখ বাছা কলসী আমার,
ভাঙিয়াছে নিমাই তোমার ;

২য় রমণী । শোন্ মাসি, ক'য়ে যাই,
যা ক'রেছে তোমার নিমাই !
নৈবিদ্যির ত কথাই নাই,
পূজা আগে উচ্ছিষ্ট করিবে ।

৩য় রমণী । নাহি দিলে কুলি দিবে গায়,
বালিকায় কাছে লবে টানি,
ধূর্ত্ত-শিরোমণি, তারে ক'বে মৃদু মৃদু বাণী,
হরি বল্, করিব রে তোরে ।

১ম রমণী । ওমা শচি-দেবি !
কি লজ্জার কথা, নিমাই গো তোর রমণীর বস্ত্র চুরি ক'রে
কোন কিছু বলিলে আবার কয় মুখ নেড়ে—
আমি কৃষ্ণ বৃন্দাবনে হরিতাম গোপীর বসন,
তোরা গোপী আমি কৃষ্ণ এই নদীয়ায় ।
ধূর্ত্তরায় এই বলি বস্ত্র ল'য়ে উঠে গিয়ে গাছে ।

নিমাই কি নাই, কোথা গেল—
কেবা নিল —হা পুতের পুত ?
অদ্ভুত কাহিনী, ওমা দাঁড়া তোরা—
যাই নিমাইয়ের লাগি, আমি হতভাগী—
এখন র'য়েছি কেন বেঁচে !
নিমাই--নিমাই—　　(গমনোদ্যত)

বিশ্বরূপ ও রমণীগণ ।　(শচীকে ধারণ)

বিশ্বরূপ ।　কোথা যাবে ওমা স্নেহপাগলিনি !
যাদুমণি নিমাইয়েরে তোর—
বহু অন্বেষণ করেছি আমরা !
অন্বেষণে পাবে না কোথায় ?
আসুন জনক—সুধায় তাঁহায়—
যা হয় করিব বিহিত শেষে ! রে নিমাই,
দেখ এসে জননীর দশা—
কোথা গেলি ভাই —
কারে কোন কথা না কহিলি—
গেলি ভুলি কোন্ অভিমানে !
ভাই, ভাই হোস্‌নে নিঠুর,—
দাদা ব'লে আয় কোলে—

দ্রুতপদে জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ ।

জগন্নাথ ।　শচি ! শচি ! জ্বাল তুষানল—
কিম্বা কোথা কালান্ত গরল আছে আন,

হরি হরি বলি—এস চলি সবে—
ওমা, নিমাই বিহনে বাঁচিব কেমনে ?
হরিবোল—হরিবোল—

চোরদ্বয় ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। হরিবোল—হরিবোল, ওমা—এই ত এসেছি।

সকলে। এই যে, এই যে নিমাই—(সকলের নিমাইকে ধারণ)

শচী। (ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক) আয় চাঁদ, গৌররতন—
বাপধন! এতক্ষণ কোথা ছিলে ?
মা ব'লে কি নাহি ছিল মনে ?

জগন্নাথ। হাঁরে বিশ্বম্ভর, কি পাষাণ তুই!
এত ক'রে কাঁদাতে কি হয়!
আয় বাপ আয় অকলঙ্ক শিশু-শশীরে আমার!
আর তোরে কিছু না বলিব! (ক্রোড়ে গ্রহণ)
তোরে ল'য়ে দেশান্তরী হব,
ভিক্ষা মাগি খাব।

বিশ্বরূপ। এতক্ষণ না এসে কেমন ক'রে ভুলে ছিলি ভাই!

রমণীগণ। এতক্ষণ কোথা ছিলি নিমাই! কেন কেঁপাচ্চিস নিমাই!

১ম চোর। ওরে শালা, এ কোথা এনু রে! এ যে জগন্নাথ ঠাকুরের বাড়ী।

২য় চোর। তাই ত কি হ'ল বল্ দেখি! পথ ভুলে—যার ছেলে একেবারে তার বাড়ীতে!

১ম চোর। ছেলেটা ক'মনে গেল!

সময় হ'য়েছে। নিমাই, চুপ কর ভাই, আমি তাঁদের নিকট যাচ্চি। (স্বগত) এ সকল লীলাধরের রঙ্গ! আর কেন, আমিও এবার সেই রঙ্গে যোগদান করি গে। আজ অদ্বৈতসভা হ'তেই এই রঙ্গের প্রস্তাবনা ক'র্‌ব। এই সময় সুযোগ! পিতা বিবাহের প্রস্তাব ক'র্‌ছেন। এই সময়েই সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন ক'র্‌তে না পার্‌লে পরে নানা অন্তরায় এসে উপস্থিত হবে।

[প্রস্থান।

নিমাই। ওগো এনে দাও গো—শীগ্‌গির এনে দাও! (রোদন)

জগন্নাথ। অদ্ভুত কাণ্ড! আশ্চর্য্য আবদার! কিরূপে হ'তে পারে? নারায়ণের নৈবেদ্য!

নৈবেদ্য হস্তে হিরণ্যভাগবত ও জগদীশ পণ্ডিতের প্রবেশ।

জগদীশ। মিশ্র জগন্নাথ! কোথা নারায়ণ!
নারায়ণ সাক্ষাৎ শ্রীনন্দনন্দন অই—
নিমাইয়ের দেহ! ভাগ্যবান তুমি,
তাই তব গেহে নারায়ণ পুত্রভাবে—
জন্মিলেন ঔরসে তোমার—
রত্নগর্ভা শচীর উদরে।
আজি ধন্য মোরা, উপবাস সার্থক মোদের।

হিরণ্যভাগবত। তাই ধেয়ে, এসেছি নৈবেদ্য ল'য়ে—
নারায়ণে করাতে ভোজন।
নিরঞ্জনে করায়ে আহার—
শেষে প্রসাদ লইব মোরা তাঁর।
ওঠ বিশ্বম্ভর, তুচ্ছ ধূলি'পর শয়ন কি সাজে ?
রোদন সম্বর— করে ধর বিষ্ণুর নৈবেদ্য বিষ্ণু।
করহ ভোজন! (নিমাইয়ের উত্থান)

জগন্নাথ। একি জগদীশ, একি হে হিরণ্য—
নহ অন্য পুত্রবৎ নিমাই সবার—
কর তার স্নেহে অকল্যাণ ?
একি একি সবে যে হে হইলে বাতুল !

জগদীশ। ভাই মিশ্র, বাতুল নহিক মোরা,
চিনেছি নিমাইয়ে সবে, নাহিক সন্দেহ ইথে।
বল দেখি মিশ্র, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু—
এখনও অর্দ্ধস্ফুট বাণী র'য়েছে যাহার,
কেমনে জানিল সেই আজি হয় শ্রীহরিবাসর ?
কেমনে বা জানে শিশু—মোরা রহি উপবাসী—
বিষ্ণুর নৈবেদ্য সাজিয়েছি নানা উপচারে ?
কি বিচার মনে মনে, এখন কি না হয় প্রত্যয় ?
যে হয় সে হয় শিশু—হোক পুত্র তব,
কিন্তু এই বিষ্ণু আমাদের, এই বিষ্ণু করিলে ভোজন,
মানব জনম সফল মানিব ভাই!

এস রে নিমাই, এস চাঁদ—
দীন পিতৃবন্ধু তোর নিজ করে ভোজন করাবে তোরে,
ধর বাছা ধর নধর অধরে। (নিমাইকে ভোজন করান)

নিমাই। তোদের স্বর্গ হবে, তোদের স্বর্গ হবে যাই, এই গুলো—আমার খেলোদের খাওয়াই গে।

[বেগে প্রস্থান।

জগন্নাথ। তোমরা যা বল ভাই, কিন্তু বিশ্বম্ভর আমার উন্মাদ হ'ল দেখ্‌ছি। এক মুহূর্ত্ত স্থির নেই, একটা না একটা কাণ্ড নিয়েই আছে।

জগদীশ। মিশ্র, অপত্য-স্নেহে অন্ধ হ'য়ে আছ, তাই এই অদ্ভুত বালকের অদ্ভুত স্বভাব ধর্‌তে পার্‌ছ না। স্নেহবান হৃদয়ের এই প্রকৃতি! কালে সকল স্ফূর্ত্তি পাবে। তখন চিন্‌বে। তখন কে উন্মাদ বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখন পুত্রস্নেহেই ভুলে থাক। চলুন হিরণ্য, এখন যাওয়া যাক, দেবের নির্ম্মাল্য দেবতায় গ্রহণ ক'রেছেন, তখন আমরা যে ভাগ্যবান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[হিরণ্য সহ প্রস্থান।

জগন্নাথ। দেখি, চঞ্চল শিশু আবার কোথায় গেল! শচি! ভুলে গেছ্‌লাম, আমার বিশ্বরূপের বিবাহ্ সম্বন্ধের জন্য আজ একটী ব্রাহ্মণ আস্‌বেন। তাঁর অভ্যর্থনাদির আয়োজন কর গে যাও।

বৃদ্ধা। তা বেশ, বেশ, বাছা বিশ্বরূপের বে থা দাও, বিয়েরও সময় হ'য়েছে। তবে নিমাইয়ের জন্যই ভাবনা! চাঁদে

অপেক্ষা কি আমার আজ্ঞার মূল্য অধিক ? কখনই নয়, তারা ধন-কুবের, আর আমি দীনহীন সাজসজ্জাবিহীন কৌপিনধারী দরিদ্র! তাদের সঙ্গে কি আমার তুলনায় সমালোচনা হ'তে পারে ? না আমার সম্মান থাকতে পারে ?

জগাই ও মাধাই। প্রভু, দগ্ধ হই জলন্ত মশালে,
নিবার নিবার পিশাচের দলে!

মাধাই। প্রভু রক্ষা করুন, আমরা জীবনে কখন আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌ব না।

জগাই। তাতে চাকরী থাকে থাক্, নয় যাক্ !

মাধাই। বৈষ্ণব দেখ্‌ব, আর মার্‌ব।

জগাই। আপনার জন্য মর্‌তে হয় মর্‌ব।

মাধাই। আর বাঁচ্‌তে হয় বাঁচ্‌ব।

জগাই। দিন দিন নূতন নূতন মেয়েমানুষ যোগাব।

মাধাই। সে বৈষ্ণবীকেও দিতে পার্‌ব, আর মাছ, মাংস মদের ত কথাই নাই।

জগাই। চুরি চামারিতেও ভয় থাব না।

মাধাই। স'রে দাঁড়া না মিন্‌সেগুলো, গা যে ঝল্‌সে যাচ্চে, প্রভু, সব ক'র্‌ব।

জগাই। একরারের মত পরখ করুন।

মুরঙ্গ। সত্য ?

জগাই ও মাধাই। নিশ্চয়, নিশ্চয়—বাবা, বেটাদের যে মূর্ত্তি—বাবা—এই কি পিচেস !

মাধাই। কে দেখেছে বাবা, তবু আজ গুরুর কল্যাণে দেখা গেল। দোহাই প্রভু, মার্জ্জনা করুন।

জগাই। আজ হ'তে বৈষ্ণব-দুর্গতি কেমন ক'রে ক'র্‌তে হয়, তাই দেখুন।

মাধাই। তাতে আর বাদ্‌সা পাতসা কারো খাতির থাক্‌বে না।

জগাই। আজ হ'তেই কার্য্যারম্ভ হবে। বৈষ্ণব দেখ্‌ আর মার্! শোন্ মাধা, যার গায়ে নামাবলী আর চন্দন মাখা দেখ্‌বি, সে বাপের সুপুত হ'লেও তাকে আর ছাড়্‌বি না! তুই একটু কড়া হ'।

মাধাই। দেখ্ দাদা, তুই একটু কড়া হ'।

সুরঙ্গ। তা হ'লেই আমার নির্ম্মাল্য আর মায়ের প্রসাদ একই সঙ্গে লাভ ক'র্‌তে পার্‌বে। যাও পিশাচগণ, স্ব স্ব স্থানে গমন কর। এস জগন্নাথ ও মাধব, শোন—সেই বৈষ্ণবীকে আমার চাই! সে বাদ্‌সাজাদী বা দুনিয়ার বাদ্‌সাজাদী যেই হ'ক্—তাকে আমার বিহার-সঙ্গিনী ক'র্‌তে হবে। এস, আরও বিশেষ গুপ্ত মন্ত্রণা আছে।

[পিশাচগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

[গীত গাহিতে গাহিতে পিশাচগণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গঙ্গাতীর)

হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস।• বল হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

গীত

ও মা তরলতরঙ্গে গঙ্গে ত্রিতাপতাপতারিণী সুরশৈবলিনি।
কাহার উদ্দেশে ধাও মা উল্লাসে কলকলনাদে—
হ'য়ে কূলবধূ মহাকালের গেহিনী॥
ও মা জহ্নুসুতে বিষ্ণুপদোদ্ভবে, ভাগীরথী দেবী শ্রীভীষ্মপ্রসবে,
বল মাগো বল, যাও কার ভাবে, নাচিয়ে গাহিয়ে প্রেমের রাগিণী॥
তোর সঙ্গে যাব নাচিব গাহিব, কোথা প্রেমময় খুঁজিয়া দেখিব,
যদি দেখা পাই তার কাছে রব, নয় প্রাণ বিসরিব তোর জলে জননি!

সুন্দর—সুন্দর—অতি সুন্দর—স্বপ্নের চিত্র নয়, ধ্যানের চিত্র! রসপূর্ণ উচ্ছ্বাসের মধুর প্রতিবিম্ব! নবদ্বীপ আলো ক'রে র'য়েছে! কষিত-কাঞ্চন—গৌরাঙ্গ-রতন! বাল্যলীলায় বিভোর! সেই ধ্যানময় চিত্রলেখা আমার নয়নের সম্মুখে বনের কুন্দ যূথি জাতির সৌরভ নিয়ে লীলা-সমীরে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্চে! চঞ্চল শিশু, স্থির নয়—কেবল লীলা-তরঙ্গের উপর নৃত্য ক'রছে! দাঁড়াও, একবার স্থির হও—সৌন্দর্য্য প্রেমে ঢাল, ছটোয় মিশে

বৈষ্ণবী। হরিদাস, সেই প্রেম-বৃক্ষে শাখা ও উপশাখার মধ্যে তুমি ত একজন।

হরিদাস। না মা, সে বাসনা আমার নাই, তবে সেই মহা-বৃক্ষে আপনি মা বিষ্ণুভক্তি ফল রূপে যখন দোদুল্যমান হবেন, আর সেই প্রেমচিন্তামণি শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বাল্যলীলা পরিহার ক'রে স্বয়ং সশ্রুনেত্রে সেই ফল আমাদের মত দরিদ্রের জন্য অবিরাম উন্মুক্ত হস্তে চারিদিকে বিতরণ ক'র্‌বেন, সেই সময় একেবারে যাব মা! একেবারে সব ক্ষুধার নিবারণ ক'র্‌ব মা! এখন যে প্রভু আমায় চিন্‌বেন না! হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

বৈষ্ণবী। তাই হবে হরিদাস! কে দু'টী যুবক এ ঘোর নিশীথে সন্তরণে গঙ্গার পারে আস্‌ছে!

হরিদাস। চিন্‌ছ না মা, প্রভু বলাই! মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাক্ষাৎ প্রেমাবতার বিশ্বরূপ মা! আর একটী তরুণবয়স্ক বিশ্বরূপের মাতুলভ্রাতা, নাম লোকনাথ। হ'য়েছে—হ'য়েছে—দিন আস্‌ছে, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! নয়ন সার্থক হ! অহো! ভক্ত! তোমায় আমি এখান হ'তে প্রণাম ক'রে যাই! (প্রণাম) তোমার চরণরেণু আমার মস্তকে দাও!

[প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। আমার প্রাণের বিশ্বরূপ আজ সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হবার জন্য এই নিশীথে গঙ্গাসন্তরণে পিতা মাতাকে ফাঁকি দিচ্চে! আয়, আয় বাবা, আমিও তোর জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছি—যে

আমার কাঙাল, আমি যে তার আজ্ঞাকারিণী। তাই তোমার আদেশবাণী পালন ক'র্‌বার জন্য আমি এই স্থানে দাঁড়িয়ে আছি।

আর্দ্র বস্ত্রে বিশ্বরূপ ও লোকনাথের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। পথ দাও মা, পথ দাও, বাধা দিও না, সংসার-তাপে তাপিত হবার ভয়ে পালিয়ে আস্‌ছি, ঐ দেখ গঙ্গার পরতীরে নবদ্বীপের একটী ক্ষুদ্র কুটির হ'তে তিনটী মোহময় বন্ধনরজ্জু কেমন সজীবতা প্রাপ্ত হ'য়ে আমাকে আবদ্ধ কর্‌তে আস্‌ছে! একটু বিলম্ব হলেই ঐ বন্ধনরজ্জুর গতি আর কিছুতেই রুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌ব না, মুহূর্ত্তে এসে তারা মণ্ডলাকারে আমাকে বেষ্টন কর্‌বে। চিরদিন আমায় জলে পুড়ে মর্‌তে হবে মা!

বৈষ্ণবী। বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপ, বাবা আমার, আমি যে রমণী হ'লেও পাষাণী। ভয় কি, পিতৃবন্ধন—মাতৃবন্ধন—ভ্রাতৃবন্ধন—যে তিন বন্ধনের জন্য তুমি শঙ্কিত হচ্চ, ভগবানের প্রীতিবন্ধন পেলে তার আর কোন বন্ধনের ভয় যে থাকে না বাছা! আমি আমাকে সেই জন্যই পাষাণী বলি, আমি ভগবানের প্রেমবন্ধন লাভের জন্য জগতের কোন বন্ধনের মমতা রাখি নাই; স্নেহময়ী মাতা, স্নেহময় জনক, সৌহার্দ্দময় ভ্রাতার জন্য ভগবানের নিকট কেবল আশীর্ব্বাদ চাই মাত্র! তাঁদের জন্য শ্রীভগবানের অভয়পাদপদ্মের আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে নিজে তাঁর কাঙালিনী হ'য়ে বেড়াচ্চি! এখন এস কাঙাল, কাঙাল কাঙালিনী একত্র হ'য়ে, সেই প্রেমময়ের নিকট প্রেম ভিক্ষা করি গে চল। এই ভিক্ষার সুযোগ।

বিশ্বরূপ। চল মা চল, এখন অতি শীঘ্র মায়ারাজ্যের বহিঃসীমায় উপস্থিত হ'তে পার্‌লে হয়! যেখানে যে মহাপুরুষের নিত্য বিবেকাঙ্কুশ তাড়নে মোহহস্তী শঙ্কিত, বশীভূত, সেই রাজ্যে সেই রাজ্যেশ্বরের নিকট আমায় শীঘ্র নিয়ে চল মা! সেই গুরুর কৃপা বিনা আমার আর উদ্ধারের উপায় নাই! গুরু, গুরু, আমায় কৃপা কর!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(অদ্বৈতের আশ্রম)

[তুলসীমঞ্চ ও শূন্য হিরণ্ময় সিংহাসন স্থাপিত]

অদ্বৈত ও ভক্তগণের প্রবেশ।

অদ্বৈত ও ভক্তগণ। গীত।

সারানিশি জাগিয়ে গেল কৃষ্ণচন্দ্র হে, তুমি এলে কই? তুমি এলে কই!
বাসি হল ফুলমালা, শুধায়ে শুকসারির ভেঙে গেল গলা,
(তোমার সংবাদ নিতে)
হেরেছিনু অতি নিশায়, তোমার মত ঠিক সমুদায়,
তেমনি হাসি তেমনি বাঁশী তেমনি বাঁকা ঠাম,
উদয় হ'য়েই কালশশী অমনি হলে বাম,
আমরা সবাই ধর্‌তে গিয়েছিলাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে হে গিয়েছিলাম,
তুমি ত ধরা দিলে না হে, বাজায়ে বাঁশী গেলে চলে, ধরা দিলে না॥

মহাজ্যোতি—জ্যোতির্ম্ময়! ভক্তের অভীপ্সিত মূর্ত্তি! তাতে যেন আরও এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বর্ণ চিত্রিত হ'য়েছে! সে জ্যোতি কোমল—নয়নতৃপ্তিকর—জাগ্রত—প্রাণের বন্ধনছেদনকারী! সে জ্যোতির প্রত্যেক কিরণে অখিল ব্রহ্মাণ্ড যেন খেলে বেড়াচ্চে! কিন্তু সব বিনত, প্রভুর সান্নিধ্যে যেমন ভৃত্য! কে বলে দাসত্ব মধুর নয়? কে বলে দাসত্বে আনন্দ নেই? এস প্রভু, চরণে দাসখত লিখে দিচ্চি, দীনকে দাস কর! বিনিমূলে কিনে নাও। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

১ম প্রতিবেশী। ঠাওরাচ্চ কি—

২য় প্রতিবেশী। উনপঞ্চাশ ছাপিয়ে—স'রে পড়, কামড়াতে পারে, কোন কথা ব'ল্‌বার দরকার নেই, দূর থেকেই বিহিত দেখা যাবে এখন! গতিক দেখ্‌ছ না?

১ম প্রতিবেশী। বেজায় নেশা, চোখ দুটো করঞ্চা।

২য় প্রতিবেশী। গোটা দেহটা থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে, মাঝে মাঝে ট'লে পড়্‌ছে!

অদ্বৈত। না—না—বৈকুণ্ঠ চাই নি, মুক্তি চাই নি, প্রভু তোমার নফর হ'য়ে থাক্‌ব! কে আপনারা? আমি আপনাদের দাস হবো, সেবা ক'র্‌তে শিখ্‌ব! দাস না হ'লে, সেবা না শিখ্‌লে গোবিন্দের দাস হ'তে বা তাঁর সেবা ক'র্‌তে পার্‌ব কেন!

১ম প্রতিবেশী। পণ্ডিত, পণ্ডিত, চুপ কর, তুমি ত কখন নেশা-টেশা কর না, তবে ভাই এমন ক'র্‌ছ কেন?

২য় প্রতিবেশী। লোকে যে বড় নিন্দে ক'র্‌ছে!

মহাশক্তি নির্গত ক'রে ভক্তিরহিত পাষণ্ডদের অত্যাচার দমন ক'র্‌বেন।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্তা হরিবোলাদাসীর প্রবেশ।

হরিবোলাদাসী। গীত।

হরি বোলে চেঁচাস্ কেন আমার নাগরের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।
আমি কত ক'রে ঘুম পাড়িয়ে তারে, তার মন যোগাই গো ভাবে ভাবে।
মিন্‌সে আমার চ'লে গেল ব'লে গেল সাবার কালে,
দেখিস মাগি, সাম্‌লে থাকিস্, পড়িস নাকো ফেঁড়ার জ্বালে, (এ যৌবনকালে)
পীরিত যদি ভালবাসিস্ ক'রিস্ পীরিত কালার কোলে,
যার পীরিতে প'ড়্‌লে বাঁধা আর না দাগা পেতে হবে;
তার পীরিতের এমনি গো রীত, যে যত চাবে তত পাবে॥

চুপ্, চুপ্, গোল ক'রিস্ নে, আমার কালসোনা এই ঘুমিয়েছে! এই ঘুমিয়েছে! গোল ক'রিস্ নে, গোল ক'রিস নে! পীরিত চটে যাবে! মর্ মিন্‌সেগুলো ক'র্‌ছে দেখ! পীরিত ক'র্‌বি ত গোল ক'র্‌বি কেন? পীরিতে পাড়া ঝড় ক'বলে ও ফল হবে না ধন!

[প্রস্থান।

অদ্বৈত। কে রমণি! যৌবনে যোগিনী,
কৃষ্ণপ্রেমরতা সাক্ষাৎ গোপিনী,
তাড়িতের বেগে চমকিল ভক্তের পরাণ,

এ কি মতিমান্—জগন্নাথ লীলাম্বর কেন—
আসে অশ্রুজলে ভেসে ?

জগন্নাথের প্রবেশ।

জগন্নাথ। আচার্য্য গোঁসাই, কাতরে সুধাই তোমা—
উত্তরে রাখহ প্রাণ, কোথা মতিমান্ !
লোকনাথ বিশ্বরূপ মম ?
বল, বল, আজ তারা আসিয়াছে কি না—
তব এ ধর্ম্মসভায়।

অদ্বৈত। মহাশয়, তারা, এ ধর্ম্মসভায় !
আসে নাই আজ।

জগন্নাথ। তবে বাজ পড়েছে শিয়রে—
সত্য সত্য তারা হ'য়েছে সন্ন্যাসী !
শুনি যাহা লোক মুখে !
হে আচার্য্য প্রভু, কি হ'ল কি হ'ল—
ফেটে গেল বুক—চন্দ্র-মুখ যত পড়ে মনে,
তত প্রাণ করে আকুলি বিকুলি !
ফুলকলি কৌপীন পরণে শীতাতপ সহিবে কেমনে !
ভাবি মনে কখনও ক্লেশমুখ দেখেনি যাহারা,
কেমনে তাহারা সন্ন্যাসীর দারুণ নিয়ম—
কঠোর সংযম ব্রত করিবে পালন ?
কোন্‌রূপে করিবে ভ্রমণ নগ্নপদে !

যে ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা-আলো জ্বলিত রে অতি ধিকি ধিকি—
তাও গেল নিভে—মরুভূমে যা ছিল উর্ব্বর ভূমি—
ছিল আশা কালে একদিন—
ফুটিবে শ্যামল তরু প্রকৃতির সরস হিল্লোলে—
তাও আজ অকস্মাৎ হ'ল ভূমিস্যাৎ!
হা হা নাথ বংশীধর!
কার মুখে শুনিব হে আর তব মধু কৃষ্ণনাম,
কে আর করিবে ভাগবৎ ব্যাখ্যা—
ভাবপূর্ণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে!
ছেড়ে গেলে কৃষ্ণভক্ত প্রাণাধিক!
কোন্ অপরাধে অপরাধী মোরা—না—না—
চল চল—হই অগ্রসর—হেরি গিয়া—
প্রাণাধিক যায় কোন পথে!
পাই যদি দেখা—সখা ব'লে ধরিব শ্রীকর—
আনিব আবাসে, নাহি যদি আসে—
তার সনে শেষে হইব সন্ন্যাসী।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

গীত।

চল যাত্রা করি হরিবোলে হেরি হরিনামে হরে দুঃখ কিনা।
নয় এই মহাযাত্রা হবে হরি ধরি তোমার নামের বীণা॥
দেখ ব ফল ফলে কিনা, যে ফল ভক্তিমূলে আছে কেনা,
পাওনা হরি কেবা না লয়, যে লয় না সে তার ভুল বিনা॥

ভুলে দূরে পড়ে ছিলাম, ভুলে ভুলে ভুলে ছিলাম,
যেই ভুলের ঠুলি খুলে দিলাম, অমনি পেলাম তোমায় কালসোনা ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যানবাটি)

(তারা-মূর্ত্তি স্থাপিত, পূজার উপকরণাদি সজ্জিত)

সুরঙ্গদেব, ভৈরবী সহ হস্ত-পদ-চক্ষুবদ্ধ কুমারী
ও রাজা রামচন্দ্র খানের প্রবেশ।

সুরঙ্গদেব। (ভৈরবীর প্রতি) শোন ভৈরবি! কুমারীকে ঐ স্থানে উপবেশন করাও। চক্ষু কর্ণের বস্ত্র-বন্ধন সুদৃঢ় আছে কি না দেখ, সাবধান, যেন কোন শব্দ উচ্চারণ, কোন দৃশ্য দর্শন, বা কোন শব্দ শ্রবণ ক'র্‌তে না পারে।

ভৈরবী। (কুমারীর বন্ধনাদি পরীক্ষা)

সুরঙ্গদেব। মহারাজ, ঐ চেয়ে দেখ, সম্মুখে তারারূপিণী শক্তিমূর্ত্তি! পূর্ণ উপচারে পূজার সমুদায় উপকরণ প্রস্তুত! পঞ্চোপচার ভোগের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সুসজ্জিত! আজ শক্তিপূজার বড় শুভদিন! গ্রহ নক্ষত্র তিথির অপূর্ব্ব সুন্দর মিলন!

সমক্ষে দীনদুঃখীকে বিতরণ এ সমুদায় আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ ক'রেছি। কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌ব যে, তার বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণ মিথ্যা ?

সুরঙ্গদেব। মহারাজ! হরিদাস মুসলমান লক্ষ লক্ষ হরি নাম ক'র্‌লেও—সে মুসলমান, মুসলমানই থাক্‌বে। হিন্দুকে ভুলাবার জন্য সে হরিনাম ধ'রেছে। স্বয়ং বাদসাহ তার পৃষ্ঠপোষক! হরিদাসের উদ্দেশ্য, বঙ্গদেশের সমুদায় হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা। কার্য্যসিদ্ধির জন্য অনেক অর্থ তার হস্তে ন্যস্ত আছে। হরিদাস সে বেশ্যাকে অর্থে বশীভূত ক'রেছিল: অর্থে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়, যা হ'ক্, আজ তোমার ভ্রান্তি দূর ক'র্‌ব। আজ তোমাকে শক্তি-মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দর্শন করাব। ভণ্ডামি আর মাহাত্ম্যে কি প্রভেদ, আজ স্বয়ং তা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

রামচন্দ্রখান। আমাকে কি ক'র্‌তে হবে দেব!

সুরঙ্গদেব। ঐ দ্বিতীয় আসনে উপবেশন কর। পূর্ণ উপচারে মায়ের পূজা কর। শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর।

রামচন্দ্রখান। গুরুদেব! আমি ত স্বয়ং কখন শক্তিপূজা করি নাই, মায়ের কোন মন্ত্র বা স্তোত্র ত আমি জানি না।

সুরঙ্গদেব। সে জন্য চিন্তা কি মহারাজ! আমার উচ্চারিত শব্দ তুমি দ্বিতীয়বার আবৃত্তি কর, তা হ'লেই তোমার পূজা সম্পূর্ণ হবে।

রামচন্দ্রখান। গুরুদেব! ভৈরবী দেবীর প্রহরায় রক্ষিতা রক্তবন্ধনে বদ্ধমুখ ঐ স্ত্রীলোকটী কে ?

আস্‌ছে। বাসনাময়ি তারা! বাসনা সিদ্ধ কর মা! সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনি! আজ আমাদের গুরুশিষ্যের সাধনার সিদ্ধি দে মা! তারা, তারা, তারা, মা! (ভৈরবীর প্রতি) ভৈরবি! ভৈরবি! ঐ জগাই মাধাইয়ের সঙ্গে আমার নির্দ্দিষ্টা কুমারী নায়িকা এই পূজামণ্ডপে আগমন ক'র্‌ছে। আমার ইচ্ছা আগন্তুকা যেন আমাদের কার্য্যকলাপের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌তে না পারে। যেন তার কোনরূপে গভীর ব্যাকুলতা না জন্মে! তোমার পালিতা কন্যাকে তুমিও বিশেষভাবে রক্ষা কর। ওকে মায়ের পশ্চাদ্‌ভাগে চেলাঞ্চলে লুক্কায়িত রাখ। মহারাজ মায়ের প্রসন্ন আয়ত লোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখ্‌ছ কি, বিশ্বধরিত্রী জগদ্ধাত্রী মা আমার ভক্তের প্রতি কিরূপ করুণাপাঙ্গ নিক্ষেপ ক'র্‌ছেন! মায়ের দৃষ্টিকিরণে যেন সহস্র সহস্র করুণামৃতস্রাব ক্ষরিত হ'চ্চে। সিদ্ধি, সিদ্ধি, সিদ্ধি, নিশ্চিত!

দ্রুতপদে জগাই ও মাধায়ের প্রবেশ।

জগাই। প্রভু, প্রভু, মেয়েমানুষ কি ওয়ে?

মাধাই। দূর শালা, গুরুর কাছে কি অশুদ্ধ কথা, বল্ না, ওয়ে ওয়ে—

সুরঙ্গদেব। জগন্নাথ মাধব, বৎস! কার্য্যসিদ্ধির সুসংবাদ বল? কোথায় আমার অভীপ্সিতা কুমারী?

জগাই। গুরুদেব!

মাধাই। গুরুদেব, কম্‌নে ওয়ে গেল!

রামচন্দ্র খান । (তথাকরণ)

সুরঙ্গদেব । মায়ের ললাটদেশ সিন্দুর মণ্ডিত কর !

রামচন্দ্র খান । (তথাকরণ)

সুরঙ্গদেব । মায়ের মুকুট রক্তবর্ণ পুষ্পগুচ্ছে সজ্জিত কর ।

রামচন্দ্র খান । (তথাকরণ)

সুরঙ্গদেব । ঁ (হোম) ওঁ কালি কালি স্বাহা ! ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরী কবচায় হুঁ । ওঁ কালি কালি কালেশ্বরী শিখায়ৈ বষট্ । (হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দান) এখন ভৈরব, কুমারীকে বস্ত্রাবরণমুক্তা কর । মহারাজ ! ঐ দেখ, তোমার সাধনাসিদ্ধির নির্ম্মলাস্বরূপা নায়িকামূর্ত্তি !

(ভৈরবী কর্ত্তৃক কুমারীর বস্ত্রাবরণ মুক্ত করণ)

সকলে । ওকি ! ওকি ! ও যে মূর্ত্তিমতী উমাদেবি ! স্বরূপে সর্ব্ব সাক্ষাতে অবতীর্ণা !

ছদ্মবেশিনী কুমারী । গীত

আমি কে নারী ।

আমি কে আমি কে ভাবি আমিও বুঝিতে নারি ॥
আমি আদ্যা সনাতনী প্রকৃতিরূপিণী, পুরুষ পরশে হই লীলায় রঙ্গিণী,
কভু মৃদুশীলা কভু সিংহবাহিনী, স্থিতিরূপা দেবী লয়রূপা ভয়ঙ্করী ॥
কভু বা ভগিনী কভু বা জননী কভু ভ্রাতা পিতা নন্দিনী গৃহিণী,
হই গো সবার শান্তিপ্রদায়িনী, পুনঃ হই দুঃখদায়িনী অশান্তি বিথারি ॥

সুরঙ্গদেব । যাদুকরী, যাদুকরী, যাদুকরী, যাদুমায়া ! মা, তারা, মা, তোমার বিশ্ব বিজয়িনী-শক্তিময়ী-মূর্ত্তির সম্মুখে যাদুকরীর

প্রভামণ্ডিতা মূর্ত্তির রমণীসুলভ লজ্জা মান সঙ্কোচতা স্থান পায় না, যে মূর্ত্তি দর্শনে তোমার কূটদৃষ্টির উত্তাপ শীতল হ'য়ে যায়, তোমার কামগন্ধের মাদকতা শূন্য তরল হ'য়ে পড়ে, দাদা, আমি তোমার সেই সৌহার্দ্দময়ী স্নেহের ভগিনী কি না ?

রামচন্দ্র খান। ভগিনি, ভগিনি, তুমি এখানে কেন ? কে তোমায় এ উদ্যানবাটিকায় আন্‌লে ?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। আবার দেখ—অপ্সরাসৌন্দর্য্যবিনিন্দিতা, প্রেমগর্ব্বগর্ব্বিতা, মনোময়ী, প্রেমময়ী, দেবীস্বভাবা ষোড়শী মূর্ত্তি! কান্ত, আমি সেই, তোমার দুঃখে দুঃখভাগিনী, তোমার সুখে আত্মসুখিনী, তোমার প্রণয়ের একান্ত প্রণয়িনী, এমন কি তোমার অঙ্গের অর্দ্ধাঙ্গিনী—একমাত্র তোমার মুখাপেক্ষিণী অধিনী লীলাময়ী সুন্দরী গৃহিণী! সেখানে তোমার পশুত্ব নাই, দেবত্ব; সেখানে তোমার কামগন্ধ নাই, মহত্ব; সেখানে তোমার আকাঙ্ক্ষা নাই, তৃপ্তি!

রামচন্দ্র খান। প্রাণেশ্বরি! প্রাণেশ্বরি, কে তুমি ?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। আবার দেখ—শারদ-স্রোতস্বতীসদৃশা বিগতযৌবনা'—রূপসৌন্দর্য্যবিহীনা—স্নেহোজ্জ্বলাননা—অপত্য স্নেহ বিহ্বলা—স্নেহকাঙালিনী প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা মূর্ত্তি! যে মূর্ত্তির স্নেহের আকর্ষণে চোর-দস্যু-পাষণ্ডেরও চিত্ত দ্রব হয়, শির নত হয়, আত্মার প্রসারতা বর্দ্ধিত হয়। যিনি তোমার ইহজগতে স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী, মহীয়সী, রে বৎস প্রাণাধিক! আমি তোর সেই গর্ভধারিণী জননী কি না ?

রামচন্দ্র খান। মা, মা, জগজ্জননি! আমার প্রণাম লও মা! (প্রণাম)

ছদ্মবেশিনী কুমারী। বাবা, রমণীর অসম্মান ক'রো না। যদি ভোগের বাসনা কর, তা হ'লে নারীর মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে সে বাসনা অসম্পূর্ণ ক'রো না। যদি নিস্পৃহ ত্যাগী হ'য়ে মুক্তির আরাধনা কর, তা হ'লে রমণীর বাঞ্ছিত রত্নাপহরণে প্রয়াস পেও না। এই রমণী নানারত্নাভরণা কামনাময়ী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি! আবার এই রমণী সর্ব্বত্যাগিনী হ'য়ে নিজের শির নিজহস্তে কর্ত্তন ক'রে ভীষণা ছিন্নমুণ্ডা মূর্ত্তি! এই রমণী শক্তিরূপে কুসুমের ন্যায় সুকুমার কোমল ও সুন্দরী, আবার শক্তিরূপে রঙ্গিণী ভয়ঙ্করী। বাছা রে, তাই বলি, সাবধান হও, হৃদয়াসনে সংযমবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর।

সুরঙ্গদেব। অদ্ভুত বাক্‌বিন্যাস! মা, মা, কোথা তুই? কৈ শিবে—শিবানি!

ছদ্মবেশিনী কুমারী। এই যে বাবা, আমি তোমারই সম্মুখে! কেন "মা মা" ব'লে মায়ের স্নেহময় প্রাণকে এত চঞ্চল ক'রছ?

সুরঙ্গ। তুই না সেই বৈষ্ণবী?

ছদ্মবেশিনী কুমারী। হাঁ বাবা, আমিই তোমার সেই আদ্যা-শক্তি

সুরঙ্গদেব। হায়—হায়—মা কৈ? মা কৈ? ভৈরবি! ভৈরবি! হায়—হায়—হায়—আমার মা কৈ? আমার জগজ্জননি মা কৈ—মা কৈ? মা—মা—মা, কোথা তুই—কোথা তুই!

শ্বরের বিশ্বাসী প্রিয় দূত! এই দুঃখক্লেশই জীবকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নিকট আনয়ন করে। ভাবিত হও না, দিন সমাগত হ'য়েছে, এস, এস, এই দুঃখক্লেশকে প্রিয়সঙ্গী জ্ঞান ক'রে আমরা মায়ের দ্বারে অগ্রবর্ত্তী হই গে চল।

সকলে। জয় মায়ের জয়! মা—মা—দেখি মা, মায়ের সন্তান অকূলে কূল পায় কি না!

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।

বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

বৈষ্ণবী। ধর, ধর, ধর, হরিভক্ত, এস ধর, আমি হরির দাসী, শ্রীচরণের দাসী, আমিই বিষ্ণুপ্রিয়া, আমিই হরির চরণরেণু বিতরণের জন্য—হরিভক্তি বিতরণের জন্য বৈষ্ণবীর বেশ ধরে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াই! এস না, নাও না! আর আমায় অধিক দিন পাবে না, আমি হরির চরণদাসী, আমার হরি নিমাই মূর্ত্তিতে ভূভারতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, আর আমি বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুভক্তি এমন ক'রে ভ্রমণ ক'র্ব কেন? প্রভুর চরণদাসী হবার জন্য আমিও অবনীতে জন্মগ্রহণ ক'র্ব। আয় রে বিশ্বের জীব, ছুটে আয়, হরির চরণরেণু কার চাই, চ'লে আয়, আজ সবার বাসনা পূর্ণ ক'র্ব। সকলকেই অমৃতাসব পান করাব। মাধব, প্রেম দাও, প্রেমাবতার! প্রেমের মণি! প্রেম ছড়াও, বিশ্ব ভাসিয়ে দাও, তোমার প্রেমের হিল্লোলে—বিশ্বের জীব বিভোর হ'য়ে থাক।

গীত।

প্রেমের প্রবাহে দাও হে ভাসায়ে বিশ্ব, প্রেমময়!
শুষ্কমরু যাউক ডুবিয়া, পুণ্য-স্মৃতি উঠুক জাগিয়া,
এস তরণী বহিয়া ওহে কর্ণধার, পুণ্যময়!
বহু যাত্রী তব করে হাহাকার, তব অমৃত-পুরে যাইবার হেতু,
ডেকেছ তাদেরে—তাই এসেছে হে তারা দয়াময়॥

[প্রস্থান।

নিমাই। কি পাগল, দেখাচ্চি,—আমার পাগ্‌লামী! আমি কে দেখাচ্চি! (গৃহ মধ্যে গমন ও বিষ্ণু-সিংহাসনে শালগ্রাম ফেলিয়া দিয়া উপবেশন)

দেখে যারে নদেবাসি—আয় মালিনী বৌ,
দোল্ দোল্ দোল্ দুলি কেমন পাপ্‌ড়ী মোদা মৌ।
যা যমুনা উজান ব'য়ে—ডাক্ রে শুক-সারী!
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাবো মান ক'র্‌বে প্যারী।
শ্যামল তমাল শ্যামল-লতা শ্যামল কুঞ্জ ঘিরে,
গোপ-বধূরা মনের কথা কইছে শ্যামে ধীরে।

গণক। হরি হরি, গণনায় হেরি—
সেই শ্যাম বট তুমি ওহে বংশীধর!
তবে রাধা-ঋণ শুধিবারে গৌরাঙ্গসুন্দর!
কালরূপে কাল-শশী যে করিলে ছলা,
গৌরাঙ্গ হইয়ে তার বৃদ্ধি কৈলা কলা।
নমঃ নমঃ বিশ্বরূপ স্বরূপে প্রকাশ,
দাও স্থান নরহরি প্রণত এ দাস। (প্রণাম)

শচী। ওমা, কি করি, কোথায় যাই গো! এ যে সব সমান হ'ল। হতভাগা ছেলে বাবা রঘুনাথকে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে নিজে সিংহাসনে ব'সেছে, আর গণকঠাকুর কি না তাকে প্রণাম ক'র্‌তে লাগ্‌ল! ও মা এ অকল্যাণে কি হ'বে মা!

গণক। কি বল্লি, কি বল্লি মা পুণ্যবতি! তোর শিশুর অকল্যাণ হ'বে! যাঁর কটাক্ষে বিরাট বিশ্বের অকল্যাণ দূর হয় মা,

স্নেহে তাঁর আবার অকল্যাণ দেখ্‌ছ জননি! স্নেহে ভুলে থাকিস্ না মা, আশীর্ব্বাদ নে, আশীর্ব্বাদ নে।

দ্রুতপদে জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ।

জগন্নাথ। একি শচি! দেখ্‌ছ না, নিমাই কোথায় ব'সেছে! বিষ্ণু-সিংহাসনে? ওকে কিছু বল নি! আরে, আরে, কুলাঙ্গার বালক, এত অশিষ্টাচার! আজ তোর রক্ত দর্শন ক'র্‌ব।

(প্রহারোদ্যত)

নিমাই। আমায় তোমরা পড়্‌তে দিবে না, আমি কি ক'র্‌ব! খালি খালি আমায় বক্‌বে।

[বেগে প্রস্থান।

শচী। ওগো, বাছা আমার কেবল ঐ কথাই বলে। ঠাকুর! তুমি আমার মাথা খাও, তুমি নিমাইকে আমার আবার পড়্‌তে দাও, আজ আমায় ঐ নিয়ে ত্রিসত্য করিয়েছে।

জগন্নাথ। শচি! তাই হবে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তখন তুমি আমি কে? উপস্থিত নিমায়ের উপনয়ন দিতে হ'য়েছে। কি ঠাকুর, তুমি কি মনে ক'রে?

গণক। তোমায় নিমাইকে একবার দেখ্‌তে এসেছিলাম বাবা!

জগন্নাথ। কি দেখ্‌লে?

গণক। কি যে দেখ্‌লুম, তার ভাষা আমাতে নেই। দেখ্‌লুম আর ভুল্‌লুম।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

মাধাই। দেখিস্ জগা, গুরু বেটা এখান হ'তে স'র্‌ল ব'লে যেন গুরুমন্ত্র ভুলিস্ না!

জগাই। মাধা শালা যেন এক রকম! এ জগা বাবা, কাঁচা খোলা ছেলে নয়, ধ'রেছি ত ছাড়্‌বোনি! বেটার বৈরেগীকেনদে ছাড়া ক'র্‌ব, তবে ছাড়্‌ব! আজ ত কোন বেটা এ পথে যায় না, মনে ক'রেছিলুম, একটা বৈরেগীকে মদের চাট ক'র্‌ব। বেটারা বড় ঘি দুধ খায় হে!

মাধাই। তুই শালা কি রাক্ষস না কি? মানুষ হ'য়ে মানুষ খাবি?

জগাই। তুই শালা ভাই হ'য়ে কেবল শালা শালা বলিস্ নি! মাধা, তুই আজ একটা মেয়ে মানুষ দেখ্! বেটার বৈরেগী একটাকে সেখানে নিয়ে ফেলি চল্! বেড়ে রগড় হ'বে।

মাধাই। তার চেয়ে তুই শালা মেয়েমানুষ সাজ্ না, তাই নিয়ে মজা করা যাবে এখন। নাকি সুরে কথা কইতে পার্‌বি না?

জগাই। তা আর পারা যায় না, (অনুনাসিক স্বরে) ওহে প্রাণকান্ত, তোমা বিনে প্রাণ জর—জর—জর—ধর—ধর—

ভুলে র'য়েছেন! প্রাণাধিক বিশ্বরূপের কথার আভাসে বোঝা যায় যে, ভগবান এই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তবে প্রচ্ছন্ন ভাব! কৈ তিনি, তিনি কি ভক্তের দীনভাব দর্শন ক'র্‌ছেন না, না ভক্তের নীরব অশ্রু তাঁর শ্রীপাদপদ্মের পাদ্যরূপে পতিত হ'চ্চে না?

শ্রীবাস আহা—কবে পাব দরশন!
পতিতপাবন! কতদিনে ভক্ত-দুঃখ মোচন করিবে!
মাতিবে নদীয়াবাসী হরিনামে?
পশু-পক্ষী পতঙ্গ সকল দিবে উচ্চরোল—
হরি হরি ব'লে?

অদ্বৈত। গভীর ধেয়ানে সুদিব্য নয়নে,
করি দরশন—আর নাই দিন—
দীননাথ হবেন উদয়। দয়াময়
আর কতদিন, কতদিনে ক্ষয় হবে মহাপাপ!
ও কে? হের হে শ্রীবাস, সন্তাপ করহ দূর,
কে আসে ও পুরুষপ্রধান।
অনুমান—মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের মূরতি,
মন্দ মন্দ গতি, মার্ত্তণ্ডের জ্যোতি, ঝলসে ধরণীতলে!
বদনমণ্ডলে—আহা মরি—শারদশশাঙ্ক হাসে,
ত্রাসে যম শুনে উচ্চ হরিধ্বনি!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

চল চল—হরিবোল হরিবোল!

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীবেশে দেবদেবীগণের প্রবেশ।

দেবগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

গীত।

দেবগণ। চল, হরি বলি হেরিতে যাই হরি বামনরূপধারী।
দেবীগণ। রুচিবিনোদন শচীর নন্দন আজি হইবেন ব্রহ্মচারী॥
দেবগণ। হেরিব স্মরগরলগুরু চারু কনকগিরি,
দেবীগণ। শুনিব কাণে মঞ্জীর গুঞ্জন ব্যাকুল পরাণে ফিরি,
দেবগণ। দুকূলচোরা নব নটবর আজিকে কি করে রঙ্গ,
দেবীগণ। আশা না মিটালে রসিকবরের ক'রে দিব রস-ভঙ্গ,
(আমরা যে তার রসের রসিকা গো, আমরা যে তার রসে সদাই ভাসি)
দেবগণ। জয় জয় জয় যুগঅবতার জয় জয় যজ্ঞেশ্বর বনয়ারি॥
(আজ হবে সেই জগন্নাথের যজ্ঞোপবীত, পঞ্চশিখা বন্ধন করে)
দেবীগণ। (পঞ্চভূতের যুক্তি তরে) যদি কেউ হেরবি আয় আয় আয় রে।
দেবগণ। হরি ব'লে ওরে ও জগবাসি॥

[সকলের প্রস্থান।

দিয়েছিলুম, আমার সে বিশ্বরূপ কোথায় গেল! আমাদিগে কেমন ক'রে ভুল্‌ল ?

১ম প্রতিবেশিনী। ছিঃ মা, তুমি কি কর্‌তে লাগ্‌লে ? এমন শুভদিনে কি চোখে জল ফেল্‌তে আছে! মিশ্রমশায়, কি মন্ত্র বলাবেন বলুন, বাছা যে দাঁড়িয়ে রৈল!

জগন্নাথ। ভিক্ষা লও বাবা, বল "ভবতি ভিক্ষাং দেহি।"

নিমাই। মাতর্ভগবতি, "ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" ভিক্ষা দাও মা!

শচী। বাবা রে—আমি তোকে এমন ক'রে ভিক্ষা কর্‌তে দোব না, তুই আমার কোলে ব'সে ভিক্ষা চা।

নিমাই। কেন মা, আজ তুমি এমন কর্‌ছ, কত দিন ত তোমার কোলে ব'সে তোমার নিকট আমি কত কি ভিক্ষা ক'রেছি, কৈ তখন ত এমন করনি!

শচী। কি জানি বাবা নিমাই, তখন আমার প্রাণ এমন করেনি, এমন ক'রে কাঁদেনি, আজ যেন তোর এ বেশ দেখে প্রাণ আমার কেমন ক'রে উঠ্‌ছে!

জগন্নাথ। বেলা অতিরিক্ত হ'য়েছে, দাও শচি, বিশ্বম্ভরকে ভিক্ষা দাও। বাবা বিশ্বম্ভর, তুমি তোমার গর্ভধারিণীর নিকট ভিক্ষা চাও। (স্বগত) আহা ভগবান যখন বামন মূর্ত্তিতে কশ্যপ-গৃহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং এসে সর্ব্বাগ্রে প্রভুকে আমার ভিক্ষা দান ক'রেছিলেন, সেই অবধি সর্ব্বাগ্রে মাতৃভিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হ'য়েছে! তাই বলি শচি,

বালকটীকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, উনি কি বলেন ? উনি অশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন—না প্রদান করেন ?

মহাদেব। মহাশয়! আজ ত আশীর্ব্বাদ আদান-প্রদানের দিন নয়, আজ যে উনি নবীন-ব্রহ্মচারী! ব্রহ্মচারীর নিকটেই সকলে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে।

নিমাই। বাবা, এঁরা সব কি ব'ল্‌ছেন! একজন ব'ল্লেন—আশীর্ব্বাদ কে কাকে প্রদান ক'র্‌বে, আর একজন ব'ল্লেন—বালকটী তার উত্তর দিক, আবার একজন ব'ল্‌ছেন নবীন-ব্রহ্মচারীর নিকটেই লোকে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে! কেন, দীনহীন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিতে হবে ব'লে কি—এত বাক্‌বিতণ্ডা হচ্চে ? আমি আজ নবীন-ব্রহ্মচারী, সকলের নিকটই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'র্‌ব! ভবান্ ভিক্ষাং দেহি! ভবান্ ভিক্ষাং দেহি! ভবান্ ভিক্ষাং দেহি! ভবতি ভিক্ষাং দেহি! ভবতি ভিক্ষাং দেহ! (সকলের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা).

নারদ। নাও, চতুরের নিকট চতুরতা ক'র্‌বেন ? কেমন হ'য়েছে ত ? এখন দিন—ভিক্ষা। আমি আর কি ভিক্ষা দোব! তোমার বিরাট-বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষা ক'রেই যে আমার দিনপাত হয় ঠাকুর! ভিখারীর কি সম্বল আছে যে, তোমায় ভিক্ষা দান ক'র্‌বে!

ব্রহ্মা। আমিই বা কি ভিক্ষা দিব। অনন্তব্রহ্মাণ্ড ত তোমার হরি, নিজস্ব ব'ল্‌তে ত কিছুই আমার বাথ নাই! তখন তোমার বস্তু তোমাকে দিলে ত ভিক্ষা দেওয়া হয় না!

ভিক্ষা দোব, তা না হ'লে ভিখারিণীর কাছে আর কি ভিক্ষা আছে বাবা, যে তাই তোমায় দান ক'রে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান ক'র্‌ব।

নিমাই। তাই দাও মা, (ক্রোড়ে গমন)

ওমা মনে পড়ে সেই কথা—

যথা সেই বৃন্দাবন নিকুঞ্জ-কানন—

গোপিনীবেষ্টিতা স্বর্ণলতা শ্রীরাধার আমার—

কই কই সে কিশোরি, মরি মরি সে ভানুকুমারী—

এখন যে ভুলে না আমারে—

সখাগণ আকুলঅন্তরে—

কই কৃষ্ণ—কই কৃষ্ণ ব'লে কাতরে আহ্বানে।

ভাই, ভাই, যাব যাব আমি।

কাঁদিস্ না রে আর, তোদের বিহনে কি আছে আমার,

ঐ যে গো মা যশোদা ননী ল'য়ে ক'রে

বলে আয় ওরে আয় নীলমণি!

মা—মা—দেখ্ গো আমারে আজ—

কোন্ মায়ে বেঁধেছে আমায়! (মূর্চ্ছা)

শচী। হায় হায় কি হ'ল আমার,

কে তুমি জননি—কেন গো নিমাই মণি—

এমন হইল! কি হ'তে কি হ'ল!

বাপ রে আমার! (পতন)

জগন্নাথ। নিমাই—নিমাই—(পতন)

রেস্ত আছেই বাবা, সহজে দিস্ ত' দে, নৈলে মাল টানিয়ে দোব বাবা।

জগাই। তবে ধর বেটা, চোঁচা মেরে মাল টান।

উভয়ে।　　গীত।

ধর্ বেটা মাল টান, মাল টান, মাল টান।
নৈলে চিঁড়ে দোব মুখখানা তোর কেটে নোব নাক-কাণ॥

মাধাই।　উনি আমার প্রাণেশ্বরী, আমি ওঁর ছোট ভাই।
জগাই।　ভ্রাতা-ভগিনীর প্রেমে বাবা কোন দোষ নাই,
উভয়ে।　আমরা দুটী মাণিক জোড় আছি নদেয় বিদ্যমান।
　ধ'র্তে ছুঁতে নাইক' মোদের সকল গুণেই মূর্ত্তিমান॥

(বৈষ্ণবের মুখে মদ্যদান)

বৈষ্ণব। দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, হা, হু! বাবা—এর চেয়ে বিষ্ঠার গন্ধও সুগন্ধ! ওয়াক—ওয়াক (বমিকরণ) হরি—হরি—রক্ষা কর ঠাকুর!

[বেগে প্রস্থান।

উভয়ে। হাঃ হাঃ, শালার বৈরেগী যেন—জবাই মোরগের মত ছুট্‌ছে দেখ্!

মাধাই। শালার কাছে একটা পয়সাও নেই, প্রাণেশ্বরি!

জগাই। দূর শালা, তুই যে আমাকে পৈতৃক মাগ ক'রে ফেল্‌লি! ওকি—কার কান্না বল্ দেখি?

(নেপথ্যে শচী)। ওগো, আজ কোথা গেলে গো, তোমার যে বড় সাধ ছিল গো, তুমি আমার নিমাইয়ের বিয়ে দিবে।

মাধাই। দূর দাদা, কার কান্না বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌ না, মিশ্র াকুরের গিন্নীর।

জগাই। মিশ্র কোন্‌ মিশ্র, জগন্নাথ মিশ্র। কেন তার আবার কি হ'লো ?

মাধাই। সে যে ক' বছর হ'ল মারা গেছে! আজ নিমাইয়ের বিয়ে, তাই তার মা শচী ঠাক্‌রুণ মরা ভাতারের জন্যে কাঁদ্‌ছে।

জগাই। তবে ও বেটীও এবার ম'র্‌বে দেখ্‌ছি।

মাধাই। তা দাদা, বেটা ম'রেছে, কিন্তু বেটা লোকটা ভাল ছিল।

জগাই। তারই ত' এক বেটা সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে, আর এক বেটার নাম নিমাই নয় ? শুন্‌ছি, সে নিমে বেটা না কি ভারি পণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।

মাধাই। বেজায় পণ্ডিত হ'য়েছে দাদা! টোল খুলেছে, লোকে বলে বেটা মানুষ নয়, সরস্বতীর বরপুত্র জন্মেছে।

জগাই। বেটা মদটদ খায় না ? এ রকম দু'একটা লোককে দলে মেশাতে পার্‌লে মন্দ হয় না, নদেয় একটা কীর্ত্তি রেখে যাওয়া যায়।

মাধাই। না ভায়া, সেটী হবার যো নেই, বেটা নাকি ভারি ডাংপিটে! সে দিন শ্রীবাস পণ্ডিতকে পথে পেয়ে তাড়া ক'রে এসেছিলো। বেটার বৈষ্ণবের উপরে নাকি বেজায় রাগ!

জগাই। ভায়া—ভায়া—তবে বেটাকে আমাদের দলে ভেড়াও, অনেক কাজ হবে! এ সময় গুরুদেব থাক্‌লে অনেক কাজ হ'ত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর প্রাঙ্গণ)

সহচরীগণের সহিত লক্ষ্মী ও পল্লিবাসিনী রমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

সখীগণ। ওলো সই, ওঁলো সই, জল সই আয় ফুট্‌বে ভাল বিয়ের ফুল :
সওয়া জলের হাওয়া না কি রসায় গিয়ে প্রেমের মূল ॥
কতিপয় সখী। সই বিয়ের আগে জল সওয়াটা কেন হ'ল,
কতিপয় সখী। ওলো বিয়ের আগে বর ক'নের মন থাকে এল'মেল',
তাই সওয়া জলে, দিই গিট ফেলে, দু'য়ের ক'র্‌তে মিলজুল,
সকলে। প্রেম একা না থাক্‌তে পারে, দু'জন হ'য়েই হারায় কূল ॥

১ম প্রতিবেশিনী। এখন চল্ চল্ চল্, আর কুল হারাতে হবে না। খুব তোরা প্রেমের ছুঁড়ি হ'য়ে উঠেছিস্? দেখিস, তখন যেন নিমাই সওয়া এলে—ভুলে তার গলায় মালা দিয়ে ফেলিস্ নে।

১ম সখী। ঠানদিদির এই এক কথা বোন, 'তা কেন ঠানদিদি, তোমার লক্ষ্মী নাতনীর এখন বিয়ে থাক্ না, তোমার নয় দোজপক্ষে চ'লুক।

১ম প্রতিবেশিনী। হাঁ লো, নিন্‌সে তাই সে দিন স্বপ্নে ব'ল্‌ছিল যে কমল, এখন যে কাল প'ড়্‌ল, তাতে মেয়েমানুষেরও দোজপক্ষের বিয়ে হবে, তাতে তোমার মত কি?

১ম সখী। তারপর, তারপর ঠানদিদি, তুমি দাদামশায়কে কি উত্তর দিলে ?

১ম প্রতিবেশিনী। তাতে আমি ব'ল্লুম, তুমি যেখানে গেছ, সেখানে আগে দোজপক্ষের বর হও, তারপর আমি গিয়ে তোমার দোজপক্ষের গিন্নী হ'ব। মিন্‌সে হেসে উঠে গেল, যাবার সময় ব'ল্লে—আজকালকার দিগ্‌গজগুলো যা যা ক'র্‌ছে—তার চেয়ে তোমার মন্ত্রণা শুনে কাজ ক'র্‌লে, তারা অনেক ফল ও আশীর্ব্বাদ পেত!

১ম সখী। তা হ'লে বল ঠানদিদি, দোজপক্ষের বরের সঙ্গে বিধবাদের বিয়ে অসঙ্গত হয় না ?

১ম প্রতিবেশিনী। যা ক'র্‌ছে, তার চেয়ে ভাল। বলে না—বেশী যন্ত্রণার চেয়ে কম ভাল! যা আর নেক্‌রা ক'র্‌তে হবে না, এখন অনেক ঘর ঘুর্‌তে হবে।

সখীগণ। বলে সেদো ভাত খাবি, না হাত পেতেই আছি। চল্ লো চল্—লক্ষ্মীর বে হবে—আমরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে যাই চল্!

সখীগণ।　　গীত।

ফুলের কুঁড়ি।
দিন কতক সবুর কর, দেখ্‌বে লোকের লাপথুড়ি॥
এখন কেউ তোমায় করে না যতন,
পাঁচ মিশ'লে কেবল কদর, নয় মনের মতন,
আবার দু'দিন বাদে ফুট্‌বে যবে আস্‌বে ছুটে নিয়ে ঝুড়ি;
ছোঁড়ারা রাখ্‌বে বুকে, গুঁজ্‌বে মাথায় যত ছুঁড়ি॥

[সকলের প্রস্থান।

নাম আমি অনেক দিন হ'ল শুনেছি ! আজ ভক্তদেহ দর্শন ক'রে কৃতার্থম্মন্য হ'লাম ! এবার নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'র্‌ব ! ভাই নিমায়ের সঙ্গে মিলিত হবার এই মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত !

(প্রকাশ্যে) দেবি ! কে আপনারা ? জননি, পুত্রহারা হ'য়ে এত উতলা হয়েছেন কেন ? এ জগতের এই ত নিত্যক্রিয়া মা !

পদ্মাবতী । ও গো সন্ন্যাসি ! বুকের ঘা যে দেখাতে পার্‌ছি না বাছা, তা হ'লে দেখ্‌তে, তা হ'লে বুঝ্‌তে এর যাতনা, এর জ্বালা তোমাদের মত সাধুর উপদেশের চেয়ে কত তীব্র !

হাড়াই । অহো হো, এর দংশন-বিষ শরীর মধ্যে তড়িতের ও অধিক বেগে কাজ করে !

বিশ্বরূপ । আহা হা—বড়ই আঘাত পাচ্চি জননি ! হাঁ গা—তোমাদের পুত্রটী কি যথার্থ মৃত ?

পদ্মাবতী । সন্ন্যাসি ! সন্ন্যাসি ! নিষ্ঠুর হও না, উপহাস ক'রো না, তুমি ত পুত্রবান্ নও, যদি পুত্রবান্ হ'তে তা হ'লে বুঝ্‌তে পুত্রস্নেহ কি অপূর্ব্ব ! সে স্নেহের বিনিময় দ্রব্য ইহ-জগতে কেন, বুঝি পর জগতেও নাই !

হাড়াই । বাবা, তুমি বালক, সংসারমায়া প্রবেশের পূর্ব্বেই বোধ হয় সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন ক'রেছ, তুমি ত জান না—পিতা মাতার প্রাণ কি অপত্যস্নেহপূর্ণ !

বিশ্বরূপ ! না বাবা, না মা, আমি ত আপনাদিগে উপহাস করি নাই ! ব'ল্‌ছিলাম কি—আমি আমার গুরুর নিকট মৃতসঞ্জী-বনী মন্ত্র শিক্ষা ক'রেছি, যদি আপনার পুত্রের যথার্থই মৃত্যু হয়,

হাড়াই। সাধুপ্রবর! কি ব'ল্‌ছ! অথবা আমাদের বিকৃত মস্তিষ্ক ব'লে আমরা তোমার ন্যায় মহাত্মা মহাজনের বাক্য ধারণায় আনতে অক্ষম হ'চ্চি! বাবা বল্, বল, আমাদের ইচ্ছা কি জীবন-সর্ব্বস্বের জীবনরক্ষার বিষয়ীভূত নয়?

বিশ্বরূপ। তা হবে না কেন বাবা, তবে পিতা-মাতার প্রাণ অতি দুর্ব্বল, বিশেষতঃ পুত্রের নিকট! নিতাই পুনর্জীবন লাভ ক'র্‌লে সে দুর্ব্বলতা আপনাদের আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হবে, তখন মহাসঙ্কট!

উভয়ে। কি সঙ্কট বাবা, কি সঙ্কট! আমাদের প্রাণ দিয়েও কি সে সঙ্কটে পরিত্রাণ পাবো না? কি সঙ্কট বাবা!

বিশ্বরূপ। পুনর্জীবিত নিত্যানন্দকে তার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে আজ্ঞাদান ক'র্‌তে হবে।

পদ্মাবতী। তাই ক'র্‌ব বাবা!

বিশ্বরূপ। মা এখন যা ব'ল্‌ছি, যেমন অতি সরলভাবে তাতেই অনুমোদন ক'র্‌ছেন, তখন নিতায়ের চাঁদমুখ দেখ্‌লে এ বাক্যের স্মৃতি একেবারে লোপ পাবে! তাই ত ব'ল্‌ছি মা, মহাসঙ্কট! নিতায়ের পুনর্জ্জীবন ল'ভে কোন ফল নাই।

হাড়াই। না বাবা, তাতে কোন বাধা হবে না, আমার নিতাই জীবন লাভ ক'রুক, একবার সে তার গর্ভধারিণীকে মা ব'লে ডাকুক, তারপর সে যা ব'ল্‌বে, সে তাই ক'র্‌বে, আমরা উভয়ে তাতে কোন বাধা দোব না, বরং সানন্দে তাকে তার কার্য্য সাধনের জন্য অনুমতি দান ক'র্‌ব।

পদ্মাবতী। ও গো কি বলে নিতাই আমার ?

নিতাই—নিতাই—

নিত্যানন্দ। কে নিতাই—ভাই কানায়ের ভাই—
বলাই আমার নাম, থাকি বৃন্দাবনে—
খেলি আনন্দিত মনে—তোমাদেরই সনে !
পিতা হয় নন্দ, মাতা হয় মা যশোদা—
কভু বা হই গো রোহিণীসন্তান !
সবারই প্রাণ প্রাণের গোপালে !
সে গোপাল প্রাতে—গেল কোন্ পথে,
আইনু দেখিতে ছুটে, বনে যদি ফুটে বনফুল—
অলিকুল ধায় গো যেমতি।
কই কই প্রাণের কানাই—কোথা ভাই,
আয় একবার ! (গমনোদ্যত)

হাড়াই। (ধারণ পূর্ব্বক) কোথা যাও বাছা—
পিতৃপ্রাণে জ্বালি বিরহ অনল,
অহো—সন্ন্যাসী যাইল কোথা ?
শুষ্ক হৃদে করে যেই প্রবাহ বিস্তার !
সামান্য সন্ন্যাসী নহে—পুত্রে প্রেমে করিল পাগল।
এখন সকল পারিনু বুঝিতে !

পদ্মাবতী। এ কি, এ কি, এই যে গো মৃত দেহ তাঁর !

হাড়াই। মৃতদেহ—তবু বিকার না ঘটে !
পটে যেন আঁকা ছবি !

খেলে প্রভাতের রক্তরবি উদয়-অচলে !
খাঁটি সোণা মাটির উপর,
উঠ উঠ সাধুর কোঙর,
এক প্রাণ বিনিময়ে না চাই পুত্রের প্রাণ,
দয়াবান ভগবান, এত হীনপ্রাণ ক'রে সৃজেনি আমায়।
পদ্মাবতি ! হায় কি দেখিছ আর,
পুত্র প্রাণে পাপভার ধরিলাম শিরে,
ডুবিলাম নরক-সাগরে,
সাধু হত্যা করিলাম মোহ আকর্ষণে !
হায়—হায়—অন্তিমের এই পরিণাম !

পদ্মাবতী। হায় প্রভু, পুত্রপ্রাণ লাভে—
উল্লাস বৈভবে মত্ত ছিনু অবোধিনী,
চিন্তামণি দিল কিবা পরমাদ !
হরিষে বিষাদ হয় এরি নাম—
স্বনাম বিদিত মহারাজ দুর্য্যোধন মরে যাহে !
সহে জ্বালা দেবগণে সমুদ্র মন্থনে—
রত্ন আশে যবে তুলিল গরল !
ওগো—বাছা যে গো ফেলে অশ্রুজল।
বাবা রে নিতাই, একবার বল মা মা বাণী !

নিত্যানন্দ। মা যশোদে ! কেন মা বিলম্ব কর,
ধর মা প্রবোধ—এখনও না ফিরে অবোধ কানাই,
বেলা নাই—দিন-আলো যেতেছে নিভিয়া—

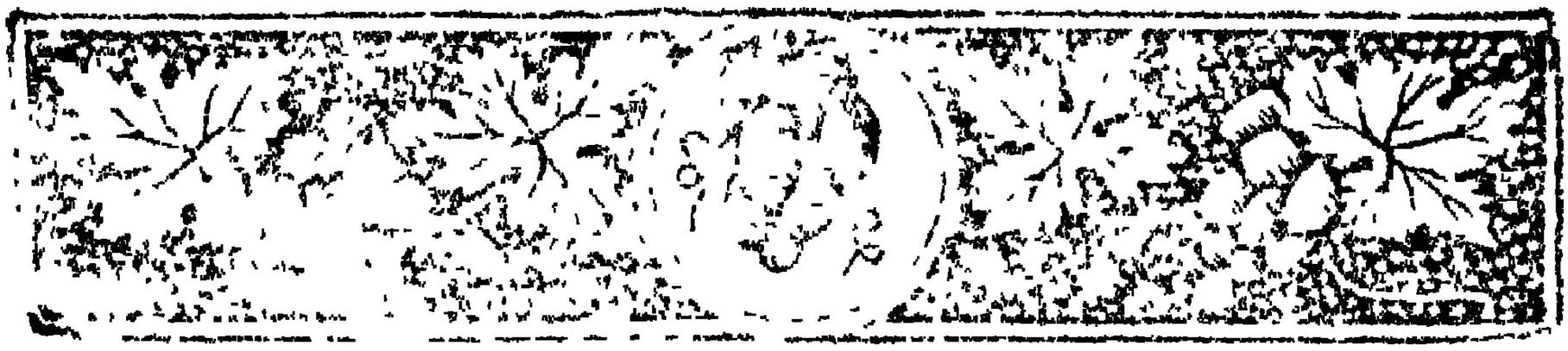

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিচারালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ)

কাজিসাহেব ও প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ। দোহাই কাজিসাহেব, দোহাই কাজিসাহেব! আমাদের মেহেরবান ক'রতে আজ্ঞা হয়। আমরা আর হরিবোলের ঠেলায় তোমার নদের বাস ক'রতে পারছি না।

১ম প্রতিবেশী। আবার এ নিমাই পণ্ডিত বেটা গয়া থেকে এসে বড়ই উপদ্রব ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে। চাষে কাক ব'সতে দেয় না হুজুর!

২য় প্রতিবেশী। বেটাই পালের সর্দ্দার হুজুর! তুমি আমাদের মা বাপ, আমরা তোমাকে না জানালে—আর কাকে জানাব!

কাজিসাহেব। অদ্ভুত সংবাদ, হও হিন্দু সবে,

কেন তবে পরস্পর মনের বিবাদ, ঘটে হেন বিসম্বাদ?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

(নেপথ্যে মৃদঙ্গের বাদ্য)

বেলো জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

জগাই, মাধাই। চোপরাও, খপরদার, খোল বাজাবি ত মাথার খুলি ভেঙে ঘি বের ক'র্‌ব।

জগাই। এ আবার জগন্নাথ মিশ্রের বেটা নিমেটা যে একেবারে ধিং হ'য়ে উঠ্‌ল হে।

মাধাই। সে ফোচ্‌কেটা আবার সবার মাথার উপর উঠেছে। বিয়ে ক'রে পূর্ব্ববঙ্গে মামার বাড়ী গেল, তারপর এসেই বৈরেগীর দলে মিশল কেমন ক'রে বল্‌ দেখি জগা!

জগাই। দূর হাঁদাটা, মামার বাড়ী হ'তে এসেই বৈরেগীর দলে মিশ্‌বে কেন? মামার বাড়ী হ'তে এসেই আবার একটা বিয়ে ক'র্‌লে না?

মাধাই। বেটা কি দুটো বিয়ে ক'র্‌লে না কি? শালা কি মেয়েমানুষখোর।

জগাই। আরে না না, প্রথমকার মাগটা তার ম'রে গেছে। নিমে তখন তার মামার বাড়ীতে ছিল, তারপর এই যে সে দিন সনাতন পণ্ডিতের মেয়ে, এই যে—সেই যে সেই বিষ্ণুপ্রিয়া

ছুঁড়িটাকে বিয়ে ক'র্‌লে, তারপরেই সে গয়াধামে গেছ্‌ল, সেখান হ'তে এসেই এই ভিরকুটি! শালা—কাণে তালা লাগিয়ে দিলে না ভায়া! শুন্‌ছি নদের যত লোক কাল কাজীসাহেবের কাছে দরবার ক'র্‌তে গেছ্‌ল!

মাধাই। তারপর, তারপর, তা, তা দাদা, কাজীসাহেব মনে ক'র্‌লে সব ক'র্‌তে পারেন, তবে নবাব যে কাজীসাহেবকে দমিয়ে রেখেছেন। নবাবসাহেব না কি খোলা হুকুম দিয়েছেন, তিনি কার' ধর্ম্মে হাত দিবেন না!

জগাই। তা এবার আমাদের কাজীসাহেব শুন্‌ছেন না। তিনি ব'লেছেন, কালই আমি এর ব্যবস্থা ক'র্‌ব। নদে হ'তে বৈরেগীদিগে তাড়াব। এতে নবাব আমায় কাজ থেকে জবাব দেন, খোদাতাল্লার নাম নিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু আমি এত প্রজার কান্না শুন্‌তে পার্‌ব না!

মাধাই। শুন্‌বেন কেন, কাজিসাহেব যে বুনিয়াদি বংশের ছেলে! জগা, ঐ শুন্‌ছিস্, হরিবোলা শালাদের চীৎকার! আবার এক শালা নিতাই নামে ক'দিন থেকে জুটেছে।

জগাই। চল্ চল্ ত মাধা, শালার ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দি! শালা বৈরেগীদের যে বড় বাড় বেড়ে উঠ্‌ল! এ—ও চোপরাও—

উভয়ে। এ—ও চোপরাও. দাঁড়াত শালা, আজ তোর মাথার ঘি বের ক'রে ছাড়্‌ব, এ—ও চোপরাও—

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

হাহাকার করি পাপিকুল, অকূলে কূল না পেয়ে !
চল ধেয়ে দয়াময় ! দেখে এস পথে—
দুই ভাই জগাই মাধাই, হইয়ে ব্রাহ্মণ উপবীতধারী
মহাপাপী অতি কদাচারী,
আঁহা হরি, কেঁদে মরি তাহাদের হেরি আচরণ !
নারায়ণ, দাও হে তাদের রাতুল চরণ,
কর ত্রাণ, আহা অতি তারা পতিত অভাগা !
তুমি না তারিলে, কে তারিবে তাদেরে শ্রীহরি !
কে মোছাবে অশ্রুজল ?
কে তুলিবে ভীম ভবার্ণব হ'তে কূলে !
বল্ ভাই, রবে কি না অনুরোধ ?

নিমাই । শক্তিময় হে অনন্তদেব !
তব দয়া যার প্রতি সে দুর্ম্মতি—
কেন না সদ্গতি পাবে !
অবশ্যই সাধু-ইচ্ছা তব হইবে পূরণ !

নিতাই । প্রেমের ঠাকুর !
প্রেমের এ লীলা খেলা !
আয় ভাই সব—ব'য়ে গেল বেলা,
এই বেলা আয় করি হরিনাম সংকীর্ত্তন !
হরি বোল, হরি বোল, আসি ভাই কানু—
আশ্বাসিয়া পতিত অভাগা জনে !

[বেগে প্রস্থান ।

জাহ্নবী-জীবন আছে প'শিব অনা'সে !
কণ্ঠশ্বাসে নাম তাঁর করিব কীর্ত্তন !
অকারণ কেন ভাব হে ভাই সকল !
সৈন্যবল—বাহুবল—অর্থবল—
যত বল থাকুক কাজির আমাদের বল—
একমাত্র মহাবল শ্রীমধুসূদন ।

শ্রীবাস । শুনি লোকমুখে—
আজি না কি চাঁদকাজি সাজি সৈন্যসহ—
আক্রমিবে নিরীহ বৈষ্ণবে !
বন্ধন করিয়ে সবে রাখিবে কারায় !

নিমাই । দুরাশায় ছুটে ভ্রান্ত—
বারি আশে মরীচিকা ভ্রমে !

শ্রীবাস । রাজশক্তি ধরে কাজি, হে গৌরাঙ্গ চাঁদ !

নিমাই । রাজশক্তি ধরে কাজি শোন হে শ্রীধর—
বৈষ্ণবনিকর সেইরূপ ধরে শক্তি রাজরাজেশ্বরী—
ভক্তির চরণ ! ভক্ত নারী বলি ভেব'না দুর্ব্বলা,
দেবী হরিবোলা শাণিত কৃপাণ ধরে করে—
হুহুঙ্কারে প্রেমে মারে পাষণ্ড পামরে !
স্বরে শর সরে বিঁধে গিয়ে বুকে—
মরা কীব হরিব'লে নাচে বাহু তুলে !
সেই হরিবোলে সাজ ভক্তগণ,
পাষণ্ডদলনহেতু চল ভক্তির চরণ স্মরি,

রণে—বনে—প্রাঙ্গণে—শ্মশানে সর্ব্বত্র বিজয়!
শঙ্কা ত্যজি দাও ডঙ্কা মহারোলে বল হরিবোল!
বিজয় নিশান ল'য়ে চল ভক্ত হইয়া বিভোল!
বল হরিবোল, বল হরিবোল!

সকলে। বল হরিবোল, বল হরিবোল!

অদ্বৈত। এস ভক্তগণ, স্বয়ং গৌর আজ ভক্ত-সেনাপতি!
ভক্তি-যুদ্ধ করি চল ঘুচাতে দুর্গতি!
ভক্তি-যুদ্ধে ভগবান আজি রে উদয়!
হরিবোল মহা অস্ত্রে দানিতে বিজয়!
বল হরিবোল, বল হরিবোল—হরিবোল!
তোল তার সনে ভাই মৃদঙ্গের রোল!
জয় জয় হরিভক্ত জয় ভগবান।
চল যাত্রা করি ধরি জয়ের নিশান!

সকলে। বল হরিবোল, বল হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গৌরাঙ্গের অন্তঃপুর)

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

শচী। কি শুনি মা, কি শুনি মা বৌমা! নিমাই না কি আজ দুরন্ত কাজিসাহেবের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে যাবে?

ছেড়ে পালাবি? অমনি বাছা আমার আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, মা, তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি কোথাও যাব না! অমন মাতৃ-ভক্ত সন্তান কার? আমি নিমায়ের মা, পূর্ব্ব-জন্মে কত পুণ্য ক'রেছিলুম ব'লে মনে করি! তাই ত বৌ মা, তুমি ত বেশ স্থির হয়েছ, আহা বালিকার আর জ্ঞান কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, আমি বালিকা হ'লেও স্বামীর সুখ-দুঃখের জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমি তোমার ছেলেকে মানুষ ব'লে জ্ঞান করি না! সত্যই তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা! তাঁতে সবই সম্ভবে! তাঁর ইচ্ছা কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। তিনি কাজীর সঙ্গে যদি লড়াই কর্‌তে যান, তাহ'লে নিশ্চয় তিনিই জয়লাভ ক'রে ঘরে আস্‌বেন, এই আমার ধারণা. তখন আমি কেন চিন্তা ক'র্‌ব মা! তখন আমার কেন দুর্ব্বলতা আস্‌বে মা।

শচী। তা বটে, কিন্তু বৌ মা, আমি যে কিছুতেই স্থির হ'তে পারি না। নিমায়ের বাল্যকাল হ'তে অনেক অলৌকিক কাজ আমি দেখেছি, নদে স্তব্ধ হ'য়েছে, কিন্তু আমি স্তব্ধ হয় নি, আমি নিমাইকে সত্যই দুধের গোপাল দেখি! তার অলৌকিক কাজ-গুলোও আমার কাছে সাধারণ কাজ ব'লেই মনে হয়। তাই ত ভাবি মা, কি হবে? বাবা নিমাই, তুই হরিনাম ক'র্‌বি, তোর কাজীর সঙ্গে লড়াই করা কেন বাপু!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি বিনা কারণে কোন কাজই কর্‌বেন না মা! কে গান ক'রে মা!

শচী। আহা বেশ, বেশ, আমার নিমাইয়ের বড় ভাই তুমি নিতাই! আয় বাবা আমার আয়, আমার বিশ্বরূপের জ্বালা তোকে দেখে নিবারণ করি আয়! আজ হ'তে তুই আমার বড় ছেলে, নিমাই আমার ছোট ছেলে! তোমরা দুটী নিতাই নিমাই দুই ভাই—কানাই বলাইয়ের মত আমার কাছে থাক্‌বে।

নিতাই। আমি অবধূত মা, আমি ত ঘরে থাক্‌ব না, কেবল ভাই কানাইকে নিয়ে গোঠে গোঠে খেলা ক'র্‌ব!

রাখাল। ভাই কানাই, কোথায় মা!

শচী। তাই ত ভাব্‌ছি বাছারা, কাল হ'তে আমার কানাই ঘরে আসে নি! শুন্‌ছি, দুষ্ট ছেলে আজ না কি কাজীসাহেবের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌বে।

নেপথ্যে—কাজী সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো আকবর।

ভক্তগণ। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

শচী। হায় হায় রে—ঐ বুঝি লড়াই হচ্চে—ও মা কি হবে বৌ মা—আমার নিমাইয়ের কি হবে!

নিতাই। চল চল, ভাই, আমরা ভাই কানাইয়ের হ'য়ে লড়াই করি গে!

রাখালগণ। আজ কংসদূতদিগে একেবারে খুন ক'রে ফেল্‌ব।

নিতাই। মা, আমরা ভাই কানাইকে এখনি আন্‌ছি, তুমি ভয় খেও না

[নিতাই সহ রাখালগণের প্রস্থান

আমি কালো ভালবাসি, তাই কি দ্বেষে কালশশী,
গৌর হ'য়ে ছাড়্‌ল বাঁশী, দাও হে ব'লে দাও,
যদি জিন্‌বে বঁধু দাও হে ব'লে দাও,
আমি বঁধুর তরে পাগলিনী আমি রাজার ঝি,
ছিঃ ছিঃ ছিঃ ব'লে ফেলেছি,
বঁধুর মনের কথা বল কাজি, যদি বঁধুর মনের মানুষ হও ॥

হরিবোলাদাসী। কাজি দাদা, কাজি দাদা, কার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে? যার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে, তার পরিচয় কি জান? সে দুনিয়ার খসম! দুনিয়ার আদ্‌মী তার গোলাম, আর দুনিয়ার জেনানা তার জরু! তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না, মারা যাবে।

[বেগে প্রস্থান।

কাজিসাহেব। কে—বাঁদি, কে—বাঁদি, বাঁদিকে কোতল কর, কোতল কর।

সৈন্যগণ। বাঁদি পালিয়ে গেছে।

(নেপথ্যে) ভক্তগণ। হরি—হরিবোল, হরি—হরিবোল!

কাজিসাহেব। এ কি নিকটে যে শুনি কাফেরের ধ্বনি!
সত্যই যামিনীযোগে আক্রমিবে অল্পমতিগণ।
ধাও ধাও সৈন্যগণ! বিলম্ব না কর',
সুসজ্জিত হ'য়ে ধর মার সংহার বৈষ্ণবে।
ক্ষান্ত নাহি হবে—যতক্ষণ রবে একটী বৈষ্ণব।
অসম্ভব হইল ঘটনা,
শৃগালের' সিংহের বাসনা জাগে!

পরশে তোমায় হই পার ভব-পারে ।
তুমি প্রভু, দীননাথ দীনের ঠাকুর,
আজি সংশয় করহ দূর
প্রচুর মহিমা হেরিনু প্রত্যক্ষ তব,
সম্ভব তোমাতে সব ওহে শ্রীমাধব !
বহুপুণ্যে পেয়েছি তোমায়,
দয়াময় ! গেল অরি-ভয়, ভক্তচয় পাইল প্রসাদ,
বিষাদ ঘুচিল প্রাণে !

নিমাই । মহাগুরু আচার্য্য গোঁসাই,
ঘুচে নাই এখন বিষাদ, প্রমাদ এখন ভাবি মনে—
দুরন্ত নিষ্ঠুর কাজি,—চল ধীরে হই আগুয়ান,
দেখি—হরিনাম পারে কি না দুর্ম্মদে দলিতে !
চল মেতে ভাঙ দ্বার—
হরিবোল ব'লে প্রবেশ কাজীর গৃহে ।

সকলে । ভাঙ ভাঙ দ্বার, হরি হরি বল, ভাঙ ভাঙ দ্বার, হরি হরি বল । (অগ্রসর হওন)

কাঁপিতে কাঁপিতে কাজিসাহেবের প্রবেশ ।

কাজিসাহেব । ক্ষম অপরাধ !
বুঝি নাহি মহিমা তোমার,
কেবা তুমি আসিয়াছ নিমাই সজ্জায়,
দয়াময়—হও হে মেহেরবান,

নাড়্‌বে, আর পিঠে চিপ চিপ ক'রে লাগ্‌বে। ঐ রে—সেই দুই শালাই বেরিয়েছে—মাধা চল ত শালাদিগে জাপ্‌টে ধরি গে!

হরিদাস ও নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই। গীত।

বৃন্দাবন কো কানাই জালা গোঠ মে রাখি ধেনু।
নিশি ভোরকে কুঞ্জে ঘোরে বাজা ওহে মোহন বেণু॥

হরিদাস। দোলায় দোলকে রাধা-শ্যাম, ভক্ত দোলকে মন,
আঁখমে দেখে ভক্তজনা হৃদি-বৃন্দাবন,
উভয়ে। হামাদের সোহি মদন-মোহন কাঁহা রে ভেইয়া কানু॥

জগাই ও মাধাই। আরে শালারা ধেনুর পাল, দাঁড়া ত, দাঁড়া ত, আগে শালারা, খাতো খাটি মাল! (ধারণোদ্যত)

হরিদাস। হরিবোল, হরিবোল, নিত্যানন্দ, পালিয়ে এস—পালিয়ে এস!

নিতাই। কানাই, কানাই, এমন পাষণ্ডও থাকে! হরিদাস, চল চল এদের উদ্ধার ক'র্‌বে চল।

জগাই মাধাই। দাঁড়া শালা, আজ আর ছাড়্‌ছি না! আজ টিকি ছিঁড়্‌ব', তবে ছাড়্‌বো,। এ আর কাজিসাহেব পাস্‌নি!

(উভয়ে ধারণোদ্যত)

নিতাই। বল ভাই, একবার হরি বল।

মাধাই। আবার শালা আজ বেওয়ারিস মাল ধ'রেছিস্‌?

জগাই। এই—এই—এই রে—বেটার মরণ কাল ঘুনিয়ে এসেছে রে!

নিতাই। হরিনামে মরণ ভয় যে থাকে না ভাই! তাই ব'ল্‌ছি ভাই রে, হরি বল! রসনার আস্বাদ মিটিয়ে নাও ভাই!

জগাই ও মাধাই। মাইরি—তার পর?

নিতাই। তার পর যা হচ্ছা হয় ক'রো! এখনও দিন আছে ভাই রে, দিন থাক্‌তে থাক্‌তে দীননাথের নাম স্মরণ কর! আর কিছু ক'র্‌তে হবে না ভাই, একবার প্রাণভ'রে প্রেমে মেতে হরি বল!

মাধাই। আরে ও দাদা, এ শালা, কে বল্ দেখি?

নিতাই। আমি বাবা অবধূত—

জগাই। তা বাবা ভূত প্রেত যেই হও, থেমে যাও, এ জগাই মাধাইয়ের পাল্লায় কার' কোন বুজরুকি খাট্‌বে না!

নিতাই। একবার হরি বল ভাই, সব জঞ্জাল মিটে যাক্।

মাধাই। ফের শালা, আবার যদি কোন কথা ব'লেছিস্ ত ম'রেছিস!

নিতাই। মরি ম'র্‌ব ভাই, তুমি একবার হরি হরি বল।

মাধাই। তবে রে শালা—মাম্‌দো ভূত (কল্‌সীর কাণা ছুঁড়িয়া প্রহার)

হরিদাস। হরিবোল, প্রভু, প্রভু, সর্ব্বনাশ হ'ল।

নিতাই। কৃপা কর কৃপাময়! অধমেরে—

দুরন্ত পাতকী এরা—হরি হরি প্রেম দাও প্রেমময়!

মাধাই। আবার শালা, এখন রস মিটে নি। (প্রহারোদ্যত)

জগাই। মাধা, মাধা, কি ক'র্‌লি কি ক'র্‌লি, রক্ত ঝুঝিয়ে প'ড়্‌ছে দেখ্‌ছিস না? আহা হা এর উপর আবার মার্‌বি! না ভাই, মারিস্ নে, বিদেশী সন্ন্যাসী মার্‌লে কলঙ্ক হবে। তোর হাতে ধরি, আমাকে ভাই ক্ষমা কর্।

মাধাই। শালাকে একেবারে খুন ক'র্‌ব!

জগাই। খপরদার—খপরদার মাধা, মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্, যা ক'রেছিস্ তা ক'রেছিস্, আমি থাক্‌তে আর কিছু ক'র্‌তে পার্‌বি না!

মাধাই। কি তুই শালাও বৈরাগী হ'বি না কি? আজ শালার হরিনাম ঘুচোব।

জগাই। খপরদার, আমি থাক্‌তে যমেও কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না।

নিতাই। না, না, ধ'রো না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, একবার ভাই, হরিনাম ক'রুক, তার পর যত পারে আমায় মারুক।

গীত।

মেরেছ' বেশ করেছ ও রে ভাই ও জগাই মাধাই।
একবার হরি ব'লে আয় রে কোলে সকল জ্বালা ভুলে যাই॥
মুখে হরিবোল বল না, যত পার তত মার না,
আবার ভাও কল্‌সী কাণা হরি ব'লে কিছু মানা নাই,
নেচে নেচে হরি বল তোদের এই মিনতি করে নিতাই॥

মাধাই। লোকটা কি পাগল না কি!

হরিদাস। প্রেমের পাগল রে—প্রেমের পাগল!

অন্ধ-দৃষ্টি যাবে দিব্য-দৃষ্টি পাবে,
আঁধার আলোক বুঝিতে পারিবে.
শেষ চিন্তা আপনি উদিবে,
দেখাইবে সেই আলো হ'তে তুমি কতদূর !
দূর—দূর—অতি দূর, হ'ক তাহা অতি দূর—
তবু সে সৌরভে হবে ভোরপুর—
তুমি মূঢ় নামগুণে তখনি বুঝিবে,
অমনি আকুল হবে, ভাসিবে চোখের জলে,
প্রসীদ হে প্রভু ব'লে আছাড়ি পড়িবে,
দয়াময় মহাপ্রভু করে ধ'রে অমনি তুলিবে !
বার বার নাহি বল, একবার ভুলে বল,
হরিবোল—হরিবোল মধু-মাখা নাম,
দেখ তাপি, দেখ পাপি, হয় কি না পূর্ণ মনস্কাম ।

জগাই । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—
কি শুনিনু মধুমাখা নাম ।
কোন নিত্য সুধাধাম হ'তে—
কোন মধু যন্ত্রে বাজে এই মধুর ঝঙ্কার !
মনের বিকার নাশে সঙ্গীতের গ্রামে গ্রামে মূর্চ্ছনা সহিত,
বিস্মৃত নরক হ'তে কে আনিল মার্জ্জিত মন্দিরে !
সে দেব বিগ্রহ কই ! অই—অই—
সে স্বর্ণকমল-রূপ ঢল ঢল—
প্রেমে ছল ছল আঁখি সহাস্য আনন !

ভালবেসে যারে হরি জ্যেষ্ঠ করি—
যুগে যুগে করেন মানবলীলা !
এই বেলা তাঁর লও রে শরণ,
নিজে নারায়ণ দিলা উপদেশ—
জীবনিস্তারণ-হেতু !

মাধাই । গোঁসাই গোঁসাই করহ করুণা, ক্ষম যত অপরাধ !
নয় পদে ত্যজিব জীবন !

নিতাই । ভাই রে—ভাই রে মাধাই—আয় ভাই আয়,
ক্ষমা কি রে চাস—তুই যে রে অর্দ্ধ অঙ্গ মোর,
ক্ষমা কর মোরে—নিত্যানন্দ এই যাচে তোরে !
এতদিন যদি কিছু পুণ্য থাকে আমার সঞ্চয়—
সেই পুণ্য দানিনু ইচ্ছায় !
সেই পুণ্যে কৃষ্ণ ভক্তি হবে—দুর্গতি ঘুচিবে !
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রহিবে গগনে, ততদিন—
গাহিবে জগতজনে জগাই মাধাই নাম !

নিমাই । আরে রে মাধাই, নিতাই সদয় যদি তোরে—
তবে কোন্ রত্ন তোরে অদেয় সংসারে !
নে রে প্রেম তুই—দে রে আলিঙ্গন !
কোটী কোটী জন্মপাপ হ'ক বিমোচন ।

(মাধাইকে আলিঙ্গন

মাধাই । প্রভু, প্রভু, জন্ম জন্ম যেন পাই ওই রাঙাপদ !
হরি, হরি—　(মূর্চ্ছা)

ভক্তগণের প্রবেশ।

ভক্তগণ। হরিবোল, হরিবোল!
পতিতপাবন—করিলে পতিতে পার!

অদ্বৈত। ধন্য কলিযুগ! ধন্য ধন্য কলির মানব!
তাই নরদেহে নেহারিলে সবে—
পূর্ণব্রহ্ম গৌরাঙ্গ-রতনে!
নমঃ নমঃ গৌরাঙ্গ গোঁসাই!

নিমাই। ধন্য ধন্য কৃষ্ণভক্ত সবে,
দেহ পদধূলি শিরে ধন্য হ'য়ে যাই,
তোমরাই চিনিয়াছ কৃষ্ণ কিবা ধন।
ভাই ভাই—সযতনে তোল জগাই মাধায়ে!
বাহির হই গে চল নগর-কীর্ত্তনে!
আজি দুইজনে দিব ব্রহ্মার বাঞ্ছিত নিধি!
আজ হ'তে দেবী সরস্বতী—এই দুই ভ্রাতৃকণ্ঠে—
করিবেন নিত্য অবস্থান!
প্রধান হইয়া রবে ভবে চিরদিন!
কর কর সংকীর্ত্তন—করি চল নগর ভ্রমণ,
আজি পাপী তাপী সবারে লইব কোলে!

ভক্তগণ। ওঠ ভাই, জগাই মাধাই! (জগাই মাধাইয়ের গাত্রোত্থান)

ভক্তগণ। গীত।

হরি বল বেলা যায় বল্ রে বদন মানব জনম হবে সফল।
নামের মহিমা, ঘুচায় কালিমা, মান-গরিমা টুটায় সকল॥

(বল হরিবোল, বল রে হরিবোল মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে,
ও সে মদন-মোহন—নাম রূপে বিহরে রে)
(নয় যেমন পায় তেমনি ক'রে, যদি তাও না পার,
তবে যখন পার—পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, প্রহরে প্রহরে—
ওরে একদিন নয় দু'দিন বাদে—কভু ভুলিস্ না রে)
সদা বিষয়-রঙ্গে, রসিও না মোহবশে,
হারায়ে কাল অবশেষে, ফেল্‌তে হবে অশ্রুজল ॥

[নিমাই ও নিতাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিমাই। ভাই রে নিতাই—আর কেন,
চল যাই গন্তব্যের পথে!
হইয়াছে দিন সমাগত!
এ ভাবে যাপিলে দিন—
দীন-দুঃখ না হবে মোচন,
কেহ হরিনাম নাহি করিবে গ্রহণ।
জীবের দুর্গতি—হেরিতে না পারি আর!
অভাগার দারুণ বেদনে—
আসে প্রাণে দারুণ যাতনা,
তাই মিলে দু'টী ভাই,
হরিনাম চল রে বিলাই দেশে দেশে!
মম গার্হস্থ্যের সুখ হেরি জীবগণ—
কেহ হরিনাম না করে গ্রহণ ভাই!
গৃহবাসে হবে না সে কাজ!

ব'লেছিলাম, আমি তোমার অনুমতি গ্রহণ না ক'রে কোন কার্য্য ক'র্‌ব না, এক্ষণে জননি, শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই, আমায় স্নেহ-বন্ধন হ'তে মুক্ত কর, আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দাও, আমি কৃষ্ণ অন্বেষণে সন্ন্যাসী হ'য়ে বৃন্দাবনে যাত্রা ক'র্‌ব। আমার প্রাণকৃষ্ণের জন্য প্রাণ অতিশয় কাতর হ'য়েছে মা! মা, জীবের প্রকৃত বুকের বেদনা বুঝ্‌তে এক তার গর্ভধারিণী জননী ব্যতীত অপর দ্বিতীয় কেউ নাই, তখন জননি, আমার প্রাণের যন্ত্রণা তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? আমি যে প্রাণকৃষ্ণের জন্য পাগল হ'ব' মা! পাগল পুত্রকে গৃহে রেখে তুমি কি তাতে সচ্ছন্দতা লাভ ক'র্‌তে পার্‌বে? আমার মঙ্গল-চেষ্টা তুমি ব্যতীত আর কে ক'র্‌বে জননি! মা, এত দিন আমার মঙ্গলের জন্য তুমি ত সব ক'রেছ, তবে আজ কি অপরাধে আমার মঙ্গল চাও না—

শচী। বাবা রে, তোর মঙ্গল চাই না? ওরে নিমাই, তুই যে আমার সর্ব্বস্ব, তোর মঙ্গলের জন্য আমি যে আমার প্রাণকে সর্ব্বদাই চঞ্চল ক'রে রেখেছি! আমার তপ জপ ভগবৎ আরাধনা সব আমি যে জলাঞ্জলি দিয়েছি চাঁদ!

নিমাই। তবে দাও মা, তোমার পায়ে ধরি জননি, তুমি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত প্রসন্নমনে আমায় কৃষ্ণ অন্বেষণে গমন ক'র্‌তে অনুমতি দাও। তুমি ত জান মা, কৃষ্ণ-বিরহে আমার প্রাণ কিরূপ অস্থির হ'য়ে উঠেছে! আমি যে আর তিলার্দ্ধ স্থির থাক্‌তে পারি না মা! কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কই—কই—তুমি! দয়াময় হরি! কোথায় তুমি! বংশীধারি! মদনমোহন! কোথায়

তুমি! কতদিনে আমি তোমার দর্শন পাব? কতদিনে আমি তোমার শান্তিময় প্রেমময় সুখময় মধুর বৃন্দাবনে যাব! প্রভু, আর সয় না! দাও, দাও, দেখা দাও! কৈ মা অনুমতি দিলে না? বুক দেখ মা, বুক দেখ, বুকের ভিতর কি ক'র্‌ছে, তুমি ভিন্ন সে ব্যথা আর কে বুঝ্‌বে জননি!

শচী। নিমাই রে! সব বুঝছি, সব জান্‌ছি, কিন্তু মায়ান্ধ প্রাণ যে বুঝে না চাঁদ! আমি নয় হতভাগিনী, সব সৈলুম, কিন্তু বাবা বৌমা বিষ্ণুপ্রিয়া—

নিমাই। তার কোন কষ্ট হবে না মা! আমি ত তাকে ঘৃণা ক'রে অন্য নারীতে আসক্ত হই না মা, আমি ত নিজ সুখ-বিলসিতার জন্য তাকে ত্যাগ ক'র্‌ছি না মা, আমি ত মৃত্যুমুখে যাচ্চি না মা, তখন সে কেন তাতে দুঃখ ক'র্‌বে? তবে নিকট হ'তে কিছু ছাড়াছাড়ি, তাতে তার ক্ষোভের বিষয় কি হ'তে পারে? আমার সাধু ইচ্ছায় সাধু কার্য্যে আমার প্রকৃত পত্নীর সহানুভূতি প্রদর্শনই কর্ত্তব্য। তাতে যদি তার কিছু দুঃখ হয়, সে দুঃখ পরার্থে—জীবের উপকারের জন্য! আমার বিশ্বাস জননি, বিষ্ণুপ্রিয়া বালিকা হ'লেও সে এতে কখনই কাতরা হবে না! সে তোমার সেবায় শান্তি পাবে, আমার সাধু ইচ্ছায় আপনাকে গৌরবিনী বোধে নিজসুখ অনুভব ক'র্‌বে। তবে জননি! আমার একান্ত অনুরোধ, যাকে তুমি অভাগিনী অনাথিনী ব'লে দুঃখ প্রকাশ ক'র্‌ছ মা, সেই হতভাগিনী কাঙালিনীকে কৃষ্ণনাম শিক্ষা দাও, এই আমার ভিক্ষা!

শচী। বাবা নিমাই, তুমিই বল; আমি তোমার বিরহ কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌ব বাবা!

নিমাই। কৃষ্ণ-ভজনা ক'র্‌বে মা! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমার কোন কষ্ট হবে না।

শচী। বাছা রে, আমি তোমার সব কথাই শুন্‌লুম, কিন্তু বাবা, আমরা যে কৃষ্ণ-ভজন ক'র্‌তে পারি না, আমরা যে তোমারই ভজন ক'রে থাকি নিমাই? দিবা-রাত্রি তোর কথাই ভাবি। হাঁ রে—তুই পথে হাঁট্‌বি কিরূপে? তুই যে পথ হাঁট্‌লে তোর পা দিয়ে যেন রক্ত ঝরে! হাঁ বাবা, তুই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'র্‌বি? সন্ন্যাসী হ'য়ে কার দ্বারে দাঁড়াবি? কে তোকে মুষ্টি ভিক্ষা দিবে, যে সেই অন্নে তুই প্রাণ ধারণ ক'র্‌বি? কে তোকে রেঁধে দিবে বাবা! যদিও কেউ দয়া ক'রে তোকে রেঁধে দেয় নিমাই, কিন্তু আমার মত কে তোকে বসিয়ে খাওয়াবে চাঁদ! আমি যে তোকে মাথার দিব্য দিয়ে খাওয়াতুম, তেমন করে তোকে কে খাওয়াবে যাদু! বাবা রে, আমার যে মনে অনেক সাধ ছিল, তুই নদের মধ্যে বড় পণ্ডিত হবি, তোর মান মর্য্যাদায় বাঙ্গলাদেশ ছেয়ে যাবে, আমি তোকে রেখে মর্‌ব! হায় বাবা, তুই আমার সে সব সাধে ছাই দিবি? বাবা, তুমি আমার কাছে অনুমতি চাচ্চ, আমি নয় তোমার সন্তোষের জন্য তোমায় অনুমতি দিলুম, কেন না আমি সহস্র ব্যথা পেলেও তোমার সুখে, বাধা দিতে পার্‌ব না, কিন্তু পরের মেয়ে কোন অপরাধে অপরাধিনী নয়, তেমন বৌমাকে আমি কি ব'লে বুঝাব? বাবা রে, তুই কি ধর্ম্ম প্রতিপালন

কোন্ বাগানের কোন্ ফুলেতে সে অলি ব'স্‌তে যায়,
রসিকে মুচ্‌কি হেসে ঠারে ঠোরে কতই কথা কয়,
আমি মরি আপশোষেতে আমার যে হয় না গো মিল মিশ,
এখনও ডুক্‌রে কাঁদি, যখনি পড়ে মনে কদমতলার শিষ।

চোখের দেখা মনে দেখ্‌তে হবে! বড় কষ্ট রাধে, বড় কষ্ট! তাই ব'ল্‌চি,—তোর অগাধ প্রেমে নাগর-রাজকে ভাসিয়ে রাখ্‌, আমরা কূলে ব'সে ডুরি ধ'রে টান্‌লেই যেন দেখ্‌তে পাই। কার পদশব্দ হ'ল! রাতও অনেক হ'য়েছে. আড়াল থেকে একবার দেখে চ'লে যাই! কি জানি যদি আমি থাক্‌লে নাগরের প্রেমরঙ্গে হানি পড়ে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। চল দিদি. প্রভুর শয়নের সময় হ'য়েছে, বিছানা পেতে পান সেজে আনি গে।

হরিবোলাদাসী। আমি আজ মুখের পান কেড়ে খাব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কাড়্‌তে হবে কেন সই. তিনিই হয় ত তাঁর গালের পান তোমায় খাইয়ে দিবেন। (শয্যা করণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। (স্বগত) সত্যই আমার মত নির্ম্মম আর কেউ নাই। কিন্তু এই নির্ম্মমতা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান না ক'রলে পাষণ্ড জীবের যে গতিমুক্তি হবে না। আমি কাঙাল—আর মা ও বিষ্ণুপ্রিয়া কাঙালিনী না হ'লে জীবের নিকট করুণা পাব কেন?

তাদের করুণা পাবার জন্যই আমার এই নির্ম্মমতা-যজ্ঞের আয়োজন! সেই যজ্ঞানলে আমরা এই তিনটি প্রাণী দগ্ধ হ'লে, তবে পাপীর মোহান্ধকার দূর হবে। মা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষের জলে মাটি ভাস্‌লে—আমার দীনতা দেখ্‌লে তবে পাষণ্ডগণের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হবে, তখন তারা হরিনাম গ্রহণ ক'র্‌বে। নতুবা তারা আমাদের ভোগবিলাসসুখ দেখে হিংসা ক'র্‌ছে, কেউ বা এমন পবিত্র হরিনামে নিন্দা ক'র্‌ছে! তাই আমি জন্ম-অভাগিনী—বৃদ্ধা মাতা ও যৌবনাঙ্কুরোদ্গতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ ক'রে কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌ব! তারা উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার ক'রে কাঁদ্‌বে—আমার সন্ন্যাসধর্ম্মের কঠোর পীড়নে আমি প্রপীড়িত হ'য়ে অস্থি-কঙ্কালাবশিষ্টাকারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'র্‌ব—তাতে পাষাণ প্রাণও ভেঙে যাবে—পথের পথিকও উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হা হুতাশ ক'র্‌বে—তবে যদি ব্রত পূর্ণ হয়! আর না, মাকে ব'লে ছিলুম—দিনকতক গৃহস্থালী ক'র্‌ব, তা রক্ষা ক'রেছি, তবে আর কেন? এখন নিদ্রা যাই, বিষ্ণুপ্রিয়ারও আস্‌বার বিলম্ব আছে, কারণ মায়ের শুশ্রূষা না ক'রে সে আস্‌বে না! মায়ের অনুমতি ত নিয়েছি, এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট শেষ বিদায় নিতে হবে।

(শয়ন)

পান ও মালা হস্তে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভু কি নিদ্রা গেলেন! তাই ত, এই ত এসে শয়ন ক'র্‌লেন, এরি মধ্যে নিদ্রা এল, আর নিদ্রারই বা অপরাধ

কি, সারা দিন-রাত্রিই ত সংকীর্ত্তন! যাক্ যখন ঘুমিয়েছেন, তখন আর জাগাব না! আহা হা—কি রূপ! ত্রিভুবনে এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কারো কি আছে! একবার চক্ষু জুড়িয়ে দেখি! (পদতলে উপবেশন) সত্যই আমার মত ভাগ্যবতী কে? লোকে যে বলে—আমি অতি পুণ্যবতী, তা নিশ্চয়! কিন্তু ভাব্‌তে গেলেও যে মাথা ঘুরে পড়ে। অহো হো—ওগো, তাহ'লে কেমন ক'রে বাঁচ্‌ব! না, হা হুতাশ ক'র্‌ব না, তাহ'লে প্রভুর ঘুম ভেঙে যাবে। (নীরবে রোদন)

নিমাই। (গাত্রোত্থান) অ্যা—বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি কখন এলে? এ কি কাঁদ্‌ছ যে? বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, তুমি কাঁদ কেন? এস, এস কাছে এস, (ক্রোড়ে বসাইয়া) কাঁদ্‌ছ কেন? ছিঃ, তুমি আমার প্রাণের চেয়েও অধিক, তোমায় কি কাঁদ্‌তে আছে? তুমি কাঁদ্‌লে প্রাণে বড় ব্যথা পাই! ছিঃ, আবার কাঁদ্‌ছ? কথা কবে না? কথা কও, কথা কও, আমার উপর কি রাগ ক'রেছ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না, রাগ কি?

নিমাই। রাগ নাই ব'লেই যে আবার কাঁদ্‌ছ? বল, বল বুঝিয়ে বল, কাঁদ্‌ছ কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি না কি আমাদের সুখস্বপ্ন ভেঙে দিয়ে অকূলে ভাসাবে?

নিমাই। সুখস্বপ্ন ভাঙ্‌ব, অকূলে ভাসাব, এ কি কথা বিষ্ণুপ্রিয়া! কেন এমন কথা ব'ল্‌ছ বিষ্ণুপ্রিয়া। বল কি হ'য়েছে?

তাই নিজ হিতে ত্যজিব আশ্রম !
তুমি রবে মাতার নিকটে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বুঝেছি গো, ভেঙেছে কপাল,
তাই সকাল বিকাল সদা হেরি অমঙ্গল !
যাবে, যাবে, হাঁগা, হাঁগা, তুমি কি গো সত্য ছেড়ে যাবে ?

নিমাই। যাব, কিন্তু কবে যাব, কবে কৃষ্ণ-কৃপা পাব,
তার কভু নাহিক নির্ণয় !
তবে কেন এত ভয় ভাব প্রিয়ে !

বিষ্ণুপ্রিয়া। হায় হায় সত্যবাদি !
এই কিগো সত্য-পরিণাম !
বাক্যে বাণ বিঁধিল হিয়ায় !
হায় হায় বিধি ! এত কি পাপিনী আমি !
অন্তর্যামি, জান সব তুমি,
পতিসঙ্গে কোন্ পাপে কর পতিহীনা ?
ওগো যেও না, যেও না, এ ললনা দাসী তব,
এ দাসীর ক্ষম অপরাধ !
আমা ছেড়ে কোথা যাবে তুমি !
একবার ভাব গুণমণি, তব জননীর—
কিবা দশা হবে তোমার বিহনে ?
আমি বা বাঁচিব কিসে থাকিয়া ভবনে ?
তা হবেনা, যাইতে দিব না,
তুমি গৃহে রও, আমি মরি আগে খেয়ে বিষ—

কোথা আর শীতলতা নিমাই পাইবে ?
কই—কই, তুমি মোরে সাজালে না প্রিয়ে !

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি আছে আমার কি দিয়ে সাজাব নাথ তোমা !
নিজের প্রভায় আপনি সেজেছ,
তবে দিয়েছ যে ধন, তাই দিয়ে সাজাব তোমায় !
এস গুণময়, ধর প্রেম-অশ্রুমালা—
ভালবেসে প্রেমময় গলে। (বাহু বেষ্টন)

নিমাই। (স্বগত) এস মা গো যোগনিদ্রে ! ভুবন-মোহিনী,
তব সম্মোহন-মন্ত্রে কর ভুবন মোহন !
সময় হ'তেছে গত, দেখ মা গো—
জীব কত করিছে রোদন।
দাও ত্বরা মিলাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ !
ওমা কৃষ্ণের বিরহে যায় প্রাণ বিদরিয়া !

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রেমময়, কোন্ চিন্তা করিছ আবার !

নিমাই। অতি নিদ্রা আসে সতি !

বিষ্ণুপ্রিয়া। করুন শয়ন প্রভু ! পদসেবা করিবে অধিনী !

(নিমাইয়ের শয়ন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পদসেবা)

বিষ্ণুপ্রিয়া। আহা, যত দেখি তত বাড়ে আশ,
দেখার পিয়াস কভু নয়নে না মিটে !
এতরূপ—কে ধ'র ভুগতে ?
কত সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্তমণি যেন ঝলসে কায়ায় !
তাই ভাগ্যবতী মোরে সর্ব্ব লোকে কয়,

প্রভু নিদ্রা যায়—হয় ভয় পাছে নিদ্রা ভাঙি—
যান চ'লে গুণমণি, তাই চরণ দুখানি রাখিব হৃদয়ে ধ'রে।
নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রভুর, যবে লইবেন পদ বুক হ'তে,
সেই সাথে নিদ্রাভঙ্গ হইবে আমার!
আমিও হইব সন্ন্যাসি-সঙ্গিনী,
নিদ্রা আসে অতি, লই পদ বুকে ধ'রে! (শয়ন ও নিদ্রা)

নিমাই। (গাত্রোত্থান) নারিব, নারিব হেথা রহিবারে আমি,
দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবন ভূমি!
কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ! কই তুমি, কই তুমি!
ঘুমিয়েছ, ঘুমাও, অভাগিনি! আমি তোমারই ঘুমের অপেক্ষা ক'রছিলুম! ঘুমাও, ঘুমাও, আমার গমনে বাধা দিবে ব'লে কি তাই আমার পদ দু'খানি বুকে ধ'রে রেখেছ! কিন্তু তা ত হ'ল না দেবি! আমায় ছেড়ে দাও, প্রাণাধিকে! (চুম্বন) আমায় বিদায় দাও, যেন জন্মে জন্মে তোমার মত প্রেমময়ী নারী পাই। যাই—দেখ্‌ছ না প্রিয়ে, তুমি সতী-সাধ্বী মহাদেবী, তুমি না দেখ্‌লে জীবের মোহমুক্তি কেমন ক'রে হবে? দেখ দেখ জীবের দুর্গতি দেখ। তারা বিষয়ভারাক্রান্ত হ'য়ে কেমন জীর্ণ শীর্ণ হ'য়েছে দেখ! তাদের হা হুতাশে আকুল-ক্রন্দনে দয়াবতী তোমারও কি দয়া হ'চ্চে না? তবে কেন মোহ! তুমি আমি এক! তবে তোমার বিচ্ছেদ কিসের?

ঘুমাও ঘুমাও আর স্থির রহিবারে নারি
হরি হরি দাও দেখা বংশীধর!

যেবা মম জন করি সবারে মিনতি!
আর নাহি রাতি—হইলে প্রভাত, ঘটিবে প্রমাদ!
আর্ত্তনাদ অভাগী মাতার শুনিতে হইবে,
জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ নিত্য নিরঞ্জন!
মনস্কাম অভিরাম কর হে পূরণ!

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) নাথ, নাথ!
কে যেন কহিল কাণে—
ওঠ বিষ্ণুপ্রিয়া, দেখ নয়ন মিলিয়া,
করে দণ্ড নিয়া কৌপীন পরিয়া,
কার নিধি আজ নদীয়া ছাড়িয়া ভ্রমে পথে পথে!
কি ঘুমাস ও কালসাপিনি—চেয়ে দেখ, কাল নিশিথিনী,
কি কাল করিল তোর – বুকের পাঁজর যায় ভেঙে দিয়ে,
দেখ্ দেখ, বুকে হাত দিয়ে!
এ কি, এ কি নাথ—এ কি কোথা নাথ!
শূন্য শয্যা শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে নিরন্তর,

(চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ)

প্রাঙ্গণ চত্বর হেরি সব শূন্যময়!
কোথা নাথ—কোথা নাথ, রাখ রাখ পরিহাস,
অতি ত্রাস পেতেছি অন্তরে, কোথা তুমি—
ওগো ওগো—কোথা তুমি! দাও না উত্তর,
কই—কই—কোন সাড়াই ত নাই,

সন্ন্যাসী হ'য়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে গো! তাই শচী মাতা গঙ্গা-তীরে গিয়ে নিমাই নিমাই ব'লে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌ছেন!

অদ্বৈত। তাই,তাই, বজ্রপাত—বজ্রপাত হ'য়েছে! সীতা,সীতা, পৃথিবী অন্ধকারময়ী হ'ল! পূর্ণচন্দ্র ডুবে গেল! ভক্তগণ, আর কি শুন্‌ছ—ভক্তাকাশের ধ্রুবতারা খসে গেল! বুক চিরে দেখ, বুক চিরে দেখ, প্রাণ নেই, শব-শরীর আর কতক্ষণ থাক্‌বে? শুন্‌ছ, কার ক্রন্দন শুন্‌ছ? বৃদ্ধা শচীর গৌরাঙ্গদেবের বিরহ-ক্রন্দন! আজ ভগবান আমাদিগেও ফাঁকি দিয়েছেন! চল, চল, বৃদ্ধাকে দেখিগে চল, এক সর্ব্বনাশ ত হ'য়েইছে, আবার যেন কোন সর্ব্বনাশ না ঘটে!

[দ্রুতপদে উভয়ের প্রস্থান।

ভক্তগণ। কি শুনি; কি শুনি, হায় প্রভো! কি ক'র্‌লেন কি ক'র্‌লেন!

গীত।

হায় হায় কি হ'লো রে গৌর গেল নদে ছেড়ে।
ধরা অন্ধকার, কোথা যাব আর, ওরে ভিখারীদের ধন কে নিল কেড়ে॥
মরি মরি হরি হরি, আয় শিরে কর মারি, প্রভু গৌর আসে যদি ফিরে,
খুঁজ্‌বে এসে, দেখ্‌বে শেষে—তার লাগি তার যত ভক্ত মরে,
আমরা গৌর বিনে প্রাণ ত্যজিব, আমরা হারিয়ে গৌর না বাঁচিব,
গৌর বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ দিব—আজ এই জাহ্নবীর নীরে॥

[সকলের প্রস্থান।

আমার যাবার সময় মা মা ক'রে ডাকলে, আমি ডাক শুনে উঠলুম না! সাড়া দিলাম না! তাই ত, এখন আমি কোথায় যাই! কোন্ দেশে আমি তার উদ্দেশে যাব, কোথায় আমি আমার সোণার গৌরাঙ্গকে পাব? বাবা নিমাই রে—কাঙালিনীর কুঁড়ে ঘরও ভেঙে দিয়ে গেলি!

দ্রুতপদে শ্রীবাসের প্রবেশ।

নিতাই। মা, তার জন্য চিন্তা কি? আমি তোমার গোরাচাঁদকে এনে দোব! এই আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম। মা, তুমি স্থির হও, আমি যেথান হ'তে পারি, সেথান হ'তে ভাই নিমাইকে এনে তোমার সঙ্গে মিলন করাব।

অদ্বৈত। শ্রীপাদ! মনকে আর প্রবোধ দেবার কিছুই নেই। প্রভু আমাদের নিতান্তই জন্মের মত ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন। অহো—হো, এখন আমার মৃত্যু হ'লেই মঙ্গল! না না, তোমরা থাক, শচীদেবী আর মা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ কর, আমি চ'ল্লেম। আহা হা—সেই ফল-পুষ্পের মত কমনীয় ভক্তি-প্রেম-বিনয়ের সাকারমূর্ত্তি আবার কবে দেখ্‌তে পার্ব! নিত্যানন্দ! জন্মের মত বিমল আনন্দ ফুরিয়েছে! নবদ্বীপ-চন্দ্র নবদ্বীপ হ'তে অস্তমিত হ'য়েছে! কিন্তু আশা ত ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ছি না, আমি বাহির হ'লেম, পৃথিবীর সমুদায় ভূমি তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'র্‌ব। যেথানে পাব, সেথানে যাব, যদি দরালচাঁদকে আন্‌তে পারি, তবেই ফির্‌ব, নতুবা এই যাত্রাই অগস্তের মহাযাত্রা হবে।

কিন্তু কোথায় যাই, সকলে স্থির-কর—পরামর্শ কর, প্রভুর কোন্ স্থানে কোন্ স্থানে যাওয়া সম্ভব বিবেচনা কর!

দামোদর। তিনি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হ'য়েছেন!

হরিদাস। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসের যে যে প্রসিদ্ধ স্থান—সেই সেই স্থানে প্রথম অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। প্রভু, আমাকেও সহযাত্রী করুন, আমি প্রভুসঙ্গ ব্যতীত তিলার্দ্ধও এ নবদ্বীপে অবস্থান ক'র্‌তে পার্‌ব না! যে আকাশে চাঁদ নেই, সেখানে নক্ষত্র কি ক'র্‌বে!

গীত।

(কীর্ত্তন)

আমার গৌরাচাঁদের অদর্শনে শূন্য ত্রিভুবন।
আমি বাঁচিব কিসে গো বল, আমার সে চাঁদ যে জীবনের জীবন॥
আমি থাক্‌ব কেন, আমার হৃদাকাশের চাঁদ ডুবেছে,
তৃষিত চকোর আমি সুধাপান আশে, আসিয়া এ নদীয়ায় ছিনু গো দুরন্ত,
সুধা পাব ব'লে, ক্ষুধা মিটাবার সুধা পাব ব'লে—
তা ত হ'ল না, সুধা দিতে সুধাকর লুকাইল—সুধা দিল না দিল না,
কোন্ ক্রুর অক্রুর আসি—শ্যাম-সুধাকরে মথুরায় নিয়ে গেল,
আমি তার অন্বেষণে হ'য়েছি চঞ্চল গো হ'য়েছি চঞ্চল,
আমি যাবো গো আমি যাবো, ভারতের দ্বারে দ্বারে তারে অন্বেষিব,
পাই যদি গৌরানিধি তবেই ফিরিব, নতুবা জাহ্নবীর জলে জীবন ত্যজিব,
আমায় বিদায় দাও হে ভক্তগণ॥

অদ্বৈত। হরিদাস, সকলের গেলে ত চ'ল্‌বে না, এখন প্রভুকে অন্বেষণ ক'রে বাহির করা যেমন কর্ত্তব্যকর্ম্ম হ'য়েছে,

আমাকে পরীক্ষা করুন। এস বক্রেশ্বর—এস দামোদর—আমরা একেবারে কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করি।

[প্রস্থান।

ভক্তগণ। যে আজ্ঞে—মহাপ্রভুর—দর্শন ব্যতীত আমরা প্রত্যাগমন ক'র্‌ছি না। গৌর হে, দর্শন দাও, দর্শন দাও।

[প্রস্থান।

১ম প্রতিবেশিনী। ওঠ বোন বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠে মুখে হাতে জল দাও। ভাব্‌ছ কেন, তুমি যা ভাব্‌ছ, তা ত না হ'তেও পারে!

শ্রীবাস। মা—অন্তঃপুরে চ'লুন।

শচী। কেন আমি—কোথায়?

অদ্বৈত। বাহির প্রাঙ্গণে।

শচী। কেন? আমায় এখানে কে আন্‌লে?

অদ্বৈত। (স্বগত) কি উত্তর দোব, উত্তর দিলেই ত নিরুদ্ধ-স্রোত এখনি বর্ষার প্রবাহিনীর মত উর্দ্ধশ্বাসে বেগে প্রবাহিত হ'তে থাক্‌বে। তখন সেই দ্রুতশীলা স্রোতাস্বিনীর স্রোতে আমরা ত কেউ স্থির থাক্‌তে পার্‌ব না। শ্রীবাস, এখন কি করা যায়?

শ্রীবাস। অন্য উপায় কি? মাকে যে কোন প্রকারে বাটীর মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। তা না হ'লে উন্মাদিনী কখন কি

গীত।

ওগো তোরা আমায় দে ভাসায়ে ভেসে যাই, কি সুখ আমার বেঁচে গো।
সধবায় বিধবা হেন কে কোথায় দেখেছে গো॥
আর কি হবে অঙ্গদ-হার, যখন গেছে কণ্ঠের হার,
পতিত্যক্ত সধবার এ কি ধারণ ক'র্‌তে আছে গো॥
সে ছেড়েছে বসন-ভূষণ, তায় নারীর কি শোভে কাঞ্চন, এ সখী না হয় কদাচন,
নে নে সখি এ সব খুলে, যদি সে আসে গো ভুলে,
আমার কথা সুধাইলে—ব'ল্‌বি গঙ্গাজলে সে ডু'বেছে গো॥
তবে আসিস্ না আর মনের ভুলে, দে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে গো॥
(অলঙ্কার উন্মোচন)

তোরা ছেড়ে দে সখি, তোরা আমায় ছেড়ে দে। আমার বুকের জ্বালা তোরা কি সখি, কেউ দেখ্‌তে পাচ্চিস্ না? ফেটে গেল—ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল—হা নাথ—এই ক'র্‌লে! এই ক'র্‌লে! (মূর্চ্ছা)

প্রতিবেশিনী। হায় হায়—এ আবার কি হ'লো! চল সখি, চল, এখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৃহে নিয়ে যাই।

[বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

(কাটোয়া বৃক্ষতল, কেশবভারতীর আশ্রম)

নিমাই ও কেশবভারতীর প্রবেশ।

কেশব। তুমি গৃহী, আমিরে সন্ন্যাসী.
জানি সন্ন্যাসীর দারুণ নিয়ম, বাপধন,

কেন অভিলাষী হও সেই সন্ন্যাসী হইতে ?
বলি হিতে ধরি করে, যাও গৃহে ফিরে—
প্রণম আমারে কোন্ হেতু ?

নিমাই। কৃপা প্রার্থী আমি তব গুরু,
করিয়াছি চরণ আশ্রয়, দয়াময়—
একদিন দিয়াছ অভয় সন্ন্যাস দিবেন বলি,
তাই আসি হ'য়ে কুতূহলী লইতে সন্ন্যাস,
ভাঙিও না আশ, অভিলাষ পূর দেব !
কর নাথ, দাসত্ব মোচন—ভব বৈতরণী কর পার !
কর্ণধার তুমি গুরু—সেই ভবপারে,
তুমি বিনা সে পাথারে কেবা করিবে উদ্ধার !
দাও দীক্ষা, কর আশীর্ব্বাদ যেন কৃষ্ণ পদে হয় মতি !

(পদধারণ)

কেশব। (স্বগত) হ'তেছে স্মরণ, নারায়ণ !
গিয়েছিনু একদিন নদীয়ায়,
দেখেছিনু—এই পুরুষ-উত্তম বিদ্যুৎমণ্ডিত,
হ'য়েছিনু প্রতিশ্রুত—দিব ব'লে কঠোর সন্ন্যাস !
কিন্তু এবে হেরে মুখচাঁদ—
বিদীর্ণ হ'তেছে হিয়া—মরুভূমি করে সুশীতল
সোনার-কমল—করে অনলমাঝারে খেলা !
আহা রে বালক, বল, বল, কার গৃহ-আলো—
নিভাইব আমি মমএ জীর্ণ কুটির !

চন্দ্রশেখর। বাপ নিমাই, ঘরে চল, আর আমাদিগে, বৃদ্ধা মাতা ও অনাথিনী বধূমাতাকে কাঁদায়ো না! বাবা রে, দেখ দেখ, তোকে খুঁজতে এসে আমাদের কি দশা হ'য়েছে?

নিমাই। বাবা, আমি তোমাকে আপন পিতা অপেক্ষাও ভক্তি ক'রে থাকি, আর তুমিও আমায় পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ ক'রে থাক, বাবা, তুমি কি আমার অবস্থা বুঝ্‌ছ না। দেখ, দেখ, আমার বুক চিরে দেখ, বুকের ভিতর আমার কি ক'র্‌ছে! মেসো-মশায়! তুমি আমায় রক্ষা কর, আমার দাসত্বময় জীবনকে মুক্ত কর! তুমি কৃপা না ক'র্‌লে—আমি আমার কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হব! হা হা কৃষ্ণ! কতক্ষণে আমি তোমার দর্শন পাব দয়াময়! (রোদন)

চন্দ্রশেখর। না, পার্‌লেম না, নিমায়ের রোদনে প্রাণ যে কেমন হ'য়ে যাচ্চে! কি শোকাতুরা বৃদ্ধা শচী, কি শোকাতুরা বধূ-মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া নিমায়ের এ কৃষ্ণ বিরহ-শোক দেখ্‌লে পাষাণও ফেটে যায়! বাবা, তুমি যা ইচ্ছা হয় কর। তবে দীনবন্ধু! আমা হেন অধমকে তোমার সঙ্গী কর। আমি তোমায় ছেড়ে আর নদেয় ফিরে যাব না! তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব, সেই-খানে থাক্‌ব, হরিবোল, হরিবোল!

কতিপয় নাগরিক ও নাগরিকার প্রবেশ।

১ম নাগরিক। চ না, একটু এগিয়ে দেখি, ঐ ব্রাহ্মণকুমারটী কে হে! রূপে যে বটেরতল আলো হ'য়ে গেছে।

২য় নাগরিক। তাই ত হে, ছেলেটী কি পাগল হ'য়েছে না কি! ব্যাপারটা কি?

নিমাই। প্রভু, আমায় সন্ন্যাস দিতে ত আপনি প্রতিশ্রুত আছেন।

কেশব। আছি, কিন্তু এখন নয়!

নিমাই। কখন প্রভু, কখন আমি মুক্ত হব?

কেশব। ব'লেছি ত তোমার পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হ'লে! তা না হ'লে জীবের রাগ নিবৃত্তি হয় না,।

নিমাই। গুরুদেব! প্রতারণা ক'র্‌ছেন কেন? আমিও ত আমার বিষয় ব'লেছি, আমার হয় ত তার পূর্ব্বে মৃত্যু হ'তে পারে।

রমণীগণ। ষাট্ ষাট্, এমন কথাও মুখে আনে বাছা, তোমার শত্তুর মরুক, তাদের মুখে ছাই পড়ুক!

১ম নাগরিকা। ভারতীমশায় প্রাচীন্নি লোক, ওঁর কি প্রাণে দয়ামায়া নেই, উনি কি অমন সোনারচাঁদকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন! বাছা, তুমি যে অন্যায় কথা ব'ল্‌ছ, তোমার কি বাবা এ বয়সে সন্ন্যাসী হওয়া সাজে?

১ম নাগরিক। সত্যিই ত, তোমাকে দেখ্‌লেই মায়া কম্‌নে থেকে জড়িয়ে ধরে! তুমি অমন নিষ্ঠুর কথা মুখে ব'ল্‌ছ, আর আমাদের বুক ফেটে যাচ্চে!

কেশব। বাছা, তোমার মাতা ও পত্নী উভয়েই বর্ত্তমান, তুমি তাঁদের অনুমতি গ্রহণ ক'রেছ? তা না হ'লে ত তোমার সন্ন্যাস গ্রহণ করা হবে না।

নিমাই। আমি উভয়েরই অনুমতি গ্রহণ ক'রেছি গুরু!

ঝোঁক বাবা! সন্ন্যাসীর কষ্ট কি সহজ! আমরা দিন রাত্রিই ত গোঁসাইজীর অবস্থা দেখ্‌ছি! ছিঃ, বাবা, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় নিজে গিয়ে নবদ্বীপে রেখে আস্‌ব। ছিঃ ছিঃ—এমন কাজও করে! তোমরা সব কি দেখ্‌ছ গা, একজন চ'লে যাও না, নদেয় গিয়ে এর মাকে নিয়ে এস না।

১ম নাগরিকা। চল বাবা, আমাদের বাড়ীতে কিছু জলখাবার খাবে চল। আহা, বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে গো! কেঁদে কেঁদে চোক রাঙা ক'রে ফেলেছে!

নিমাই। মা সকল, বাপ সকল, তোমরা সকলেই যে আমায় প্রতি দয়া ক'র্‌ছ, এতেই আমি কৃতার্থ হ'য়ে যাচ্চি! তোমাদের এ স্নেহ আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না। মা সকল—আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন প্রাণকৃষ্ণের দেখা পাই মা!

স্ত্রীগণ। আহা—বাছার কি বাণী! বাবা রে—তোর মা কি এ কথা শুন্‌লে বাঁচ্‌বে!

নিমাই। মা, আমাকে তোমরা দাসত্ব-বন্ধন হ'তে মুক্তি দাও! মাগো, আমার রূপ-যৌবন থাক্‌তে থাক্‌তে, আমায় তোমরা আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠিয়ে দাও। তা না হ'লে আমার এ রূপ-যৌবন কি হবে মা! আমার রূপ-যৌবন সব যে আমি প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ ক'রেছি জননি! এ রূপ-যৌবন আমি কাকে দোব? কে আমার রূপ-যৌবন ভোগ ক'র্‌বে? হরি—হরি—এখনও আমার সময় আছে, আমায় লও, আমায় কৃপা কর! সময় আমার সব বৃথায় যাবে! আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়েছে!

বাজিছে নূপুর রুণু রুণু পায়,
রাই রাই ব'লে বাঁশী তার গায়,
কদম্বের ডালে সারিশুক গায়,
ছিঃ, ছিঃ, শ্যাম, লাজ নাহিক তোমায় !
রাধে, রাধে, মান দাও, মান দাও, পায়ে ধরি মান দাও !

(মূর্চ্ছা)

কেশব। ধন্য প্রেম, ধন্য প্রেম ! জগন্নাথ ! তোমার গতিরুদ্ধ করা আমার কর্ম্ম নয় ! পরন্তু ত্রিভুবনে কারও শক্তি নাই ! তবে একটা কথা হরি, আমি তোমায় দীক্ষা দান ক'র্‌লে—আমায় তোমার গুরু হ'তে হবে ! তাতে যে আমি পতিত হব নারায়ণ ! তবে প্রভু, তোমার যখন তাই ইচ্ছা, তখন তাতেও আপত্তি নাই, কেননা তোমার আজ্ঞায় নরকে বাস ক'র্‌লেও আমার গৌরব ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। কিন্তু দয়াময়, নিজে যেমন দয়া ক'রে আমায় তোমার গুরু কর্‌লে, তেমনি গুরুদক্ষিণা এই দিও—যেন অকূল ভব-বৈতরণী পারের সময় নিজে কর্ণধার হ'য়ে আমায় পার ক'রো। আমি তোমায় দীক্ষা দানে স্বীকৃত হ'লেম।

ভক্তগণ। হায় হায় কি হ'ল ! হা দয়াময় ! এই ক'র্‌লে !

(উপবেশন)

সকলে। হায় হায় কি হ'ল !

নিমাই। ধন্য, ধন্য প্রভু আপনাকে ! আজ আপনার দয়ায় আমি দাসত্বমুক্ত হব ! আমার প্রাণগোবিন্দকে আমি পাব। আঃ, বড় শান্তি পেলাম ! বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছিলাম কেশব ! আজ সকল

জ্বালা যন্ত্রণা তোমার পাদপদ্মে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হব'। মুকুন্দ! মুকুন্দ! এই সময় একবার কৃষ্ণমঙ্গল গান কর! শ্রীপাদ! তুমি ত সব জান, এবার বল, আমি বৃন্দাবনে গেলে বৃন্দাবন-চন্দ্র ত আমায় দর্শন দিবেন?

নিতাই। হা ভগবান্! এই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যই কি এতদিন জীবন ধারণ ক'রেছিলাম? সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করে কি শেষে তাই নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলাম? নারায়ণ! আর যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হ'চ্চে না! যেন যুগ পরিবর্ত্তন হ'চ্চে! চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, ব্যোমরাশি সব নিশ্চল হ'য়ে আস্‌ছে! যেন বিশ্বব্যাপী ঘন কুজ্ঝটিকাময় ঘোর নিবিড় অন্ধকার সুমেরু ভেদ ক'রে ছেয়ে ফেল্‌ছে! বিশ্ব বিপর্য্যস্ত! প্রলয়-ভূকম্পন যেন বিরাট বিশ্বকে উলট পালট ক'র্‌বার জন্য তোমার চারুচাঁচর কেশ পরিত্যাগেরও সময় মাত্র প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে না! বিশাল অনন্ত মহাসমুদ্রের সফেন-তরঙ্গ-ঝরি প্রলয়-পয়োধি-জলে বিশ্ব প্লাবিত ক'র্‌বার জন্য তোমার দণ্ড কৌপীন বহির্ব্বাস ধারণের মুহূর্ত্তকাল মাত্র অপেক্ষায় যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে। বিশ্বনাথ! বিশ্বেশ্বর! মধুসূদন! আর এ দৃশ্য দেখিও না! তুমি চঞ্চল হ'লে তোমার সাধের জগৎ আর থাক্‌বে না।

চন্দ্রশেখর। কি করি, এ সব কথা দিদির কাছে আর বৌমার কাছে কেমন ক'রে ব'ল্‌ব! না, না, প্রাণ থাক্‌তে এ সব কথা আমি তাঁদের নিকট ব'ল্‌তে পার্‌ব না, কিছুতেই ব'ল্‌তে পার্‌ব না যে, আমাদের প্রাণের গৌরাঙ্গ আজ ডোর-কৌপীন নিয়ে

নিমাই। তুমি আমার মস্তক মুণ্ডন ক'রে দাও।

নাপিত। কেন, এই ব'ল্‌ছেন বৃন্দাবনে যাব, তা মাথা মুড়োন কেন গা ঠাকুরমশায়!

নিমাই। বাবা হরিদাস, এই কেশ আমায় সংসারে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে, সেই বন্ধনে বড়ই দুঃখ পাচ্চি।

নাপিত। বল কি বাবা, তুমি দুঃখ পাচ্চ, আর যদি তাই পাও, তাহ'লে তার কতকটা কি এ নাপ্‌তে বেটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাও? তোমাকে দেখ্‌লে ত সামান্য মানুষ ব'লে বোধ হয় না! না, মানুষ নও! আমিও ত মানুষ, আর আমি পৃথিবীর অনেক মানুষকেও দেখ্‌ছি, তাতে ব'ল্‌ছি তুমি ত মানুষ নয়ই, তা ছাড়া মানবের দেবতা—তাও নয়। তুমি তার চেয়েও বেন বেশী। না ঠাকুর, পার্‌ব না, আমা হ'তে ও কাজ হবে না, এ কাটোয়ায় আরও ঢের নাপ্‌তে আছে, যাকে পার ডাক।

নিমাই। হরিদাস, সন্ন্যাসের শুভক্ষণ উপস্থিত, তুমি তাতে বাধা দিলে আমার সকল আশা পণ্ড হবে! এমন কি তাতে আমার মৃত্যু হবে।

নাপিত। ঠাকুর, তুমি ব'ল্‌ছ তোমার মৃত্যু হবে—আর আমি দেখ্‌ছি যে, তার আগেই আমার মৃত্যু হ'চ্চে! আমি যে তোমার কথা শুনেই আধ মরা হ'য়ে গেছি! বল কি বাবা—আমি অনেক কেশ মুণ্ডন ক'রেছি ঠাকুর, কিন্তু এমন সুন্দর কেশ কারো কখন দেখি নি!

নিমাই। বাবা হরিদাস, কেন তুমি কেশ মুণ্ডনে আপত্তি

ক'র্‌ছ ? তুমি আমায় মুক্ত কর, তা হ'লে তোমার বংশবৃদ্ধি হবে, তারা সুখে থাক্‌বে, তোমার বৈকুণ্ঠে গতি হবে।

নাপিত। ঠাকুর, ও লোভ আমায় দেখিও নি, যারা মান-সম্ভ্রমের বা আপনার সুখের কাঙাল—তারাই ঐ সব লোভ ক'রে কোন কুকর্ম্ম ক'র্‌তে ভয় পায় না! আমি তার কাঙাল নই ঠাকুর, তার কাঙাল নই! আমি এমন সৌভাগ্য চাই না, যার লোভে তোমার দেবজয়ী মাথায় আমার অপবিত্র হাত দিয়ে কেশ মুড়িয়ে দিতে হবে! তাতে আমায় নরকে যেতে হয়, বেশ যাবো! আমার নরক হোক্, আমার অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হোক্, আমার বংশ নির্ব্বংশ হোক্, নরকে যাব, তবু আমি তোমার বৈকুণ্ঠ চাই নি! আমি ব'ল্‌ছি, আমা হ'তে এ কাজ হবে না! আমি কি লোক চিনিনি ঠাকুর!

১ম নাগরিক। বেশ বেশ পরামাণিক, তুমি একটা মানুষের মত মানুষ দেখ্‌ছি, কখন খেউরি ক'র্‌তে স্বীকার ক'রো না।

নিমাই। হরিদাস, তোমার আমার প্রতি আন্তরিক ভক্তি দেখে আমিও ধন্য হ'য়ে যাচ্চি। কিন্তু বাবা, আমার মস্তক মুণ্ডনে তোমার আপত্তি কি? কেন আর আমায় দুঃখ দাও! হরিদাস, তুমি কি আমার হৃদয় জান না?

নাপিত। জানি, সব জানি ঠাকুর! তুমি সামান্য নও, তারই জন্যেই ত এত কথা ব'ল্‌ছি, কিন্তু প্রভু গো, এ অধম ঐ শ্রীপাদ-পদ্মে এমন কি অপরাধ ক'রেছে যে, সংসারে এত নাপ্‌তে থাক্‌তে এই অধমকে হত্যা ক'র্‌তেই তোমার বাঞ্ছা হ'ল? ঠাকুর!

নাপিত। চ'লুন প্রভু, ঐখানে, আগে মস্তক মুণ্ডন ক'রে দি, তারপর গঙ্গাস্নান ক'রে আসবেন।

নিমাই। চল চল হরিদাস, আমায় মুক্ত ক'র্‌বে চল! আমার প্রাণকৃষ্ণকে আজ আমি পাব। এস ভাই হরিদাস,একবার হরি ব'লে নৃত্য করি এস! আজ আমার নৃত্য ক'র্‌তে বড় ইচ্ছা হ'চ্চে! তুমি আমায় মুক্ত ক'র্‌লে! এস ভাই, একবার প্রাণভরে তোমায় আমি আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন) বল হরিদাস, হরি বল। বল ভাই সব হরিবোল! এমন দিন আমার আর হবে না। (নৃত্য)

সকলে। হরিবোল, হরিবোল!

নাপিত। হরিবোল, হরিবোল বল্ রে আমার মন!
ওরে আমার হরি আমার ত্রাণে দিল আলিঙ্গন।
হরিবোল—হরিবোল। (নৃত্য)

নিমাই। হরিবোল, হরিবোল, এস ভাই, যাই চল।

নাপিত। হরিবোল, হরিবোল—

[নিমাই সহ নাপিতের প্রস্থান।

সকলে। হায় হায়—আর রক্ষা হ'লো না, ওরে পরামাণিক খেউরি করিস্ না, খেউরি ক'রিস্ না। খেউরি ক'র্‌বি ত মার খেয়ে মর্‌বি! আয় আয়—ভাই সব, দেখিগে চ।

নাগরিকাগণ। হায় হায়, কি হ'লো—কেমন ক'রে বাছার মা বাঁচ্‌বে গো, মরি রে কি হ'ল রে!

কেশব। এমন দিন কি হ'য়েছে! যদি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এস, এস বাপ সকল, এখনি এই দুরাত্মাকে হত্যা ক'রে জগতে আমার প্রকৃত মিত্রের কাজ কর। আমার তুল্য নরাধম নিষ্ঠুর পাষাণকে বধ ক'র্‌লে জগতের অনেক মহোপকার সাধিত হ'বে। কিন্তু বাপ সকল, আমি নিরপরাধ! আমার মৃত্যু হ'লেও ভগবানের ইচ্ছার গতি কেউ রোধ ক'র্‌তে পার্‌বে না, তা যদি হ'ত, তাহ'লে প্রভুর আত্মীয় আচার্য্য মহাশয় আজ কখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালনে অগ্রসর হ'তেন না ; তবে যে আমা কর্ত্তৃক ভগবান সংসারত্যাগী হ'য়ে কাঙাল হ'চ্চেন, এই আমার দুর্মোচ্য কলঙ্ক ও অপরিমেয় অখ্যাতি! আমার এ গাঢ়তমসীময় কলঙ্ক-অখ্যাতি চিহ্ন পবিত্র গঙ্গাজলে ধুলেও যাবে না। তাই ভাই সকল, এস, শীঘ্র আমায় বধ ক'রে আমার প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য কর। বাপ রে নিমাই, এই তোর মনে ছিল! (রোদন)

সকলে। কৈ লাঠি ত চল্‌ছে না, তাই ত ভাই, ঠাকুরের ত অপরাধ কিছুই নাই! তাই ত, কি হ'বে, কেমন ক'রে এ সব সহ্য ক'র্‌বে। হায়, হায়, কি হ'লো—

দ্রুতপদে নিমাই, নাগরিকগণ
ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—ঠাকুর, আমার বস্ত্রখানি নবীন সন্ন্যাসীকে দিন, ঠাকুর, আমি দণ্ড এনেছি। ঠাকুর, আমি করঙ্গ এনেছি—

লও মন্ত্র, অতি সংগোপনে রক্ষ চিন্তামণি—
দিলে যাহা, দিই আমি তাহা শ্রুতিমূলে। (মন্ত্র প্রদান)

নিমাই। ধন্য আমি ধন্য আমি—
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈশ্রীগুরবে নমঃ॥ (প্রণাম)

কেশব। দীক্ষা দিনু শাস্ত্রমতে পুনর্জ্জন্ম তব হ'ল নারায়ণ,
কিবা নাম করিবে গ্রহণ, কি নাম বা দিব আমি!

(দৈববাণী) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য!

কেশব। দেবাদেশে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম তব হইল গোঁসাই!
এবে পূর্ব্ব নাম, পূর্ব্ব গৃহ, পূর্ব্ব মাতা,
পূর্ব্ব নারী, পূর্ব্ব ধন, পূর্ব্ব বসন-ভূষণ, পূর্ব্বের নিবাস,
শ্রীনিবাস না রহিল তব,
আজ হ'তে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তব নাম—
গৃহ তব বৃক্ষতল—ধন তব কৌপীন দণ্ড বহির্ব্বাস—
ছিন্ন কন্থা, বাস তব যত্র তত্র—
নবদ্বীপে আর প্রবেশের অধিকার—
না রহিল প্রভু! না রহিল বিধি—শয্যায় শয়ন,
অন্নেতে ব্যঞ্জন! হ'ল অঙ্গ তৈল হীন—ধরি দণ্ড করে—
যাও দীন, এবে পর দ্বারে— (দণ্ড প্রদান)
চক্ষু, অন্ধ হ'য়ে যাও—অহো অহো হেন দৃশ্য
অতি ভয়ঙ্কর। (উপবেশন)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(পথ)

খেংরা হস্তে দুইজন নাগরিকার প্রবেশ।

১ম নাগরিকা। মাগী ক'ম্‌নে গেল! মাগী ঘরে আর ছেলে পিলে রাখ্‌তে দিবে না বোন। দিনরাত্রি ঐ নাম, ছেলে-পিলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হরিবোলে জেগে উঠে! মাগী কোথা গেল, আজ বেটাকে পেলে খেংরাতুম!

২য় নাগরিকা। গৌর ত গেলই, তার দেখা দেখি ভট্টাচা'য্যদের সব ছেলেগুলো একেবারে খেপেছে, ভট্টাচার্য্যি গিন্নীর কাল কান্না দেখে আর বাঁচি নি, বলে—মা, কি হবে!

(নেপথ্যে) হরিবোলা দাসী। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

১ম নাগরিকা। ঐ শুন্‌ছ—মাগী এদিকে তাড়া খেয়ে আবার পাশের পথে গিয়ে বেড়াচ্চে!

লাগে না! সে দিনরাত্রি—ব্যাঙঘুমা ব্যাঙঘুমী হ'তে চায়। সে সন্ন্যাসী হ'তে পারে, আর আমি বুঝি সন্ন্যাসিনী হ'তে পারি নি! সব পারি—আমরা যে মেয়ে মানুষ, সব পারি! হেসে হেসে ম'র্‌তে পারি, আর কেঁদে কেঁদে জনম কাটাতে পারি! কিন্তু যখন হাসি, তখনও ভাবি, আবার যখন কাঁদি, তখনও ভাবি! ভাবেই আমাদের সুখ! ভাবেই যে প্রেম—তাই ভাবগরবিনী প্রেমময়ী রাধা, কৃষ্ণ—প্রেমময়! তাই প্রেমময়ী রাধার প্রেম দেখে সেই প্রেমের আস্বাদ নেবার জন্যই গৌর আমার কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ ক'র্‌ছেন! যার প্রেম নেই, সে কি বুঝ্‌বে? যার ভাব নেই, সে প্রেমের ধার কি ধারে! আর দেখ না, ছোঁড়াগুলো আর মিনসে গুলো কেবল প্রেম প্রেম ক'রে মর্‌ছে! বুঝাচ্চে—ওগো আমার খুব প্রেম! আবার ঠাট্টা কত, রাধে হরি বল। ঐ রাধে হরিবলার ভিতরে যে কত প্রেম ঢালা আছে, তা কি তোরা বুঝিস্—তোদের উড়ো থৈ গোবিন্দায় নমঃ! কেবল মাগ আর ভাতার পাতিয়ে প্রেম নিয়ে ঢলাঢলি ক'র্‌ছিস্! প্রিয়ে ব'ল্লেন, প্রাণ তুমি আমায় ভালবাস না, আমি আজই আফিং খাব, আর প্রিয় ব'ল্লেন, প্রাণ-প্রিয়তমা, তুমি আমায় ভালবাস না—আমি চাকরী ক'রতে গিয়ে আর ঘরে আসব না! দূর ছাই, মিন্‌সে গুলোর রকম দেখেই ত এত কথা তুল্‌ছি—কিন্তু আমি কি বলি শোন—

গীত।

একের মন আরে দিয়ে আরের মন আপনি নিয়ে
বল দেখি প্রাণ, সে কেমন কেমন হয়।

সকলে ।　　গীত ।

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং নেদশ মাছের ঠ্যাং ।
খুড়ো গেছে হুড়ুম খেয়ে ধান রুইতে ক্ষেতে,
খুড়ি হেথা নুন লঙ্কা মাখে পান্ত ভাতে,
বাবা গেল পিসের হোথা মেসো এল বাড়ী,
মেসোর খাতির ক'র্‌লে না ক' মা একোল্ ষাঁড়ী,
সেদোর সঙ্গে মাধীর সাদি—যদি বিধির লেখা থাকে,,
রৈল বিয়ে বিয়ের দিনেও বল্লে না ক' কেউ কাকে ॥

১ম রাখাল। ওরে, ওরে, কে একজন সন্ন্যাসী আস্‌ছে দেখ! সন্ন্যাসীটা মাতাল না কি—টলে টলে পড়্‌ছে!

২য় রাখাল। ওরে, ও মাতাল সন্ন্যাসী—ওর সঙ্গে কথা কইলে ও কত রকম ক'র্‌বে এখন। আমরা মজা দেখ্‌ব, তাই করি আয়! ওগো সন্ন্যাসী ঠাকুর! বাড়ী কোথা!

নিমাই ও নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। এতাং সমাস্থায় পরাত্ম নিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥

সাধু সাধু ব্রাহ্মণ! তোমার সঙ্কল্পই সাধু, আমি তোমার মতেরই অনুবর্ত্তী হব'। এসেছ নিতাই, ভালই হ'য়েছে—চল চল—দুই ভেয়ে আজ যাব বৃন্দাবন, নেহারিব মদনমোহন!

চল চল, দ্রুতপদে। কে তোমরা!
আহা মরি মরি ঘনশ্যাম কিবা রূপের মাধুরী!
এস নিতাই, দেখ্‌ দেখ্‌ ভাল করে!

মাথে কি না বাসে—নয় সে গো দিক খেদাইয়া;
তবু ত গো তারে নয়নে হেরিব—জুড়াইব হিয়া !
আর বৃন্দাবন কত দূরে ভাই !
কতক্ষণে পাব প্রাণের কানাই,
কোন্ দিকে যাব—
দে রে পথ মোরে দেখাইয়া ।

নিতাই । হরি হরি হরি,
(স্বগত) হরি নামে হরিয়ে লইব দেশে !
তাল ছল জান কালাচাঁদ—
কিন্তু তব ছলে তোমায় ছলিব,
শান্তিপুরে নিব প্রতিজ্ঞা পূরিব আমি !
চল চিন্তামণি, ভক্তইচ্ছা করিবে পূরণ,
বল্ রে রাখাল ভাই, বল্ হরি হরি ।

রাখালগণ । হরি হরি হরি—

নিমাই । হরি হরি হরি—
ভাই রে নিতাই, লোক তাই কয় মধু বৃন্দাবন !
শুন দিয়া মন—
হরি নাম গাহিছে সবাই—মাঠের রাখাল হ'তে !
ভাব চিতে—সেই বৃন্দাবনে —নাহি জানি —
হরি নাম কত ছড়াছড়ি !
শুনি পশু পক্ষী সবে হরিনাম গায়,
চলে এস, চলে এস দাদা !

ভক্তগণ। চল বাপ সকল, আমাদিগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে চল।

২য় রাখাল। ঐ যে ঠাকুর মশায়, এই যে তাঁরা গেলেন! চ'লুন, চ'লুন।

সকলে। হরি, হরি, হরি!

বেগে নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। শোন, শোন, যাচ্চ কোথা। এখান হতেই এই পথে যাও, আর শান্তিপুর অধিক দূর নেই! মুকুন্দ, তুমি প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে গিয়ে সংবাদ দাও গে যে, আমি প্রভুকে লয়ে শান্তিপুরের ঘাটে যাচ্চি। তিনি যেন একখানি নৌকা নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করেন! আর আচার্য্য-রত্ন, আপনি নবদ্বীপে চলে যান, শচীমাকে আর বধুমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংবাদ দিন যে, অবধূত নিত্যানন্দ যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল—তা সে আজ মহাপ্রভুর কৃপায় পূর্ণ ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েছে। মহাপ্রভুকে নিয়ে সে শান্তিপুরে মহাত্মা অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে অবস্থান ক'র্‌ছে, সুবিধা সুযোগ মত তাঁদের সহিত মিলন করাবে। যাও, যাও, আর বিলম্ব ক'রো না! আমি চল্লাম প্রভুকে পথে রেখে আমি তোমাদের এ সব কথা ব'ল্‌বার জন্যই ছুটে এসেছি! যাই, তা না হলে আবার তিনি কোথায় গিয়ে পড়্‌বেন। হায় হায় প্রভু—এতও তোমার মনে ছিল!

[বেগে প্রস্থান।

মুকুন্দ। ভাই রাখালগণ! তোমরা যাও, আমরা এখন চ'ল্লেম!

[প্রস্থান

রাখালগণ। বেশ, বেশ, আমরাও পাগল ঠাকুরকে দেখ্‌তে যাই!

[প্রস্থান।

চন্দ্রশেখর। হায় না জানি নবদ্বীপে গিয়ে কি শোচনীয় দৃশ্যই দেখ্‌তে হবে! বাবা—নিমাই—বল্ বল্ বাবা, তুইই বল—এ তোর আত্মীয় স্বজনকে এরূপে বিড়ম্বিত করা কি তোর ভক্তবৎসল নামের পরিচয় দেওয়া হচ্চে!

[সকলের প্রস্থান।

নতমস্তকে নিমাই ও নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। বৃন্দাবন আর কত দূর!

কোথা মম সে শ্যামা যমুনা!
যার কোলে নিতি শ্যাম করিত গো কেলি!

নিতাই। বলিতেছি, চলুন এক্ষণে।

লোকমুখে যবে শুনিলাম—প্রভু,
তুমি যাবে বৃন্দাবন, সেইক্ষণ মন মোর নাচিয়া উঠিল—
ছুটিল সে বৃন্দাবন-পথে!

(স্বগত) কথায় কথায় শান্তিপুরের ঘাটে নিয়ে যেতে পার্‌লে হয়! চলুন, চলুন—

নিমাই। উত্তম, উত্তম, দুই ভাই তথা—

নির্জ্জনে করিব বসি মুকুন্দ অর্চ্চনা,
বল বল না শ্রীপাদ, প্রভু ত আমারে করিবেন কৃপা!
পাইবে ত অভাজন শ্রীকৃষ্ণচরণ!

অহো কি ভাগ্য আমার! অহো কি ভাগ্য আমার!
বল রে শ্রীপাদ্ বল্, বল কি ভাগ্য আমার! (নৃত্য)

নিতাই। আর প্রভু, ভাগ্য—ভাগ্য ক'রে কাজ নি! ক্ষুধায় সর্ব্বাঙ্গ থর থর ক'র্‌ছে! হাঁটতে হাঁটতে পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে! এখন চলুন, যমুনায় স্নান ক'রে বংশীবটের তলায় একটু বিশ্রাম করি গে! আঃ, রক্ষা হ'ল! এই কি বৃন্দাবনের পথ বাবা? (স্বগত) ঐ একখানি নৌকা আছে না, আঃ ঐ খানি প্রভু অদ্বৈতের নৌকা হয়, রক্ষা পাই! (প্রকাশ্যে) ঐ প্রভু, যমুনা!

নিমাই। আঁ্যা, যমুনা—ঐ ত যমুনা! শ্রীপাদ—শ্রীপাদ, আমি চল্লুম, একবার যমুনার কাল জলে অবগাহন ক'রে স্নান ক'রে নি! তুমি যাবে ত এস!

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী,
অঘানাং লবিত্রী, জগৎক্ষেমধাত্রী, পবিত্রীক্রিয়ান্নোবপুর্মিত্রপুত্রী।

[বেগে প্রস্থান।

নিতাই। ধন্য লীলাময়! একি তোমার লোক শিক্ষা! না এরি নাম তন্ময়ত্ব! না এরি নাম প্রেম? হরি, এই প্রেম লাভ না ক'র্‌লে জীবে ভগবান লাভ ক'র্‌তে পারে না, এই শিক্ষা দিচ্ছ? একেবারে যে বাহ্যজ্ঞানকে হারিয়ে ফেলেছ! কোথায় যে এসেছ, কোথায় যে স্নান ক'র্‌ছ, এ জ্ঞানও যে তোমার শূন্য হ'য়েছে! যেন নিতাই ধারণায় এনেছ, বৃন্দাবনে এসেছি আর কালিন্দীর কালজলে অবগাহন স্নান ক'র্‌চি: কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ

নিমাই। হাঁ শ্রীপাদ, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! আমি বৃন্দাবনে আস্‌ছি, দেখি, পথে তুমি, মুকুন্দ আর কে—কে—তার পরেই আচার্য্যকে দেখ্‌ছি! তবে কি এ বৃন্দাবন নয়? তুমি কি তবে আমায় ছলনা ক'রে শান্তিপুরে এনেছ? হা শ্রীপাদ, আমায় তুমি বৃন্দাবন যেতে দিলে না! আমার প্রাণকৃষ্ণকে আমি দেখ্‌তে পেলাম না? ছিঃ শ্রীপাদ, তুমি আপন জন হ'য়ে এই সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

নিতাই। বৃন্দাবন নয় এ কথা কেমন ক'রে হয় প্রভু! তোমার যেখানে অবস্থান, সেই ত বৃন্দাবন শ্রীবৈকুণ্ঠধাম! তুমিই ত বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামবংশীধর! তবে যে এ বৃন্দাবন নয়, আর এখানে যে প্রাণকৃষ্ণ নাই, এ কথা কে ব'লে? তবে ছলনার কথা ব'ল্‌ছ কেন! ভক্তবৎসল! আমি ছল ক'রব' কি, তুমিই ত ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য এই ছল ক'রে এই শান্তিপুরে এসেছ! নয় তোমায় কে ছল্‌তে পারে হরি! এখন যার জন্য ছল ক'রে শান্তিপুরে এনেছি, তা কি ব'ল্‌তে হবে, আর না ব'ল্‌লেই বা ছলনাময় বুঝ্‌তে পার্‌বে কেন? বলি এখন কি একবার মা জননী শচী দেবীকে দর্শন দিবে! একবার ভাব না দয়াময়, মণিবিচ্যুতা-ভুজঙ্গিনীর দশাটা! হাঁ হে কপটি, আমি ছলনা করি, না তুমি ছলনা কর! বলি মাকে কাঁদান কি মানুষের ধর্ম্ম? ভগবান, এ কেবল তোমারই ধর্ম্ম দেখ্‌ছি! যুগে যুগে তাই দেখিয়ে আস্‌ছ? এখন কি ক'রব, ভাই বল, আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না! ক্ষিদেয় ত নাড়ী পর্য্যন্ত চুঁয়ে গেছে, এখন গায়ের মাংস ধ'রে টান মার্‌ছে!

দশদিন পেটে ধ'রে নিজের বুকের থাবার তার মুখে দিয়ে মানুষ ক'রেছে, তার কি হয়? কই বাবা নীলমণি! আমি যে তোমার জন্য ক্ষীরসর-নবনী প্রস্তুত ক'রে নিয়ে যাচ্চি, তুমি এই যে আমার শিওরে ব'সে ব'ল্লে, মা, আমি সন্ন্যাসী হ'য়েছি—আমি আর যা তা খাই না, তাই ত বাবা, আমি আর ভাত রাঁধিনি! আজ ক'দিন হ'ল মুখেও জল দিই নি! এস, এস চাঁদ, শ্রীবাস, এক কাজ কর না বাবা, গোপালকে আমার খুঁজে নিয়ে আয় না। আমি কি আর না খেয়ে থাকতে পারি? আমি কি উপোস দিয়ে ম'র্‌ব! নিমাইকে আমার নিয়ে আয়—নিয়ে কিছু খাওয়া। নিমাই—নিমাই—একবার মা বল্, ওরে বাপ আমাকে আর মা ব'ল্‌বার যে কেউ নাই। বাবা, তুমি ত আমার তেমন পুত্র নয়, তুমি যে আমার বিদ্বান ছেলে! এই কি বাবা তোমার কাজ! না, আমি আজ গঙ্গাজলে ঝাঁপ দোব! (গমনোদ্যত)

নিতায়ের প্রবেশ।

নিতাই। মা, মা, আলুথালু হ'য়ে কোথা চ'লেছেন? প্রণাম করি মা, আশীর্ব্বাদ করুন।

শচী। কে রে—কে রে—আমার বলাই এলি, বাপ আমার কানাই কই? বলাই রে—আমি যে তোর আশায় চাঁদ, এখনও গোপাল হারা হ'য়ে ঘরে বেঁচে আছি। বাবা আমায়, তুমি এলে, আমার নিমাই কই?

নিতাই। মা, নিমাই তোমার এসেছে।

ভক্তগণ। এসেছেন! এসেছেন! প্রভু এসেছেন! কই প্রভু!

শচী। কই বাবা, আমার বুক জুড়ান ধন কই বাবা! আন্ আন্! দেখাও—একবার দেখাও, একবার দেখি। বাবা নিতাই, তুই মার্কণ্ডের মত পরমায়ু পা, বাবা রে, আর যে দাঁড়াতে পারছি না, ধর বাবা, কই আমার নিমাই কই!

নিতাই। মা, তিনি শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থান ক'রছেন, আপনাকে আর নিজ জনকে শান্তিপুরে নিয়ে যাবার জন্য আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।

শচী। চল, চল, এই ক্ষীর, সর, ননী লও, এখনি চল, বাবা রে—তুই আমার কি আগুনে যে জল ঢাল্‌লি, তা আর কি বল্‌ব?

বস্ত্রাবৃতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা—মা—আমি তোমার সঙ্গে যাব। (বস্ত্রাঞ্চল-ধারণ)

শচী। যাবে বৈ কি মা, চল, নিতাই আমার হারাননিধি ধরে এনেছে! চল নিতাই, চল যাই, আর আমি এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'তে পারছি না।

নিতাই। (স্বগত) উঃ, পাষাণও ফেটে যায় রে পাষাণও ফেটে যায়! অবধূতের প্রাণও ম'রাব তে- ফেটে যায়! কি করি, না ব'লেই বা উপায় কি? কর্ত্তব্য—তুমি রাক্ষস দস্যু হ'তেও কঠোর! রক্তমাংসবসায়—তুমি গঠিত নও লৌহ-পাষাণ বজ্র সংমিশ্রিত কোন কঠিন ধাতুতে গঠিত। (প্রকাশ্যে) মা, শ্রীমতীকে নিয়ে যেতে প্রভুর নিষেধ!

অদ্বৈত, নিমাই, মুকুন্দ প্রভৃতি
বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

অদ্বৈত। প্রভু, কেন তুমি হইলে সন্ন্যাসী ?
জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীরা হয়,
তব ইচ্ছা হোক বিশ্ব প্রেম-ভক্তিময়—
তবে হেন ইচ্ছা কেন দয়াময় !

নিমাই। হে আচার্য্য আশ্চর্য্য হও না ইথে—
জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী না হই—
জগতে দেখাই প্রেমের সন্ন্যাসী আমি !
সেই কৃষ্ণ প্রেমচিন্তামণি !
বিনা প্রেম-জ্ঞান-ধর্ম্ম-তন্ত্রমন্ত্র যাগ-
যজ্ঞ সকলি বিফল, একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম বল,
কৃষ্ণ বিনা সকলি অসার !
কৃষ্ণে রতি যার—সেই যোগী,
ভোগী সেই, যেই কৃষ্ণনামামৃত করে পান,
জ্ঞান সার তার—যার কৃষ্ণে মতি রহে।
বহে যার কৃষ্ণ নামে চক্ষে অশ্রুজল—
সেই জ্ঞানী—সেই মানী—যার প্রাণে কৃষ্ণভক্তি থাকে !
ডাকে যেই কৃষ্ণ ব'লে প্রেমে দিবানিশি,
সেই ধন্য এ মহীমণ্ডলে,
মন প্রাণ রাখ কৃষ্ণ ব'লে
নাচ বাহু তুলে মুখে বল হরিবোল !